পরিচয়

সাংবাদিকতায় সততা ও সাহসের প্রতীক ৩৩ বছর ধরে প্রকাশিত

New York Vol. 33, Issue 1653, Saturday, November 01, 2025 FREE www.parichoy.com

জুলাই হত্যাকাণ্ডের দায় নেবেন না হাসিনা

বিস্তারিত ০৮ পৃষ্ঠায়

আরো আছে...

■ এক বছরে বাংলাদেশে ২৫৮টি রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়েছে জানালেন বিজিএমইএ সভাপতি - ৫ম পাতায়

■ স্ত্রী উষার খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণের আশা যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের - ৫ম পাতায়

■ ভারতের হাইব্রিড যুদ্ধ, বাংলাদেশসহ প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো টার্গেট - ৫ম পাতায়

■ ভেনিজুয়েলায় মার্কিন হামলার পরিকল্পনা নেই বললেন ট্রাম্প - ৬ষ্ঠ পাতায়

■ রাশিয়া-চীনের সঙ্গে সমান তালে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার নির্দেশ ট্রাম্পের - ৬ষ্ঠ পাতায়

■ কানাডার সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনায় না বসার ঘোষণা ট্রাম্পের - - ৬ষ্ঠ পাতায়

■ ট্রাম্পের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী - ৭ম পাতায়

■ নিউইয়র্ক নিয়ে ট্রাম্প ও মামদানির লড়াই - দ্য ইকোনমিস্টের প্রতিবেদন- ৭ম পাতায়

■ বাংলাদেশে সংকট তৈরি করেছে অন্তর্বর্তী সরকার বললেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল-৮ম পাতায়

বিস্তারিত ০৭ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্র-চীনের ‘ট্রেড ট্রুস’: বৈশ্বিক অর্থনীতির অনিশ্চয়তা কমবে কি

বিস্তারিত ০৫ পৃষ্ঠায়

জলবায়ু পরিবর্তনে এক বছরে বাংলাদেশের ভয়াবহ ক্ষতি ২৪ বিলিয়ন ডলার

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
► প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
► পাবলিক অকশনের বাড়ি
► ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
► শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি
কল করুন:
৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

বারী হোম কেয়ার
BARI HOME CARE YOUR HEALTH OUR CARE
Passion for Seniors of NY Inc.
চলমান কেস ট্রান্সফার করে বেশী ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার সুবর্ণ সুযোগ নিন
আমরা HHA ট্রেনিং প্রদান করি
আমরা HHA, PCA & CDPAP সার্ভিসেস প্রদান করি
মেডিকেইড প্রোগ্রামের আওতায় আপনজনের সেবা করে ঘরে বসে বছরে সর্বোচ্চ আয় করুন $৫৫,০০০
চাকুরী দরকার? আমরা কেয়ারগিভার চাকুরী প্রদান করি, কোন সার্টিফিকেটের প্রয়োজন নাই
Asef Bari (Tutul) C.E.O
Email: info@barihomecare.com www.barihomecare.com Cell: 631-428-1901
JACKSON HEIGHTS OFFICE: 72-24 Broadway, Lower Level, Jackson Heights NY 11372 | Tel: 718-898-7100
JAMAICA 169-06 Hillside Ave, 2nd Fl, Jamaica NY 11432 Tel: 718-291-4163
BRONX 2113 Starling Ave., Suite 201 Bronx NY 10462 Tel: 718-319-1000
LONG ISLAND 469 Donald Blvd, Holbrook NY 11741 Tel: 631-428-1901

Law offices of KIM & ASSOCIATES P.C
Attorneys at Law
Accident cases
এক্সিডেন্ট কেইসেস
Kwangsoo Kim, Esq
Attorney at Law
Eng. Mohammad A Khalek
Cell : 917-667-7324
Law Offices of KIM & Associates P.C
আমরা বাংলায় কথা বলি

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
* Income Tax * Business Tax & Audit
* Sales Tax * Business Setup
* Payroll * IRS Tax Problem resolution
718-429-0011, 347-771-5041
484-818-9716 C:347-415-4546
74-09 37th Ave, Bruson Building
Suite # 203, Jackson Height, NY 11372
E-mail: info.chaudricpa@gmail.com | chaudricpa@gmail.com

আমরা PCA, HHA সার্ভিস দিয়ে থাকি
Aasha Home Care LHCSA
(718) 776-2717
(646) 744-5934

সাপ্তাহিক পরিচয় এর বিজ্ঞাপনদাতাদের পৃষ্ঠপোষকতা করুন

আলাদীন
Aladdin
Tel: 718-784-2554

সাপ্তাহিক পরিচয়ে বিজ্ঞাপন দিতে চাইলে যোগাযোগ: ৯১৭-৭৪৯-১১৭৯

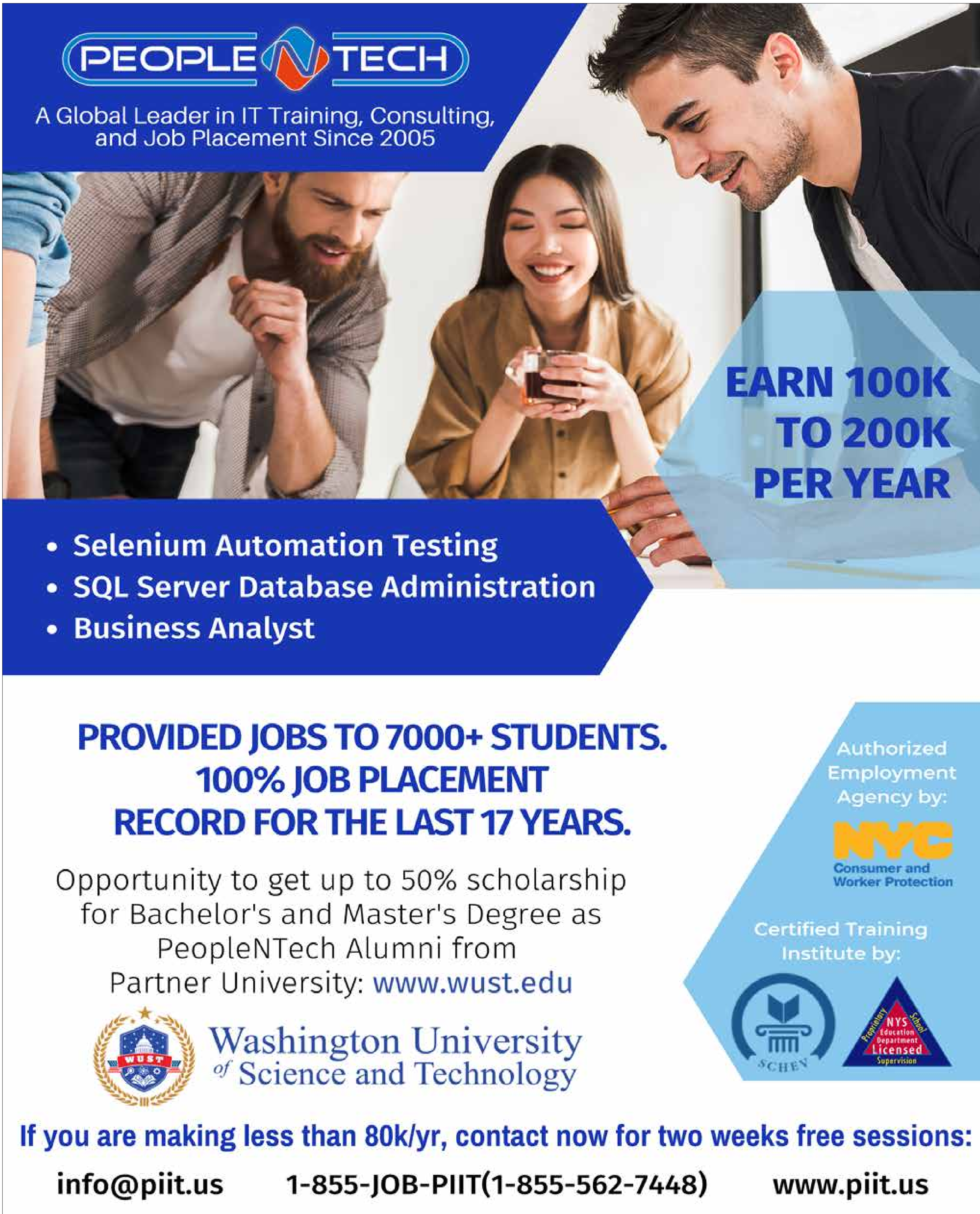
PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005
EARN 100K TO 200K PER YEAR
• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
WUST
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by:
NYC
Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by:
SCHEV
NYS Education Department Licensed Proprietary School Supervision
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us
1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448)
www.piit.us

ই-ভার্সন পেতে আপনার ইমেইল এড্রেস পাঠিয়ে দিন

parichoyny@gmail.com

কে কি বললেন

● গত বুধবার (২৯ অক্টোবর) দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের আয়োজিত এক নৈশভোজে ট্রাম্পের কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে দুঃখপ্রকাশ করেছি। বিজ্ঞাপনটি প্রচারের আগে আমি অন্টারিও প্রিমিয়ার ডগ ফোর্ডের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছি এবং বিজ্ঞাপনটি প্রচার না করার পরামর্শও দিয়েছিলাম । আমি ফোর্ডকে বলেছি, আমি চাই না এই বিজ্ঞাপনটি সম্প্রচারিত হোক। - কানাডার প্রধানমন্ত্রী কার্ণি

● নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে বাকি আছে আর মাত্র ১২ দিন। আমি সেই ১২ দিন এবং তার পরের প্রতিটা দিন নিউইয়র্ক শহরে একজন মুসলিম পুরুষ হিসেবে থাকব। আমি কে, আমি কীভাবে খাই, অথবা যে বিশ্বাসকে আমি গর্বের সঙ্গে নিজের বলে দাবি করি, তা আমি পরিবর্তন করব না। তবে একটা জিনিস আমি পরিবর্তন করবু আমি আর ছায়ায় নিজেকে খুঁজব না। নিজেকে আলোতে খুঁজে নেব - এবিসি নিউজকে নিউ ইয়র্ক সিটির ডেমোক্র্যাট দল মনোনীত মেয়র প্রার্থী জোহরান মামদানি

● রাষ্ট্রপতির বাসভবন-বঙ্গভবন থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি নামানোটা ‘অন্যায়’ হয়েছে - ডাকসুর সাবেক ভিপি ও বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির (সিপিবি) সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম

● দুর্নীতিকে ‘গলা টিপে’ ধরা না গেলে এ সমাজ বাঁচবে না। এই সমাজ বেঁচে থাকলে একটা ক্ষণভঙ্গুর সমাজ হিসেবে বেঁচে থাকবে। এরকম সমাজ তো কোনো দেশের নাগরিক কামনা করে না।” - বাংলাদেশে সকল ক্ষেত্র দুর্নীতিতে ‘সয়লাব’ হয়ে গেছে মন্তব্য করে লন্ডনে জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান

● রাজনৈতিক দলগুলো সরকারের ওপর যে আস্থা রেখেছিল তার মর্যাদা রাখেনি সরকার। জনগণের সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকার বিশ্বাসঘাতকতা করেছে - বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

● ‘সংস্কার নিয়ে সব ঠিক। আমরাও রাজি, বিএনপিও রাজি। ঐকমত্য কমিশনের মাধ্যমে একমত হয়ে আমরা সবাই জুলাই সনদে স্বাক্ষরও করেছি। হঠাৎ বিএনপি উল্টে গেল। সেখানে নাকি একটি পৃষ্ঠা যোগ করা হয়েছে। এসব হলো ধোঁয়াশা সৃষ্টি করা। বিএনপি বর্তমানে অন্যায়ভাবে অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে - জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের

জলবায়ু পরিবর্তনে এক বছরে বাংলাদেশের ভয়াবহ ক্ষতি ২৪ বিলিয়ন ডলার

দ্য ল্যানসেটের প্রতিবেদন

পরিচয় ডেস্ক: জলবায়ু পরিবর্তনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবে বাংলাদেশ এক নজিরবিহীন স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক সংকটে পড়েছে বলে জানিয়েছে 'দ্য ল্যানসেট কাউন্টডাউন অন হেলথ অ্যান্ড ক্লাইমেট চেঞ্জ। সংস্থার সদ্য প্রকাশিত প্রতিবেদনে ভয়াবহ তথ্য উঠে এসেছে।

এতে বলা হয়েছে, শুধু ২০২৪ সালেই তাপজনিত শ্রম উৎপাদনশীলতা কমে যাওয়ায় সম্ভাব্য ২৪ বিলিয়ন ডলার আয় ক্ষতি হয়েছে বাংলাদেশের। ২০২২ সালে মানবসৃষ্ট বায়ু দূষণের কারণে ২ লাখ ২৫ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এদিকে তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে গরমসংক্রান্ত অসুস্থতা ও মৃত্যুর ঝুঁকি ভয়াবহভাবে বেড়েছে।

২০২৪ সালে গড়ে প্রত্যেক ব্যক্তি ২৮.৮ দিন করে তাপপ্রবাহের মুখোমুখি হয়েছেন। এর মধ্যে ১৩.২ দিন কেবল জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে ঘটেছে বলে প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। একইসঙ্গে, ১৯৫১-১৯৬০ সময়ের তুলনায় ২০১৫-২০২৪ সময়কালে ডেঙ্গু সংক্রমণের উপযোগী আবহাওয়া বেড়েছে ৯০ শতাংশ, যা জলবায়ু পরিবর্তনের স্বাস্থ্যঝুঁকিকে আরও স্পষ্ট করে তুলছে।

প্রতিবেদন প্রকাশ উপলক্ষে বৃহস্পতিবার ঢাকার ব্র্যাক সেন্টারে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। যৌথভাবে এর আয়োজন করে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল রিসার্চ (সিইআর) এবং দ্য ল্যানসেট কাউন্টডাউন গ্লোবাল টিম। এতে সহযোগিতা দেয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ক্লাইমেট চেঞ্জ অ্যান্ড হেলথ প্রমোশন ইউনিট। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন পরিবেশ অর্থনীতিবিদ ও গ্রিনথাম রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সিনিয়র ফেলো, ড. সৌর *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

স্ত্রী উষার খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণের আশা যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভান্সের

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্স বুধবার মিসিসিপিতে একটি টার্নিং পয়েন্ট ইউএসএ ইভেন্টে বক্তৃতার সময় বলেছেন, তিনি আশা করেন, হিন্দু পরিবারে বড় হওয়া তার স্ত্রী উষা ভ্যান্স একদিন ক্যাথলিক চার্চ দ্বারা 'অনুপ্রাণিত' হবেন এবং খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করবেন। উষা অবশেষে 'খ্রিস্টের কাছে আসবেন' কিনাড়এমন প্রশ্নের উত্তরে ভ্যান্স বলেন, 'এখন বেশিরভাগ রবিবার উষা আমার সঙ্গে চার্চে আসে। যেমনটা আমি তাকে বলেছি, জনসমক্ষে বলেছি এবং এখন আমার ১০ হাজার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর *বাকি অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়*

এক বছরে বাংলাদেশে ২৫৮টি রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়েছে জানালেন বিজিএমইএ সভাপতি

পরিচয় ডেস্ক: গত এক বছরে দেশে ২৫৮টি রফতানিমুখী তৈরি পোশাক কারখানা বন্ধ হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতির (বিজিএমইএ) সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবু। গত মঙ্গলবার (২৮ অক্টোবর) রাজধানীতে অডিটরিয়ামে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান তিনি।

উত্তরায় বিজিএমইএ ভবনে এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন, চট্টগ্রাম বন্দরের মাশুল বাড়ানোসহ বিভিন্ন ইস্যুতে তৈরি পোশাক শিল্পের বর্তমান অবস্থান তুলে ধরতে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেছেন, বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের রফতানিমুখী শিল্পখাত নানা চ্যালেঞ্জের মুখে।

শ্রম আইন সংস্কার অবশ্যই প্রয়োজন, তবে তা যেন বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। আইন এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যাতে এটি শিল্পের টেকসই বৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় দেশের অবস্থানকে শক্তিশালী করে।

সংবাদ সম্মেলনে সংশোধিত শ্রম আইন ২০২৫ পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানানো হয়। তাদের দাবি, শিল্প, শ্রমিক ও অর্থনীতির বাস্তব চাহিদা বিবেচনায় এমন একটি নতুন আইন প্রণয়ন।

বিজিএমইএ সভাপতি বলেন, আমাদের প্রতিযোগী সক্ষমতা ধরে রাখতে হলে এবং এলডিসি *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

ভারতের হাইব্রিড যুদ্ধ, বাংলাদেশসহ প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলো টার্গেট

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশসহ প্রতিবেশী কয়েকটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সাইবার, গোয়েন্দা ও প্রোপাগান্ডাসহ বিভিন্ন কৌশল ব্যবহারের মধ্য দিয়ে হাইব্রিড ওয়ারফেয়ার বা সমন্বিত

যুদ্ধ শুরু করেছে ভারত। অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় কাবু করতে এবং প্রতিবেশী দেশে প্রভাব বিস্তারের জন্য গোপন অভিযান এমনকি নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে দেশটি। সম্প্রতি বাংলাদেশজুড়ে গুপ্তচরবৃত্তি ও নাশকতায় জড়িত থাকার সন্দেহে কয়েকজন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারও করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী।

সরকারি সূত্রের *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

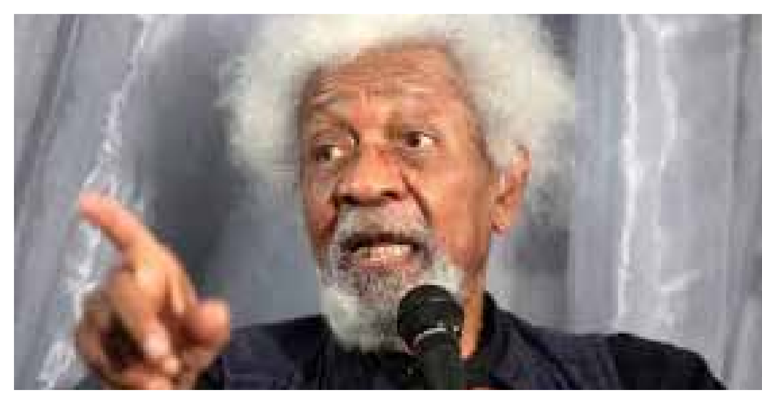

আফ্রিকা অঞ্চলের সাহিত্যে প্রথম নোবেলজয়ী ভিসা বাতিল করল ট্রাম্প প্রশাসন

পরিচয় ডেস্ক: আফ্রিকা অঞ্চলের প্রথম লেখক হিসেবে ১৯৮৬ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারজয়ী সোয়িংকা মঙ্গলবার এ তথ্য জানান। নাইজেরীয় লেখক ও নাট্যকার ওলে সোয়িংকার অ্যামেরিকার ভিসা বাতিল করেছে প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন প্রশাসন।

আফ্রিকা অঞ্চলের প্রথম লেখক হিসেবে ১৯৮৬ সালে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারজয়ী সোয়িংকা গত ২৮ অক্টোবর মঙ্গলবার এ তথ্য জানান।

আল জাজিরা জানায়, নাইজেরিয়ার লাগোসের কোঙ্গি এলাকার হারভেস্ট গ্যালারিতে বক্তব্য দেওয়ার সময় স্থানীয় অ্যামেরিকান কনস্যুলেট থেকে সম্প্রতি পাওয়া একটি নোটিশ জোরে পড়ে শোনান সোয়িংকা। সে নোটিশে তাকে পাসপোর্ট নিয়ে কনস্যুলেটে যেতে বলা হয়, যাতে করে তার ভিসা বাতিল করে দেওয়া যায়। বক্তব্যকালে ল্যাপটপটি বন্ধ করে লেখক মজা করে দর্শক-শ্রোতাদের উদ্দেশে জানান, কনস্যুলেটের অনুরোধ রক্ষার মতো সময় তার হাতে নেই।

'আমি রসবোধসম্পন্ন লোকজনকে পছন্দ করি এবং এটি (নোটিশ) আমার জীবনে পাওয়া সবচেয়ে রসাত্মক বাক্যগুচ্ছ বা অনুরোধসমষ্টি', বলেন সোয়িংকা।

'আমার হয়ে কেউ স্বেচ্ছাসেবী হতে চান? আমার হয়ে এটা নেবেন? আমি একটু ব্যস্ত ও তাড়ার মধ্যে আছি', *বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়*

পরিচয়
BANGLA WEEKLY THE PARICHOY

সম্পাদক: নাজমুল আহসান
Editor & Publisher: M. Najmul Ahsan
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372, USA
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

ভেনিজুয়েলায় মার্কিন হামলার পরিকল্পনা নেই বললেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: ভেনিজুয়েলায় হামলা চালানোর কোনো পরিকল্পনা নেই বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যদিও দেশটির আশপাশে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উপস্থিতি হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ওয়াশিংটন যেন কারাকাসে সরকার পরিবর্তনের প্রস্তুতি নিচ্ছে। খবর- বার্তা সংস্থা এএফপি।

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র ক্যারিবীয় সাগরে নৌবাহিনীর আটটি জাহাজ মোতায়েন করেছে। পুয়ের্তো রিকোতে পাঠানো হয়েছে রাডার ফাঁকি দিতে সক্ষম এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান। অঞ্চলটির দিকে রওনা দিয়েছে বিমানবাহী রণতরীর একটি স্ট্রাইক গ্রুপ। ওয়াশিংটনের দাবি, এই বিপুল সামরিক শক্তি মোতায়েনের লক্ষ্য সরকার পরিবর্তন নয়, বরং মাদক চোরাচালান নিয়ন্ত্রণ।

প্রেসিডেন্টকে বহনকারী এয়ার ফোর্স ওয়ানে থাকা একজন সাংবাদিক জানতে চান 'আপনি কি ভেনিজুয়েলায় হামলার কথা ভাবছেন? প্রশ্নের

জবাবে ট্রাম্প বলেন, 'না।' ট্রাম্পের এই মন্তব্যের পর যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও একই বার্তা দিয়েছেন।

মিয়ামি হেরাল্ডের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, ওয়াশিংটনের বাহিনী ভেনেজুয়েলাকে লক্ষ্য করে হামলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ বিষয়ে রুবিও এক্স-এ এক পোস্টে লিখেছেন, 'আপনার তথাকথিত 'সূত্র' আপনাকে ভুয়া খবর লিখতে বাধ্য করেছে।'

গত সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্র ক্যারিবীয় অঞ্চল ও পূর্ব প্রশান্ত মহাসাগরে কথিত মাদক চোরাচালানে জড়িত নৌযান লক্ষ্য করে অভিযান শুরু করে। ওই অভিযানে অন্তত ৬২ জন নিহত হয়েছেন, ধ্বংস হয়েছে ১৪টি নৌযান ও একটি আধা-ডুবোজাহাজ।

ওয়াশিংটন দাবি করছে, এসব ছোট নৌযান যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি এবং মাদক চোরাচালানের সঙ্গে যুক্ত। তবে *বাকি অংশ ৩২ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্র-ভারত ১০ বছর মেয়াদি প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে

জানালেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সচিব হেগসেথ

পরিচয় ডেস্ক: ভারতের প্রতিরক্ষা সচিব রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে বৈঠকের পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ এই চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নিশ্চিত করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সঙ্গে ১০ বছর মেয়াদি একটি প্রতিরক্ষা কাঠামো চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সচিব পিট হেগসেথ। শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ তিনি এই তথ্য জানিয়েছেন।

হেগসেথ এক্স-এ লিখেছেন, এই কাঠামো আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা ও প্রতিরোধ সক্ষমতার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত। এটি দুই দেশের মধ্যে সমন্বয়, তথ্য ভাগাভাগি এবং প্রযুক্তিগত সহযোগিতা বাড়াবে

ভারতের প্রতিরক্ষা সচিব রাজনাথ সিংয়ের সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি এই চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

রাশিয়া-চীনের সঙ্গে সমান তালে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার নির্দেশ ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: রাশিয়া ও চীনের সঙ্গে তালমিলিয়ে সমানভাবে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা চালাতে পেন্টাগনকে নির্দেশ দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত ট্রাম্প-শি বৈঠকের কিছুক্ষণ আগে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) ট্রাম্প তার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে দেওয়া এক পোস্টে লিখেছেন, অন্য দেশগুলোর পরীক্ষামূলক কার্যক্রমের কারণে আমি প্রতিরক্ষা বিভাগকে নির্দেশ দিয়েছি যেন তারা 'সমান ভিত্তিতে' আমাদের পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা শুরু করে। এই প্রক্রিয়া অবিলম্বে শুরু হবে।

চীনের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপে ট্রাম্প বলেন, তিনি 'পরমাণু নিরস্ত্রীকরণ দেখতে চান'। যুক্তরাষ্ট্র এ বিষয়ে রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনা করছে। তিনি আরও বলেন, 'যদি কিছু করা হয়, তাহলে চীনকেও এতে যুক্ত করা হবে।' তবে রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্র উভয় রাষ্ট্র পারমানবিক অস্ত্র প্রতিযোগিতা বন্ধের ইচ্ছা প্রকাশ করলেও বাস্তবে তা ফলপ্রসূ হয়নি।

১৯৯২ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্র সর্বশেষ পূর্ণাঙ্গ পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা চালিয়েছিল। 'ডিভাইডার' কোডনামে নেভাদা ন্যাশনাল সিকিউরিটি সাইটে এ পরীক্ষা চালানো হয়েছিল। এর পর আনুষ্ঠানিকভাবে আর কোনো পূর্ণাঙ্গ পারমানবিক পরীক্ষা চালায়নি চীন-রাশিয়া। তাই ট্রাম্পের 'সমান ভিত্তিতে পরীক্ষা' মন্তব্যে কী ধরনের পরীক্ষার কথা বলা হয়েছে তা এখনো স্পষ্ট নয়।

১৯৯৮ সালের পর উত্তর কোরিয়া ছাড়া আর কোনো দেশ পূর্ণাঙ্গভাবে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটায়নি। তবে যুক্তরাষ্ট্রসহ পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলো কম্পিউটার সিমুলেশন, ক্ষেপণাস্ত্র ও ওয়ারহেড পরীক্ষার মাধ্যমে তাদের অস্ত্রাগার কার্যকর রাখছে।

ট্রাম্পের এ ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় এমন পদক্ষেপ 'উপযুক্ত নয়' বলে মন্তব্য করেছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) বেইজিংয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র গুও জিয়াকুন বলেন, আমরা আশা করি যুক্তরাষ্ট্র পরমাণু অস্ত্র বিস্তার রোধ চুক্তি (এনপিটি) মেনে চলবে এবং আঞ্চলিক শান্তি রক্ষায় ভূমিকা রাখবে।

এদিকে গত সপ্তাহে রুশ প্রেসিডেন্ট *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

দক্ষিণ কোরিয়াকেও পারমাণবিক সাবমেরিন প্রযুক্তি দেবে যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাজ্য ও অস্ট্রেলিয়াকে ফিরিয়ে দিলেও দক্ষিণ কোরিয়াকে পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন তৈরিতে প্রযুক্তিগত সহায়তা দেবে যুক্তরাষ্ট্র। হনহুয়া গ্রুপের মালিকানাধীন ফিলাডেলফিয়ার শিপইয়ার্ডে দক্ষিণ কোরিয়া এই সাবমেরিন তৈরি করবে। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) এমন ঘোষণা *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

দরিদ্র আমেরিকানদের জন্য খাদ্য সহায়তা বন্ধ, ট্রাম্প প্রশাসনের বিরুদ্ধে ২৫ অঙ্গরাজ্যে মামলা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে শাটডাউনের কারণে সরকারি আইনজীবীকে গায়ে থ্রি পিস স্যুট ও গলায় টাই পরে প্রায় এক মাস ধরে ফুটপাতে খাবার বিক্রি করতে দেখা যায়

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ২৫টি অঙ্গরাজ্যে মামলা হয়েছে। দরিদ্র আমেরিকানদের জন্য নির্ধারিত খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি বন্ধের পরিকল্পনার প্রতিবাদে এই মামলা করা হয়েছে। বুধবার বিবিসি এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, প্রায় চার কোটি নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য পরিচালিত খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি সাপ্লিমেন্টাল নিউট্রিশন অ্যাসিস্ট্যান্স প্রোগ্রাম (এসএনএপি) যা সাধারণভাবে ফুড স্ট্যাম্প নামে পরিচিত। এটির অর্থায়ন বন্ধের সিদ্ধান্ত ঠেকাতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে অঙ্গরাজ্যগুলো। খবর সিএনএনের। অঙ্গরাজ্যগুলোর দাবি, প্রশাসন যেন ৬০০

কোটি ডলারের জরুরি তহবিল ব্যবহার করে এই কর্মসূচি চালু রাখে। অন্যথায় দেশের কোটি কোটি মানুষ খাদ্য কেনার সামর্থ্য হারাবে। যা সংবিধান ও মানবিক নীতির পরিপন্থি। তবে মার্কিন কৃষি বিভাগ (ইউএসডিএ) জানিয়েছে, তারা এই জরুরি তহবিল ব্যবহার করবে না এবং নভেম্বরের মধ্যেই অর্থ শেষ হয়ে গেলে কর্মসূচিও বন্ধ হয়ে যাবে। সংস্থাটির পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এই অর্থ প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো অন্য জরুরি প্রয়োজনে সংরক্ষিত। তাই তা ব্যবহার করা সম্ভব নয়।

এই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্রে নতুন করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট নেতারা একে অপরের ওপর দোষ চাপাচ্ছেন। প্রায় এক মাস ধরে চলমান ফেডারেল প্রশাসনের অচলাবস্থা বা *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

যুক্তরাষ্ট্র-চীনের ‘ট্রেড ট্রুস’: বৈশ্বিক অর্থনীতির অনিশ্চয়তা কমবে কি

পরিচয় ডেস্ক: দীর্ঘদিন ধরে চলা বাণিজ্য যুদ্ধের উত্তাপ কমাতে বিশ্বের দুই বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ যুক্তরাষ্ট্র ও চীন এক বছরের জন্য একটি ট্রেড ট্রুস বা যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছেন। আপাতত দুই দেশ পারস্পরিক শুল্ক বাড়ানোর পরিকল্পনা স্থগিত রাখবে। এতে বৈশ্বিক অর্থনীতিতে অনিশ্চয়তার যে আবহ তৈরি হয়েছিল, তা সাময়িকভাবে হলেও প্রশমিত হলো।

বৃহস্পতিবার দক্ষিণ কোরিয়ায় বুসান শহরে অ্যাপেক সম্মেলনের ফাঁকে দেড় ঘণ্টা ধরে হওয়া যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের এই বৈঠকটি হয়, যা ২০১৯ সালের পর তাদের প্রথম সরাসরি সাক্ষাৎ।

তবে বিশ্লেষকরা বলছেন, এই চুক্তি বাণিজ্য যুদ্ধের মূল সমস্যাগুলো সমাধান করেনি, বরং সাময়িক বিরতি দিয়েছে। জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং সাবেক সিআইএ কর্মকর্তা ডেনিস ওয়াইল্ডার আল জাজিরাকে বলেন, ‘এটা মূলত একধরনের বিরতি এবং খুব সামান্য পিছু হটা। দুপক্ষই এখনও তাদের বাণিজ্য অস্ত্র নামিয়ে রাখেনি, শুধু ব্যবহার বন্ধ করেছে যতক্ষণ পর্যন্ত চুক্তি বহাল থাকে।’ চুক্তির শর্ত অনুযায়ী, চীন বিরল খনিজ বা ‘রেয়ার আর্থস’-এর ওপর পরিকল্পিত রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ এক বছরের জন্য স্থগিত রাখবে। এর বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র চীনা পণ্যের ওপর ১০০ শতাংশ নতুন শুল্ক আরোপের পরিকল্পনা বাতিল করবে।

এ ছাড়া ফেন্টানিল (এক ধরনের সিনথেটিক মাদক) সংক্রান্ত পণ্যের ওপর যুক্তরাষ্ট্র যে ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিল, ট্রাম্প তা কমিয়ে ১০ শতাংশে নামানোর ঘোষণা দেন। শি প্রতিশ্রুতি দেন, চীন ফেন্টানিল পাচার বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেবে।

ট্রাম্প বিমানবাহিনীর বিমানে দক্ষিণ কোরিয়া ছাড়ার সময় বলেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, তিনি (শি) এই মৃত্যুর স্রোত থামাতে কঠোর চেষ্টা করবেন।’ ৯০ মিনিটের বৈঠককে ‘অসাধারণ’ অভিহিত করে ট্রাম্প বলেন, ‘এটা ছিল অসাধারণ একটি বৈঠক। আমি এটিকে ১০-এর মধ্যে ১২ দেব।’ তিনি জানান, চীনা পণ্যের ওপর শুল্ক ৫৭ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৪৭ শতাংশ করা হবে। বিশেষ করে ফেন্টানিল উৎপাদনে ব্যবহৃত কাঁচামালের ওপর আরোপিত শুল্ক অর্ধেকে নামিয়ে আনা হচ্ছে। ফেন্টানিল এক ধরনের কৃত্রিম ও অত্যন্ত প্রাণঘাতী মাদক, যা যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুর অন্যতম প্রধান একটি কারণ। ট্রাম্প বলেন, ‘শি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, তিনি ফেন্টানিল প্রবাহ রোধে সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন।’ ট্রাম্প জানান, বিরল খনিজ ইস্যুটি সম্পূর্ণভাবে সমাধান হয়েছে এবং এই *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠকের পর চীনের ওপর শুল্ক কমালেন ট্রাম্প

পরিচয় ডেস্ক: চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠকের পর দেশটির ওপর আরোপিত শুল্ক কমালেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি জানিয়েছেন, চীনা পণ্যের ওপর আরোপিত শুল্ক কমানো হচ্ছে এবং দীর্ঘদিনের ‘রেয়ার আর্থস রোডব্লক’ বা বিরল খনিজ বিরোধের অবসান ঘটেছে।

বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) এয়ার ফোর্স ওয়ান থেকে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে ট্রাম্প বলেন, এটি ছিল এক অসাধারণ বৈঠক। তিনি (শি) একজন মহান নেতা। আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সমঝোতায় পৌঁছেছি, যার বিস্তারিত শিগগির জানানো হবে।

ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে ফেন্টানাইল প্রবেশ রোধে চীনের ওপর আমি ২০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছিলাম। *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

ট্রাম্পের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী

পরিচয় ডেস্ক: কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছে তিনি একটি রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করেছেন। বিজ্ঞাপনটিতে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানের বক্তব্য ব্যবহার করা হয়েছিল।

শনিবার (১ নভেম্বর) দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত এশিয়া-প্যাসিফিক সম্মেলন শেষে *বাকি অংশ ৩৮ পৃষ্ঠায়*

কানাডার সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনায় না বসার ঘোষণা ট্রাম্পের

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা নতুন করে বাণিজ্য আলোচনা শুরু করবে না বলে জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। শনিবার (১ নভেম্বর) আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে জানানো হয়, কানাডায় প্রচারিত একটি রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগানের বক্তব্য ব্যবহারের জেরে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ট্রাম্প।

শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) তিনি বলেন, আমি কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নিকে পছন্দ করি, কিন্তু তারা যা করেছে, তা ভুল ছিল। বিজ্ঞাপনটি ভুয়া ছিল বলে তিনি ক্ষমা চেয়েছেন, কিন্তু আমরা এখন আলোচনায় ফিরব না। এর আগে গত সপ্তাহে ট্রাম্প ওই *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

নিউইয়র্ক নিয়ে ট্রাম্প ও মামদানির লড়াই - দ্য ইকোনমিস্টের প্রতিবেদন

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শহর নিউইয়র্কে এক রাজনৈতিক সংঘর্ষের মঞ্চ তৈরি হচ্ছে। নভেম্বরের ৪ তারিখে ৩৪ বছর বয়সী বামপন্থি রাজনীতিক জোহরান মামদানি প্রায় নিশ্চিতভাবে শহরের পরবর্তী মেয়র নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন। তিনি ধনীদের কর বাড়িয়ে নতুন সামাজিক কর্মসূচি চালুর প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। অপরদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের ৭৯ বছর বয়সী প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা দিয়েছেন যে তিনি খুব শিগগিরই নিউইয়র্ককে ঠিকঠাক করবেন। যার মধ্যে রয়েছে ফেডারেল এজেন্ট পাঠানো ও অর্থসহায়তা বন্ধের হুমকি।

নিউইয়র্ক শুধু আমেরিকার একটি শহর নয়;এটি দেশটির অর্থনীতির কেন্দ্র। শহরটির বার্ষিক অর্থনৈতিক উৎপাদন প্রায় ২.৩ ট্রিলিয়ন ডলার, যা কানাডার মোট অর্থনীতির চেয়েও বড় এবং যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতির প্রায় ৯ শতাংশ। এটি করপোরেট সদরদপ্তর, আর্থিক সেবা, মিডিয়া, প্রযুক্তি ও চিকিৎসা গবেষণার কেন্দ্রস্থল।

রাজনৈতিকভাবেও শহরটির প্রভাব বিরাট। যদিও জাতীয় রাজনীতিতে

অ্যারিজোনার মতো ‘সুইং কাউন্টি’-র ভোট নিয়ে আলোচনা বেশি হয়। তবে নিউইয়র্কের দানশীল অভিজাত শ্রেণি ওয়াশিংটন ডিসির পরেই সর্বাধিক অর্থ দেয় ফেডারেল নির্বাচনে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজে, তার দূত স্টিভ উইটকফ, বাণিজ্য সচিব হাওয়ার্ড লুটনিক, এমনকি কংগ্রেসে ডেমোক্র্যাটদের দুই নেতা চাক শুমার ও হাকিম জেফ্রিস সবাই নিউইয়র্কবাসী।

নিউইয়র্ক এখন গুরুতর অর্থনৈতিক চাপে। শহরের শীর্ষ ১ শতাংশ ধনী নাগরিক মোট আয়করের ৪০ শতাংশ বহন করেন। কিন্তু নতুন উচ্চ-আয়ের চাকরি কমছে, অনেক ধনী ব্যক্তি শহর ছেড়ে চলে যাচ্ছেন।

একই সঙ্গে সাধারণ নিউইয়র্কবাসীর জীবনযাত্রার খরচ অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। সেখানে গড় ভাড়া দেশটির ৫০টি বড় শহরের তুলনায় দুই গুণেরও বেশি, শিশু যত্নের খরচ বছরে প্রায় ২৬ হাজার ডলার, যা গত পাঁচ বছরে ৪০ শতাংশ বেড়েছে।

ফলে নিউইয়র্কের করভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ছে, যা কল্যাণ ও শিক্ষা খাতে

বাংলাদেশে সংকট তৈরি করেছে অন্তর্বতী সরকার বললেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের বর্তমান সংকট অন্তর্বতী সরকার তৈরি করেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। গত ৩১ অক্টোবর শুক্রবার জাতীয় প্রেসক্লাবে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দলের (জেএসডি) ৫৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এক আলোচনা সভায় তিনি এ মন্তব্য করেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, দেশে যে সংকট তৈরি হয়েছে, সত্যিকার অর্থে এই সংকট তৈরি করেছে অন্তর্বতী সরকার। তারা যে কমিশন গঠন করেছে, দীর্ঘ আট-নয় মাস ধরে সেখানে নানা আলোচনা হয়েছে ঐকমত্যের বিভিন্ন সংস্কার বিষয়ে। ঐকমত্য কমিশনের কয়েকটা বিষয়ে আমরা একমত হতে পারিনি। সেগুলোতে আমরা ‘নোট অব ডিসেন্ট’ দিয়েছে, অর্থাৎ মতভেদ থাকলেও মূল যেই সংস্কার সনদ, তাতে স্বাক্ষর করেছি। তিনি বলেন, আমরা নির্বাচনে অংশ নেবো এবং আমাদের ঘোষণাপত্রে এসব সংস্কার-সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত করব। জনগণ যদি আমাদের ভোট দিয়ে সরকার গঠনের সুযোগ দেয়, তাহলে সেই বিষয়গুলো পুনরায় সংসদে উত্থাপন করে পাস করাব, দেশের পরিবর্তন আনব। বিএনপি মহাসচিব বলেন, যেদিন ঐকমত্যের নথি জমা দেওয়া হলো, মনে আছে- সেদিন বৃষ্টি হচ্ছিল। তার আগে আবার সবকিছু লন্ডভন্ড হয়ে গিয়েছিল। আমরা আবার ঠিকঠাক করে সব রাজনৈতিক দলগুলো একমত হয়ে বৃষ্টির মধ্যে ছাতা ধরে সেখানে স্বাক্ষর করলাম। কিন্তু যখন অন্তর্বতীকালীন সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কাছে সেটা উপস্থাপন করা হলো, তখন দেখা গেলো অনেক পার্থক্য। বিশেষ করে আমাদের ‘নোট অব ডিসেন্ট’গুলো উল্লেখ করা হয়নি। সে জন্য আমরা বলেছি, এটা বিশ্বাস ভঙ্গ। তারা জনগণের সঙ্গে প্রতারণা করেছে, এটা আমরা আশা করিনি।

আমি খুব পরিষ্কার বলতে চাই, আমরা নির্বাচন করব, নির্বাচন করতে চাই। আমরা ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে অন্তর্বতী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা যে ঘোষণা দিয়েছেন, সেই ঘোষণার সঙ্গে একমত হয়ে আমরা নির্বাচন চাই’।

তিনি আরও বলেন, সেই নির্বাচনকে আজ বানচাল ও বিলম্বিত করার জন্য একটা মহল উঠে পড়ে লেগেছে। বিভিন্ন কথাবার্তা বলে জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু আমরা পরিষ্কার করে বলতে চাই, গণভোট নির্বাচনের আগে করার কোনো সুযোগ এখন আর নাই।

নির্বাচনের দিনই গণভোট হবে। সেখানে দুইটা কারণ থাকবে। একটি ভোট গণভোটের জন্য, আরেকটি ভোট হবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য। সুতরাং এই বিষয়ে কোনো দ্বিমত কারো থাকবে বলে, আমি অন্তত মনে করি না।

জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দেওয়ার এখতিয়ার অন্তর্বতী সরকারের নেই - বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল

পরিচয় ডেস্ক: বিএনপির মহাসচিব মির্জা মির্জা ফখরুল বলেন, “ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাব এবং সুপারিশে প্রতীয়মান হয় দীর্ঘ এক বছরব্যাপী জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলসমূহের দীর্ঘ ধারাবাহিক আলোচনা ছিল অর্থহীন, অর্থ ও সময়ের অপচয়, প্রহসনমূলক এবং জাতির সঙ্গে প্রতারণা।

জুলাই সনদের আইনি ভিত্তি দেওয়ার এখতিয়ার অন্তর্বতী সরকারের নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

তিনি বলেন, “সরকারের এরকম আদেশ জারী করার এখতিয়ার নাই। সংবিধানের ১৫২ নং অনুচ্ছেদের সংজ্ঞা অনুসারে ‘আদেশ’ আইনের মর্যাদাপ্রাপ্ত, অতএব সেটি জারী করা রাষ্ট্রপতির এখতিয়ার।”

আজ বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) রাজধানীর গুলশানে বিএনপির চেয়ারপার্সনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন। গতকাল রাতের দলটির স্থায়ী কমিটির বৈঠকের সিদ্ধান্ত জানাতে এ সংবাদ সম্মেলন করে বিএনপি।

মির্জা ফখরুল বলেন, “জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের দীর্ঘ ধারাবাহিক আলোচনায় কিছু কিছু বিষয়ে কিছু কিছু রাজনৈতিক দলের ভিন্নমত/নোট অব ডিসেন্ট সহকারে ঐকমত্য হয়েছে। জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ যেভাবে প্রণীত হয়েছে তাতে নোট অব ডিসেন্ট এর অংশে এই বক্তব্য স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে, ভিন্নমত/নোট অব ডিসেন্ট প্রদানকারী কোনো রাজনৈতিক দল বা জোট তাদের নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখপূর্বক যদি জনগণের ম্যান্ডেট লাভ করে, তাহলে তারা সেইমতো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে।”

তিনি বলেন, “এখানে উল্লেখ্য যে, জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সকল অনুষ্ঠান বিটিভিসহ অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় সম্প্রচারিত হয়েছে, যা সমস্ত জাতি প্রত্যক্ষ করেছে। অতঃপর গত ১৭ই অক্টোবর জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় এক ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমরা কেবল মাত্র আলোচনার মাধ্যমে প্রণীত সনদ এর অঙ্গিকারনামায় স্বাক্ষর করেছি। কিন্তু উক্ত দিনে জুলাই জাতীয় সনদ এর চূড়ান্ত কপি আমাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়নি।”

তিনি আরও বলেন, “পরবর্তীতে প্রিন্টেড পুস্তক হিসেবে জুলাই জাতীয় সনদের কপি আমরা হাতে পাওয়ার পর আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে যে, ঐকমত্যের ভিত্তিতে সম্মত কয়েকটি দফা

বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কায় সরকার পতনের জন্য দায়ী দুর্বল প্রশাসন - ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল

পরিচয় ডেস্ক: ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল দাবি করেছেন বাংলাদেশ, নেপাল এবং শ্রীলঙ্কায় সরকার পতনের জন্য দায়ী দুর্বল প্রশাসন। জাতীয় একতা দিবস উপলক্ষে শুক্রবার এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, জাতি গঠনে এবং একটি জাতিকে সুরক্ষিত করতে, তার লক্ষ্য অর্জনে এবং সাধারণ মানুষের আকাঙ্ক্ষা পূরণে প্রশাসন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তিনি বলেন, শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে একটি উদীয়মান চ্যালেঞ্জ হলো সাধারণ মানুষকে সন্তুষ্ট রাখার ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা।

অজিত দোভাল বলেন, সাধারণ মানুষ এখন আরও সচেতন এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠেছে। রাষ্ট্রের কাছ থেকে তাদের প্রত্যাশা বেশি এবং রাষ্ট্রেরও তাদের সন্তুষ্টির দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

শাসন পরিবর্তনের সম্ভাব্য কারণ হিসেবে দুর্বল শাসনব্যবস্থার কথা উল্লেখ করে ভারতের এই জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, নেপাল এবং অন্যান্য দেশে অসাংবিধানিক পদ্ধতিতে শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের উদাহরণ তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, একটি জাতির শক্তি তার শাসনব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত থাকে। প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরকারের কাজ এবং জাতি গঠনের কাজে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা হলেন তারা যারা এই প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরি এবং লালন-পালন করেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর শাসনব্যবস্থা মডেলের প্রশংসা করে তিনি বলেন, ভারত একটি নির্দিষ্ট ধরণের শাসনব্যবস্থা থেকে, একটি নির্দিষ্ট ধরণের সরকার এবং সামাজিক কাঠামো থেকে বৈশ্বিক ব্যবস্থায় তার স্থান পরিবর্তন করছে। তিনি আরও বলেন, যখন পরিবর্তন আসে, তখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ

বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়

জুলাই হত্যাকাণ্ডের দায় নেবেন না হাসিনা

পরিচয় ডেস্ক: ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স, ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি ও ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য ইনডিপেনডেন্ট বুধবার (২৯ অক্টোবর) একযোগে ২৪ এর গণঅভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার তিনটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে। ই-মেইলে নেওয়া ওই সাক্ষাৎকারগুলোতে তিনি গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র-জনতা হত্যায় তার দায়, আসন্ন নির্বাচন, দেশে ফেরা, ট্রাইব্যুনালে তার বিচার ও রাজনৈতিক উত্তরাধিকার নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। সেই সঙ্গে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে হত্যাকাণ্ডের ঘটনার দায় নিতে ও সরাসরি ক্ষমা চাইতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন হাসিনা।

দেশ থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নেওয়ার পর এগুলোই হাসিনার প্রথম আনুষ্ঠানিক সাক্ষাৎকার ও ৩টি গণমাধ্যমেই তিনি প্রায় একই ভাষায় কথা বলেছেন। লিখিত উত্তরে তিনি নিজে কোনো কিছুর দায় নেননি, কোনো কিছুর জন্য অনুশোচনাও প্রকাশ করেননি। বরং ছাত্র-জনতার হত্যার জন্য মাঠপর্যায়ে থাকা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের দায়ী করেছেন। এমনকি, গণঅভ্যুত্থানকে ‘সহিংস বিদ্রোহ’ দাবি করে এর দমনকে ‘সাংবিধানিক অধিকার’ বলেও বর্ণনা করেছেন তিনি।

আবার নিজে পরপর তিনটি একতরফা নির্বাচনের আয়োজন করলেও পরবর্তী নির্বাচন অন্তর্ভুক্তিমূলক হওয়ার আশা প্রকাশ করেছেন। নিজে প্রধান বিরোধী দলকে নির্বাচনের বাইরে রেখে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ করলেও এখন বলেছেন, আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে অংশ নিতে না দিলে দেশে বৈষম্য সৃষ্টি হবে।

সরাসরি ক্ষমা চাইতে অস্বীকৃতি

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য ইন্ডিপেনডেন্টের সাক্ষাৎকারে যখন হাসিনাকে জিজ্ঞেস করা হয়, নিহত বিক্ষোভকারীদের পরিবারের কাছে তিনি ক্ষমা চাইবেন কি না? জবাবে হাসিনা বলেন, আমি আমাদের প্রতিটি সন্তান, ভাই, বোন ও বন্ধুর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করছি। আমি তাদের প্রতি আমার সমবেদনা জানাতে থাকবো। তবে হাসিনা দৃঢ়ভাবে দাবি করেন, তিনি কখনো পুলিশকে গুলি চালানোর নির্দেশ দেননি। হাসিনা বলেন, তিনি কোনো হত্যাকাণ্ডের দায় ব্যক্তিগতভাবে নেবেন না। বরং তিনি ২৪-এর গণঅভ্যুত্থানকে ‘একটি সহিংস বিদ্রোহ’ বলে আখ্যায়িত করেন।

এক প্রশ্নের জবাবে হাসিনা বলেন, একজন নেতা হিসেবে আমি সার্বিকভাবে দায় স্বীকার করি। কিন্তু এই অভিযোগ যে আমি গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলাম- এটি সম্পূর্ণ ভুল।

হাসিনার দাবি, বেশিসংখ্যক প্রাণহানির জন্য দায়ী ছিল ‘মাঠপর্যায়ে থাকা নিরাপত্তা বাহিনীর শৃঙ্খলা ভেঙে পড়া’। তিনি আরও বলেন,

বাকি অংশ ৪০ পৃষ্ঠায়

হঠাৎ করে আক্রমণ আসতে পারে, নির্বাচন চ্যালেঞ্জিং হবে বললেন প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশের আগামী জাতীয় নির্বাচন বানচালে ভেতরের বা বাইরের যেকোনো ষড়যন্ত্র মোকাবিলায় সর্বাত্মক প্রস্তুতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেছেন,‘নির্বাচন বানচালের জন্য ভেতর থেকে, বাইরে থেকে অনেক শক্তি কাজ করবে। ছোটখাটো নয়, বড় শক্তি নিয়ে বানচালের চেষ্টা করবে। হঠাৎ করে আক্রমণ চলে আসতে পারে। এই নির্বাচন চ্যালেঞ্জিং হবে। যত ঝড়-ঝঞ্ঝাই আসুক না কেন, আমাদের সেটা অতিক্রম করতে হবে’

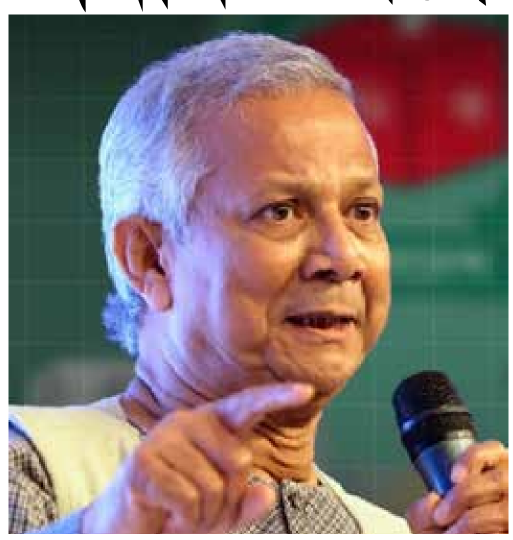

২৯ অক্টোবর বুধবার রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টার সভাপতিত্বে আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় জাতীয় নির্বাচনের প্রস্তুতি সংক্রান্ত এক উচ্চ পর্যায়ের সভায় তিনি এ কথা বলেন। বৈঠক শেষে ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এক ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

প্রেস সচিব জানান, বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন,‘আগামী নির্বাচন সুন্দর ও উৎসবমুখর করতে হলে মানুষের কাছে পৌঁছতে হবে, নির্বাচনী নীতিমালা, ভোটকেন্দ্রের নিয়ম, কীভাবে ভোট প্রদান করতে হবে, কোথাও বিশৃঙ্খলা হলে কী করতে হবে এসব বিষয়ে মানুষকে সচেতন করতে হবে’ প্রায় দুই ঘণ্টাব্যাপী বৈঠকে মূলত চারটি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়ড় নির্বাচনকালীন পদায়ন, ট্রেনিং, নিরাপত্তা ইস্যু এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় ডিসইনফরমেশন মনিটরিং। প্রেস সচিব জানান, নির্বাচনী দায়িত্ব পালনকারী কর্মকর্তাদের বদলি ও পদায়নের বিষয়ে এলাকার গুরুত্ব বিবেচনায় কর্মকর্তাদের দক্ষতা বিবেচনা করে বিভিন্ন নির্বাচনী এলাকায় বদলি ও পদায়নের বিষয়ে ইতোমধ্যে স্বরাষ্ট্র ও জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কাজ শুরু করেছে। এর পাশাপাশি নির্বাচন কমিশন নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করবে এমন কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানও শুরু করেছে।

কর্মকর্তাদের নিজ জেলা ও নিকটবর্তী জেলা এবং আত্মীয় পরিজনের কেউ প্রার্থী হলে সেসব নির্বাচনী এলাকায় দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রাখা হবে। আগের তিনটি নির্বাচনে দায়িত্ব পালন করেছেন এমন কর্মকর্তাদের বিরত রাখা হবে। যত দ্রুত সম্ভব পোস্টিং দিয়ে দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে, যাতে করে তারা পর্যাপ্ত সময় পায় প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য এবং প্রয়োজনীয় ট্রেনিং শুরু করা যায়।

শফিকুল আলম জানান, আজকের বৈঠকে নির্বাচন নিয়ে সরকার, নির্বাচন কমিশন ও বিভিন্ন বাহিনীর মধ্যে সমন্বয়ের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। মিটিংয়ে এআই, ডিসইনফরমেশন ও মিসইনফরমেশন নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে আলোচনা হয়েছে।

তিনি বলেন, বৈঠকের একটা বড় কনসার্ন ছিল, সোশ্যাল মিডিয়ায় কোনো অপপ্রচার ছড়িয়ে পড়লে সেটা কীভাবে দ্রুত ডিবাঙ্ক করা যাবে তা নিয়ে। অনেক সময় দেখা যায়, কোনো অপতথ্যকে আইডেন্টিফাই করে সেটা যে‘অপতথ্য’ এটা প্রচার করতে গিয়ে অনেক সময় লেগে যায়। সেই সময়ের মধ্যে অনেক ক্ষতিও হয়ে যায়। এজন্য একটি সেন্ট্রাল ডিসইনফরমেশন মনিটরিং সেল ও একটি সেন্ট্রাল কমিউকেশন সেল তৈরির বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

শুধু শহর অঞ্চল বা জেলা পর্যায়ে না, গ্রাম পর্যায়েও মানুষের *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশে গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি হলে দায় প্রধান উপদেষ্টার - এনসিপির পাটওয়ারী

পরিচয় ডেস্ক: জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেছেন, নির্বাচন কমিশন নতুন গেজেটে আমাদের ‘শাপলা কলি’ প্রতীক দিয়েছে। কমিশন এটি কিসের ভিত্তিতে নির্ধারণ করেছে, তা আমাদের বোধগম্য নয়। তবে শাপলা প্রশ্নে আমরা আপসহীন। গত বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) সন্ধ্যায় ঢাকার বাংলামোটরে দলের অস্থায়ী কার্যালয়ে জাতীয় যুবশক্তির আয়োজনে ‘জুলাই সনদের বাস্তবায়ন এবং জাতীয় নির্বাচন কোন পথে?’ শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘কমিশনকে শাপলা সম্পৃক্ত করে নতুন গেজেট দিতে হবে। আমরা শান্তিতে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে চাই। অন্যথায় কমিশন কার্যালয়ে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করে, তা আদায় করে নেব।’ তার আগে গতকাল দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে (ডিআরইউ) *বাকি অংশ ৪১ পৃষ্ঠায়*

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও গণহত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন সম্ভব নয় বললেন জাতীয় নাগরিক পার্টির আহবায়ক নাহিদ

পরিচয় ডেস্ক: জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও গণহত্যার বিচার না হওয়া পর্যন্ত ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন আয়োজন সম্ভব নয় বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম।

তিনি বলেন, ‘নোট অব ডিসেন্ট’ বলে কিছু থাকবে না। সংস্কারের রূপরেখা জনগণের হাতে যাবে, তারাই সিদ্ধান্ত নেবে। গণভোট ছাড়া কোনো সনদ বাস্তবায়নের অর্থ জনগণের মতামত উপেক্ষা করা। ২৯ অক্টোবর বুধবার সন্ধ্যায় রংপুর নগরীর পর্যটন মেট্রোর হলরুমে দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে মতবিনিময় শেষে তিনি এ কথা বলেন।

এ প্রসঙ্গে নাহিদ আরও বলেন, ‘গণহত্যার বিচার না হলে ফেব্রুয়ারির নির্বাচনের কোনো অর্থ নেই। এই বিচার না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন আয়োজন কেবলই আনুষ্ঠানিকতা, কাগজের সাইন, যার মূল্য কেবলই কাগজে। বাংলাদেশের ইতিহাসে আমরা নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পরেও দেখেছি, ত্রিদলীয় রূপরেখা শুধু ক্ষমতায় যাওয়ার পথ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। জনগণের রক্তের ত্যাগ ভুলে যাওয়া হয়েছে। আমরা সেই ভুল আর করব না’ তিনি বলেন, ফেব্রুয়ারির মধ্যেই যেন নির্বাচন হয়। এজন্য *বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়*

বাংলাদেশ ‘বিরাট সংকটে’, উদ্ধারের ক্ষমতা সরকারের নেই বললেন মান্না

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশ এক ‘বিরাট সংকটে’ পড়েছে, যা থেকে উদ্ধারের ক্ষমতা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের নেই বলে মনে করছেন নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না। তিনি এও মনে করেন, এই সংকট থেকে উদ্ধারে এখন বিএনপিকেই ভূমিকা নিতে হবে।

গত শুক্রবার (৩১ অক্টোবর) জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে এক আলোচনা সভায় দেশের বর্তমান পরিস্থিতি তুলে ধরে নাগরিক ঐক্যের সভাপতি বলেন, ‘আমি বাস্তবতায় মনে করি, দেশ এক বিরাট সংকটের মধ্যে পড়েছে। এখন নির্ভর করবে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ভাইয়েরা কী করেন।

এই সংকট থেকে যদি মনে করেন, এই সরকার জাতিকে উদ্ধার করবে, এই সরকারের সেই ক্ষমতাই নাই।’

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নে জাতীয় ঐকমত্য কমিশন যে সুপারিশমালা মঙ্গলবার অন্তর্বর্তী সরকার প্রধান মুহাম্মদ ইউনূসের কাছে তুলে দিয়েছে তা নিয়ে বিএনপি প্রবল আপত্তি তুলেছে। দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই সুপারিশমালাকে অগ্রহণযোগ্য বলেছেন।

তিনি বলেন, ‘জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের আইনি ভিত্তি দেওয়ার জন্য জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশন তাদের সুপারিশ সরকারের কাছে পেশ করেছে। সেখানে যে সকল বিষয়ে ভিন্নমত বা নোট ডিসেন্টসহ ঐকমত্য হয়েছে, *বাকি অংশ ৩৯ পৃষ্ঠায়*

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে নির্বাচন তফসিল ঘোষণা করা হবে জানালেন ইসি আনোয়ারুল

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশেরআসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তফসিল ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার (ইসি) মো. আনোয়ারুল ইসলাম সরকার। ইসি বলেন, ‘নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যেই নির্বাচনের জন্য একটি বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রকাশ করেছে। আমরা রমজান মাসের আগেই নির্বাচন সম্পন্ন করতে চাই।’

৩১ অক্টোবর শুক্রবার বিকেলে পটুয়াখালী সার্কিট হাউসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।

ইসি বলেন,‘নির্বাচন কমিশন ইতোমধ্যেই নির্বাচনের জন্য একটি বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা প্রকাশ করেছে। আমরা রমজান মাসের আগেই নির্বাচন সম্পন্ন করতে চাই’

গণভোট প্রসঙ্গে তিনি বলেন,‘জাতীয় নির্বাচনের আগে না পরে গণভোট অনুষ্ঠিত হবে, তা নিয়ে নির্বাচন কমিশন এখনো আলোচনা করেনি। এ বিষয়ে সরকারের প্রস্তুতি সম্পর্কে আমরা কোনো আনুষ্ঠানিক তথ্য পাইনি। চূড়ান্ত হওয়ার পরে সিদ্ধান্ত জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে’

পিআর পদ্ধতির বিষয়ে তিনি বলেন,‘এটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভর করে। আমরা সেই সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করছি’ সবার সহযোগিতায় একটি অবাধ, সুষ্ঠু এবং বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচন করতে চান বলেও এ সময় আশাবাদ ব্যক্ত করেন আনোয়ারুল ইসলাম।

তিনি জানান, নির্বাচনী আচরণবিধি এবং নির্বাচনী প্রতীকের তালিকা হালনাগাদ করা হয়েছে। নভেম্বর মাসে প্রবাসী ভোটারদের নিবন্ধন শুরু হবে এবং কারাবন্দী ভোটারদেরও ভোট দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

স্থবির মার্কিন শ্রমবাজার, তবু ফের নীতি সুদহার কমাল ফেডারেল রিজার্ভ

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ বুধবার জানিয়েছে, তারা তাদের মূল ঋণের সুদের হার ০.২৫ শতাংশ কমিয়ে ৩.৭৫ থেকে ৪ শতাংশের মধ্যে নির্ধারণ করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কারণ এখন তাদের মূল উদ্বেগ মুদ্রাস্ফীতি নয়, বরং দুর্বল হয়ে পড়া শ্রমবাজার। সাধারণত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সুদের হার বাড়ানো হয়, কিন্তু এবার উল্টোভাবে হার কমানো হয়েছেড়্যা ইঙ্গিত দিচ্ছে, অর্থনীতি মন্থর হয়ে পড়ছে এবং কর্মসংস্থানের বাজারও দুর্বল হচ্ছে। খবর বিবিসির।

তবে এই সিদ্ধান্তটি এসেছে এমন সময়ে, যখন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার প্রায় এক মাস ধরে অচল (শাটডাউন) অবস্থায় রয়েছে। এর ফলে সরকারি সংস্থাগুলোর অর্থনৈতিক তথ্য সংগ্রহ ব্যাহত হয়েছে। অর্থাৎ, পর্যাপ্ত ও হালনাগাদ তথ্য ছাড়াই ফেডারেল রিজার্ভকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছেড় অর্থনীতিবিদদের ভাষায়, তারা যেন্ত অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক (ফেডারেল রিজার্ভ) বুধবার (২৯ অক্টোবর) জানিয়েছে, তারা তাদের মূল ঋণের সুদের হার ০.২৫ শতাংশ কমিয়ে ৩.৭৫ থেকে ৪ শতাংশের মধ্যে নির্ধারণ করেছে। গত মাসে মার্কিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক ডিসেম্বরের পর প্রথমবারের মতো সুদের হার কমিয়েছিল। অর্থনীতিবিদরা ধারণা করেছিলেন, এই পদক্ষেপ আরও কয়েক দফা সুদের হার কমানোর ইঙ্গিত দেবে। তবে সরকারি তথ্যপ্রবাহে ঘাটতি থাকায় (সরকারি শাটডাউনের কারণে) ভবিষ্যতে হার কমানোর ধারাটি এখন অনিশ্চিত বা অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে।

২৯ অক্টোবর বুধবারের বৈঠকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিনির্ধারণী কমিটির দুই ভোটিং সদস্য ব্যাংকের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেন।

তাদের মধ্যে একজন, স্টিফেন মিরান, যিনি বর্তমানে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাউন্সিল অব ইকোনমিক অ্যাডভাইজার্সের প্রধান পদ থেকে ছুটিতে আছেন। তিনি ০.২৫ শতাংশের পরিবর্তে ০.৫ শতাংশ সুদের হার কমানোর পক্ষে ভোট দেন। অন্যদিকে, জেফ্রি স্মিড, যিনি কানসাস সিটির ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংকের সভাপতি, তিনি সুদের হার অপরিবর্তিত রাখার পক্ষে ছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাম্প্রতিক এই সুদের হার কমানোয় মূল ঋণের হার নেমে এসেছে গত তিন বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরে, যার ফলে যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ঋণ গ্রহণের খরচ কিছুটা সহজ বা কম হয়েছে।

চাকরির বাজারে নিয়োগের গতি কমে যাওয়ায় গত সেপ্টেম্বরে ফেডারেল রিজার্ভ আবারও সুদের হার কমানোর সাইকেল শুরু করে।

২৯ অক্টোবর বুধবারের নীতিবিবৃতিতে ফেড জানায়, এ বছর চাকরির প্রবৃদ্ধি মন্থর হয়েছে, এবং বেকারত্বের হার এখনো তুলনামূলকভাবে কম থাকলেও গ্রীষ্মের শেষ নাগাদ তা ধীরে ধীরে বেড়েছে। সুদের হার কমানোর সিদ্ধান্তের পর এক সংবাদ সম্মেলনে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েল বলেন, শ্রমবাজার আগের বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

মন্দার বাজারে বাংলাদেশের নতুন আশার আলো প্রকৌশল পণ্যের রপ্তানী

পরিচয় ডেস্ক: পোশাক রপ্তানি কমছে, চামড়ায় ধাক্কা, কৃষিপণ্যেও মন্থর গতি। তবু এই মন্দার সময়ে দেশের এক খাত চুপচাপ এগিয়ে চলেছে। প্রকৌশল শিল্প, বহুদিন ধরে 'সহায়ক খাত' বলে উপেক্ষিত। এখন ধীরে ধীরে জাতীয় রপ্তানি কাঠামোর এক সম্ভাবনাময় স্তম্ভে পরিণত হচ্ছে।

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) সর্বশেষ তথ্য বলছে, চলতি অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিক (জুলাই-সেপ্টেম্বর) শেষে প্রকৌশল পণ্যের রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে ১৬ দশমিক ৫ কোটি মার্কিন ডলারে, যা আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৪৫ শতাংশ বেশি। কেবল সেপ্টেম্বরে বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

ডিজিটাল লেনদেনে বাংলাদেশে বছরে ২০ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয়ের সম্ভাবনা

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশে নগদ অর্থের ব্যবহার এখনো প্রবল। প্রায় ৭৩ শতাংশ মানুষ নগদে লেনদেন করেন। তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ডিজিটাল বা ক্যাশলেস লেনদেন বাড়ানো গেলে বছরে ২০ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত সাশ্রয় সম্ভব। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতে, বর্তমান সময়ের ব্যয় মূলত টাকা ছাপানো, পরিবহন ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার ওপর চলে গেছে।

পুরোপুরি ক্যাশলেস সমাজে যাওয়া এখনো কঠিন হলেও 'লেস ক্যাশ' অর্থনীতি গড়ে তুললে এ ব্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমানো সম্ভব। খাত সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ডিজিটাল লেনদেন বৃদ্ধি পেলে জনগণ নিরাপদে লেনদেন করবে, সরকার ব্যয় কমাবে এবং ব্যাংকিং সেবার আওতায় আরও মানুষ আসবে। তবে এজন্য মানসিকতা পরিবর্তন এবং সাইবার নিরাপত্তা জোরদার করা অপরিহার্য।

'লেস ক্যাশ' সমাজ গড়ার প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, নগদ টাকার ব্যবহার কমানো গেলে নোটের আয়ুষ্কাল বাড়বে, ছাপানোর খরচ কমবে এবং সাশ্রয় হওয়া অর্থ অন্য উন্নয়ন খাতে ব্যবহার করা যাবে। ডিজিটাল লেনদেন বাড়াতে বাংলাদেশ ব্যাংক নাগরিক সচেতনতা, ব্যবসায়িক স্বচ্ছতা ও প্রযুক্তি বিনিয়োগড়এই তিন দিকেই জোর দিচ্ছে। তবে মানসিকতা পরিবর্তনই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুর গত ১০ আগস্ট বেসরকারি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) এক অনুষ্ঠানে জানান, টাকা ছাপানো, সংরক্ষণ, সারাদেশে পরিবহন ও বণ্টনে প্রতি বছর প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়। রাষ্ট্রের এ বিপুল খরচ বাঁচাতে হলে নগদ অর্থ ব্যবহারের প্রবণতা কমিয়ে আনতে হবে। ক্যাশলেস বা নগদ অর্থ ছাড়াই লেনদেন বাড়াতে হবে। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বলেন, প্রতি বছর টাকা ছাপানো, পরিবহন ও বণ্টনে বিশাল অঙ্কের অর্থ খরচ হয়। এ খরচ কমাতে বাংলাদেশ ব্যাংক এরই মধ্যে বাকি অংশ ৩০ পৃষ্ঠায়

সোনাদিয়া দ্বীপে রয়েছে সাত লাখ টন মূল্যবান খনিজ সম্পদ, সবচেয়ে বেশি গারনেট ও ইলমেনাইট

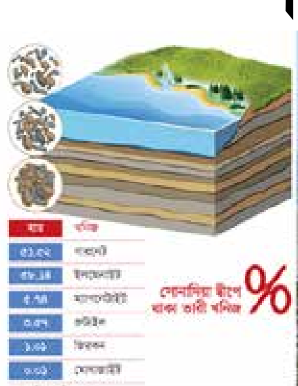

পরিচয় ডেস্ক: কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার ছোট্ট দ্বীপ সোনাদিয়া। ম্যানগ্রোভ ও উপকূলীয় বনের সমন্বয়ে গঠিত দ্বীপটির আয়তন নয় বর্গকিলোমিটার। চারদিক দিয়ে জলরাশিতে আচ্ছাদিত এ ভূখণ্ডে মিলেছে ভারী প্রাকৃতিক খনিজ ইলমেনাইট, ম্যাগনেটাইট, গারনেট, জিরকন, রুটাইল ও মোনাজাইট। সোনাদিয়ায় এ ধরনের মূল্যবান খনিজ সম্পদের পরিমাণ আনুমানিক সাত লাখ টন। তবে গারনেট ও ইলমেনাইটের আধিক্যই সবচেয়ে বেশি। মূল্যবান এ সম্পদের আর্থিক হিসাব না মিললেও বাণিজ্যিকভাবে তা উত্তোলন করা গেলে দেশের অর্থনীতিতে নতুন মাত্রা দেবে বলে মনে করছেন অর্থনীতিবিদ ও ভূতত্ত্ব বিশেষজ্ঞরা। সোনাদিয়া দ্বীপের মূল্যবান সম্পদ নিয়ে সম্প্রতি একটি গবেষণাপত্র প্রকাশ বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্র থেকে তেল আমদানি বাড়িয়েছে ভারত, বাণিজ্যঘাটতি নিরসনের চেষ্টা

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্কোন্নয়ন করতে জ্বালানি তেল আমদানি বাড়িয়েছে ভারত। চলতি মাসের ২৭ তারিখ পর্যন্ত দেশটি যুক্তরাষ্ট্র থেকে গড়ে দৈনিক ৫ লাখ ৪০ হাজার ব্যারেল তেল আমদানি করেছে। ২০২২ সালের পর যুক্তরাষ্ট্র থেকে এটি তাদের সর্বোচ্চ তেল আমদানি।

বার্তা সংস্থা পিটিআইয়ের সংবাদে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য সংঘাত এড়াতে ভারত যে কৌশলগত পদক্ষেপ নিচ্ছে, এটি তারই অংশ। যুক্তরাষ্ট্র থেকে তেল আমদানি বাড়িয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের বাণিজ্যঘাটতিসংক্রান্ত উদ্বেগও আমলে নিয়েছেন বাকি অংশ ২৬ পৃষ্ঠায়

CUOMO

to build a new NYC

AndrewCuomo.com

Paid for by Cuomo for NYC, Inc.

Former Governor Andrew Cuomo has always been a supporter of the Muslim community because *he shares our values.*

CUOMO'S RECORD

- **Forceful advocate for the right of the Muslim community** to build a mosque in Downtown Manhattan near The World Trade Center site in **2010.**
- **Launched New York City hotline for victims of islamophobic hate crimes** and bias incidents in **2016.**
- **Stood with us during Trump's 2017 Muslim Travel Ban,** declaring "As a New Yorker, I am a Muslim" and provided free legal representation for Muslim's impacted by the ban.
- **Enacted "Religious Garb Law" in 2019,** making it illegal for employers to discriminate against employees wearing religious attire, including Hijabs.

CUOMO'S PLAN AS MAYOR

- **Supports the creation of New York City's first Arabic Language Charter School.**
- **Hire 5000 more police officers to keep our communities safe,** including 1500 officers dedicated to subways to protect commuters.
- **Enhance enforcement of rent-stabilization laws** to prevent illegal rent hikes and landlord harassment.
- **Support and prioritize access to funding for South Asian-owned businesses** and non-profits, including Masjids.

Mamdani's far-left politics are against our values.
Cuomo has always fought for our community.

VOTE TUESDAY, NOV. 4
Early Voting: Oct. 25 – Nov. 2
Mail-In Voting: Sept. 19 - Nov. 4

Find your poll site, register to vote, or request a mail-in ballot: **vote.nyc** or call **1-866-VOTE-NYC**

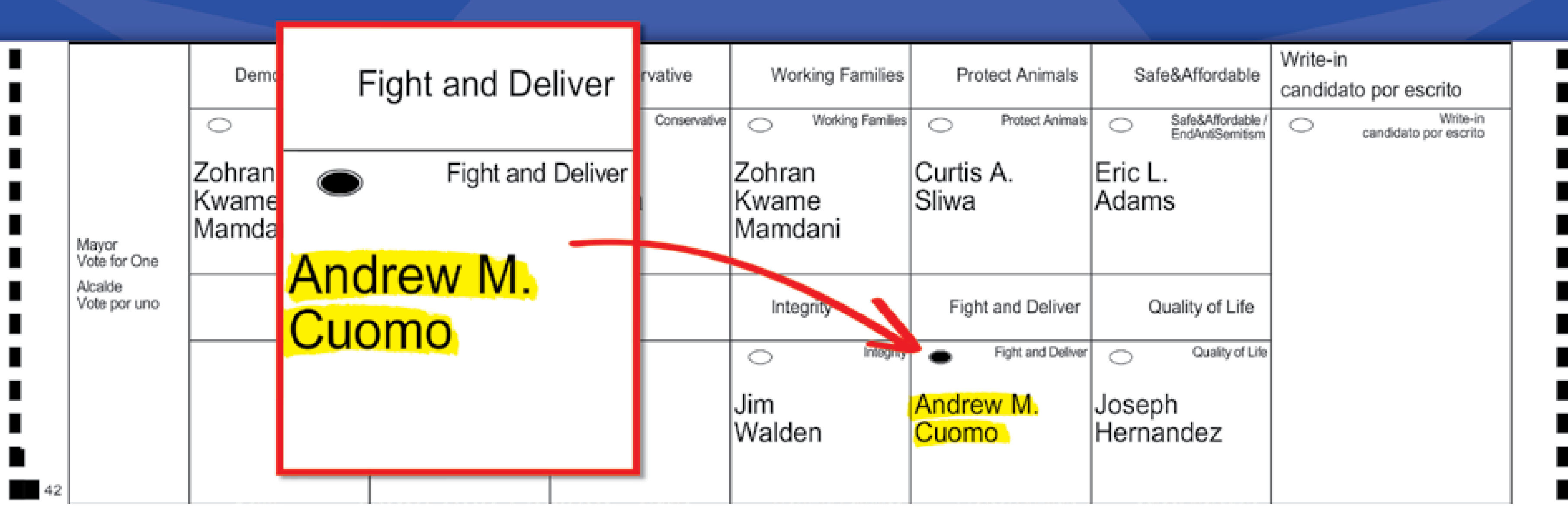

কোটি মানুষকে অনাহার থেকে বাঁচিয়ে, সাম্রাজ্য গড়তে সাহায্য করে আলু যেভাবে বিশ্বকে বদলে দিয়েছে

পরিচয় ডেস্ক: সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে দুর্ভিক্ষ ছিল এক সাধারণ ঘটনা। কিন্তু আলুর কারণে ইউরোপের খাদ্য সরবরাহ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। এরপর,আয়ারল্যান্ড থেকে রাশিয়া পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল। যখন আলু গাছে ফুল ফোটে, তখন বেগুনি তারার মতো দেখতে পাঁচটি পাপড়ির সেই ফুলগুলো পুরো ক্ষেতকে ভরিয়ে তোলে। শোনা যায়, ফ্রান্সের রানি মারি অ্যান্তইনেত এই ফুল এতোটাই পছন্দ করতেন যে তিনি চুলে লাগিয়ে ঘুরতেন। তার স্বামী রাজা ষোড়শ লুই নিজের কোটের বোতামের ঘরে একটি আলুর ফুল গুঁজে রাখতেন। তাদের দেখাদেখি ফরাসি অভিজাতদের মধ্যে জামাকাপড়ে আলুর ফুল লাগানোর এক নতুন ফ্যাশন শুরু হয়ে যায়।

এই সবকিছুই ছিল ফরাসি চাষিদের আলু চাষে এবং সাধারণ মানুষকে এই অদ্ভুত নতুন সবজিটি খাওয়ানোর জন্য একটি প্রচেষ্টা। আজ গম, ভুট্টা, চাল এবং আখের পর আলু বিশ্বের পঞ্চম গুরুত্বপূর্ণ ফসল। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে এই কন্দটি ছিল এক নতুন এবং আশ্চর্যজনক জিনিস। কেউ একে ভয় পেত, আবার কেউ অবাক হতো। ক্রিস্টোফার কলম্বাসের হাত ধরে পৃথিবীতে যে বিশাল পরিবেশগত পরিবর্তন শুরু হয়েছিল, আলু ছিল তারই একটি অংশ। আজ থেকে প্রায় ২৫ কোটি বছর আগে, পৃথিবীর সমস্ত স্থলভাগ একসঙ্গেই ছিল, যার নাম ছিল প্যানজিয়া। ধীরে ধীরে ভৌগোলিক শক্তি এই প্যানজিয়াকে ভেঙে ফেলে এবং আজকের পরিচিত মহাদেশগুলো তৈরি হয়। লক্ষ লক্ষ বছর ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন কোণে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন গাছপালা ও প্রাণীর জন্ম হয়। ইতিহাসবিদ আলফ্রেড ডব্লিউ ক্রসবির ভাষায়, কলম্বাসের সমুদ্রযাত্রা যেন প্যানজিয়ার সেই বিচ্ছিন্ন অংশগুলোকে আবার এক সুতোয় গেঁথে দিল।

ক্রসবি এই প্রক্রিয়াকে 'কলম্বিয়ান এক্সচেঞ্জ' নাম দিয়েছেন। এর ফলে, বিশ্বের দীর্ঘদিনের বিচ্ছিন্ন পরিবেশগুলো হঠাৎ করেই একে অপরের সাথে মিশে যায় এবং জীবজগতের এক বিশাল ওলটপালট শুরু হয়, যা আমাদের আজকের ইতিহাসের ভিত্তি তৈরি করেছে। রাজা ষোড়শ লুইয়ের কোটের বোতামের সেই আলুর ফুলটি, যা পেরু থেকে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে এসেছিল, ছিল এই কলম্বিয়ান এক্সচেঞ্জেরই একটি প্রতীক এবং অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

শস্যদানার তুলনায় কন্দ বা মাটির নিচের সবজি হিসেবে আলু অনেক বেশি উৎপাদনশীল। যদি গমের শীষ খুব বেশি বড় হয়ে যায়, তবে গাছটি নুয়ে পড়ে এবং নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আলু যেহেতু মাটির নিচে বাড়ে, তাই এর আকার গাছের ওপর নির্ভর করে না। ২০০৮ সালে লেবাননের এক কৃষক প্রায় ২৫ পাউন্ড (প্রায় ১১ কেজি) ওজনের একটি আলু তুলেছিলেন, যা তার মাথার চেয়েও বড় ছিল!

অনেক গবেষক বিশ্বাস করেন যে, উত্তর ইউরোপে আলুর আগমনের ফলেই সেখানকার দুর্ভিক্ষ শেষ হয়ে গিয়েছিল। ইতিহাসবিদ উইলিয়াম এইচ. ম্যাকনিলের মতে, আলু সাম্রাজ্য তৈরিতেও সাহায্য করেছিল। আলু দ্রুত বাড়তে থাকা জনসংখ্যাকে খাবার জুগিয়েছিল, আর এই বাড়তি জনসংখ্যার জোরেই কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ ১৭৫০ থেকে ১৯৫০ সালের মধ্যে সারা বিশ্বে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। এককথায়, আলু পশ্চিমা বিশ্বের উত্থানের পেছনে শক্তি জুগিয়েছিল।

ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায় আলুর ব্যবহার আধুনিক কৃষিব্যবস্থার ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছিল। কলম্বিয়ান এক্সচেঞ্জ শুধু আলুকে আটলান্টিক পার করেই আনেনি, এটি বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম সারও নিয়ে এসেছিল: পেরুর গুয়ানো বা পাখির বিষ্ঠা। আবার, যখন অন্য একটি আমদানি করা পোকা, কলোরাডো পটেটো বিটল, আলুর ফসল নষ্ট করতে শুরু করে, তখন আতঙ্কিত কৃষকরা প্রথম কৃত্রিম কীটনাশক ব্যবহার করতে শুরু করে, যা ছিল আর্সেনিকের একটি রূপ। এর ফলেই আধুনিক কীটনাশক শিল্পের জন্ম হয়।

আলুর আসল জন্মভূমি

আলুর জন্মস্থান হিসেবে আন্দিজ পর্বতমালা এক অবিশ্বাস্য জায়গা। এটি পৃথিবীর দীর্ঘতম পর্বতশ্রেণী। এখানকার আবহাওয়াও খুব অদ্ভুত। পাতলা বাতাসের কারণে উঁচু এলাকায় তাপমাত্রা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ৭৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট থেকে হিমাঙ্কের নিচে নেমে যেতে পারে।

এই প্রতিকূল পরিবেশেই বিশ্বের অন্যতম সেরা একটি সংস্কৃতির জন্ম হয়েছিল। হাজার হাজার বছর ধরে, এখানকার বিভিন্ন জাতি ক্ষমতার জন্য লড়াই করেছে। এদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলো ইনকা সভ্যতা, যারা বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। এই সমস্ত পাহাড়ি সংস্কৃতির মূল খাদ্য ছিল কন্দ জাতীয় ফসল, যার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল আলু।

বুনো আলুতে সোলানিন এবং টমাটিনের মতো বিষাক্ত পদার্থ থাকে। রান্না করলেও এই বিষ নষ্ট হয় না। আন্দিজের মানুষেরা এই বিষ থেকে বাঁচতে এক অদ্ভুত উপায় বের করেছিল। তারা দেখত যে, গ্লাইমাকো এবং ভিকুনার (লামার বুনো প্রজাতি) মতো প্রাণীরা বিষাক্ত গাছপালা খাওয়ার আগে কাদামাটি চেটে খায়। বিষাক্ত পদার্থগুলো কাদামাটির কণার সাথে আটকে গিয়ে হজম না হয়েই শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। এই বুদ্ধি অনুকরণ করে পাহাড়ি মানুষেরা বুনো আলু একরকম কাদামাটির সস বা 'গ্রেভি'তে

ডুবিয়ে খেতে শেখে। ধীরে ধীরে তারা কম বিষাক্ত আলুর জাত উদ্ভাবন করে। আজও পেরু এবং বলিভিয়ার বাজারে খাওয়ার জন্য কাদামাটির গুঁড়ো বিক্রি হয়।

আন্দিজের মানুষ শুধু সেদ্ধ বা বেকড আলুই খেত না। তারা আলু সেদ্ধ করে, খোসা ছাড়িয়ে, শুকিয়ে 'পাপাস সেকাস' তৈরি করত। আবার পচা পানিতে আলু গেঁজিয়ে 'তোকোশ' নামের এক ধরনের চটচটে ও দুর্গন্ধযুক্ত খাবারও বানাত। তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় ছিল 'চুনো'। এটি তৈরির জন্য রাতের কনকনে ঠান্ডায় আলু বাইরে বিছিয়ে রাখা হতো এবং সকালের রোদে গলতে দেওয়া হতো। বারবার ঠান্ডা ও গরমের এই প্রক্রিয়ায় আলু নরম এবং রসালো হয়ে যেত। এরপর চাপ দিয়ে পানি বের করে নিলে তৈরি হতো শক্ত, ফোমের মতো ছোট ছোট দানা, যা আসলে চুনো। চুনোকে ফ্রিজ ছাড়াই বছরের পর বছর সংরক্ষণ করা যেত। ইনকা সৈন্যদের প্রধান খাবারই ছিল এই চুনো।

ইউরোপে আলুর আগমন

১৫৩২ সালে স্প্যানিশ অভিযাত্রী ফ্রান্সিসকো পিজারোর দল প্রথম আন্দিজে আলু খেতে দেখে। ধীরে ধীরে এই নতুন খাবারের খবর ছড়িয়ে পড়ে এবং কয়েক দশকের মধ্যেই স্প্যানিশ কৃষকরা ইউরোপে আলু রপ্তানি শুরু করে। কিন্তু ইউরোপের মানুষ এই অদ্ভুত খাবারটিকে সন্দেহের চোখে দেখত। কেউ ভাবত এটি কামোদ্দীপক, আবার কেউ ভাবত এর থেকে জ্বর বা কুষ্ঠরোগ হয়। ফরাসি দার্শনিক দনি দিদরো তার বিশ্বকোষে লিখেছিলেন, 'এটি কোনো মজাদার খাবার নয়, তবে যারা শুধু পেট ভরাতে চায়, তাদের জন্য এটি যথেষ্ট স্বাস্থ্যকর।'

ফ্রান্সে আলুর জনপ্রিয়তা বাড়াতে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রেখেছিলেন আন্টোইন-অগাস্টিন পারমেন্তিয়ের। তিনি ছিলেন একজন ফার্মাসিস্ট এবং সাত বছরের যুদ্ধে প্রুশিয়ানদের হাতে পাঁচবার ধরা পড়েছিলেন। জেলে থাকাকালীন তিনি আলু ছাড়া প্রায় কিছুই খেতে পাননি, কিন্তু অবাক হয়ে দেখলেন যে তিনি বেশ সুস্থ আছেন। যুদ্ধের পর তিনি আলুর প্রচারে নিজের জীবন উৎসর্গ করেন।

পারমেন্তিয়ের একের পর এক প্রচার কৌশল ব্যবহার করতে থাকেন। তিনি সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জন্য আলুর তৈরি এক ভোজসভার আয়োজন করেন, রাজা ও রানিকে আলুর ফুল পরতে রাজি করান এবং প্যারিসের বাইরে ৪০ একর জমিতে আলু চাষ করেন। তিনি জানতেন যে, ক্ষুধার্ত সাধারণ মানুষ সেগুলো চুরি করবে এবং এভাবেই আলুর স্বাদ সবার কাছে পৌঁছে যাবে।

একঘেয়ে চাষ এবং দুর্ভিক্ষের বিপদ

পারমেন্তিয়ের অজান্তেই একটি বড় পরিবর্তন এনেছিলেন। ইউরোপের সমস্ত আলু স্পেন থেকে আনা কয়েকটি মাত্র কন্দ থেকে জন্মেছিল। যখন বীজের বদলে কন্দের টুকরো থেকে চাষ করা হয়, তখন যে গাছগুলো জন্মায়, সেগুলো আসলে একে অপরের হুবহু নকল বা ক্লোন হয়। পারমেন্তিয়েরের প্রচারের ফলে বিশাল এলাকাজুড়ে একই জাতের আলু চাষের ধারণা জনপ্রিয় হয়, যা 'মনোকালচার' বা এক ফসলের চাষ নামে পরিচিত।

এর ফল ছিল আশ্চর্যজনক। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে ইউরোপে দুর্ভিক্ষ ছিল এক সাধারণ ঘটনা। কিন্তু আলুর কারণে ইউরোপের খাদ্য সরবরাহ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। আয়ারল্যান্ড থেকে রাশিয়া পর্যন্ত দুর্ভিক্ষ প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

নতুন সারের জন্ম

তবে এই একঘেয়ে চাষের একটি ভয়ঙ্কর বিপদ ছিল। ১৮৪৫ সালে 'ফাইটোফথোরা ইনফেস্টানস' (যার মানে 'যন্ত্রণাদায়ক উদ্ভিদ ধ্বংসকারী') নামে একটি ছত্রাক পেরু থেকে সম্ভবত সারের জাহাজে করে ইউরোপে এসে পৌঁছায়। যেহেতু আয়ারল্যান্ডের প্রায় সমস্ত আলু ছিল একই জাতের ক্লোন, তাই এই ছত্রাকটি দ্রুত পুরো ফসলকে ধ্বংস করে দেয়।

ফসল নষ্ট হওয়ার পরের বছরগুলো ছিল আরও ভয়াবহ। এই দুর্ভিক্ষ ১৮৫২ সাল পর্যন্ত চলেছিল। এতে দশ লাখেরও বেশি আইরিশ মানুষ মারা যায়, যা ছিল জনসংখ্যার হিসাবে ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। আরও প্রায় কুড়ি লাখ মানুষ দেশ ছেড়ে পালিয়ে যায়।

আরেকটি আমদানিকৃত প্রজাতি ছিল কলোরাডো পটেটো বিটল। এই পোকাটি মেক্সিকো থেকে এসে আমেরিকার আলু ক্ষেতে আক্রমণ শুরু করে। কৃষকরা যখন একই জাতের আলু বিশাল জমিতে চাষ করে, তখন পোকামাকড়ের জন্য তা এক বিশাল ভোজের ক্ষেত্রে পরিণত হয়।

হতাশ কৃষকরা পোকা তাড়াতে সবকিছু চেষ্টা করতে থাকে। শেষে একজন কৃষক তার গাছে বেঁচে যাওয়া সবুজ রঙ ছুঁড়ে মারেন এবং অবাক হয়ে দেখেন যে পোকাগুলো মরে গেছে! সেই রঙে ছিল 'প্যারিস গ্রিন', যা আর্সেনিক এবং তামা দিয়ে তৈরি। এটিই ছিল আধুনিক কীটনাশকের শুরু। কিন্তু পোকারাও ধীরে ধীরে বিষ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা অর্জন করে ফেলে। কৃষকরা আরও শক্তিশালী কীটনাশক ব্যবহার করতে শুরু করে, এবং পোকারাও আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। এই চক্রটিকে 'টক্সিক ট্রেডমিল' বলা হয়, যা আজও চলছে।

আলু বিশ্বকে বদলে দিয়েছে। এটি কোটি কোটি মানুষকে অনাহার থেকে বাঁচিয়েছে, সাম্রাজ্য গড়তে সাহায্য করেছে এবং আধুনিক কৃষির জন্ম দিয়েছে। কিন্তু এর সাথে এটি মনোকালচার, দুর্ভিক্ষ এবং কীটনাশকের বিপজ্জনক চক্রও তৈরি করেছে। কলম্বাসের হাত ধরে শুরু হওয়া সেই আদান-প্রদান আজও আমাদের বিশ্বকে নানাভাবে প্রভাবিত করে চলেছে।

পরিচয় এর
৩৩ বছর পূর্তি
প্রকাশনার ৩৩ বছর পূর্তি উপলক্ষে সকল পাঠক, পৃষ্ঠপোষক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা
— সম্পাদক
ইতিহাস গড়ে হোয়াইট হাউজে ফিরছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প
ট্রাম্প জয়ী হওয়ায় কেমন হতে পারে 'বাংলাদেশ-মার্কিন' সম্পর্ক?
রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করাই হবে আমার প্রথম কাজ - ট্রাম্প
অভিবাসন ও অভিবাসী ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পরিস্থিতি কেমন হতে পারে?
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রাশিয়ার সংঘাতের আশঙ্কা
অবৈধ অভিবাসীদের তাড়াতে সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করবেন, ঘোষণা ট্রাম্পের
তীব্র বাণিজ্য যুদ্ধের মঞ্চ প্রস্তুত করছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প
বাংলাদেশ থেকে পাচারের ১৭ লাখ কোটি টাকা ফেরাবে কে
ট্রাম্প কি জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিকত্ব বাতিল করতে পারবেন?
মার্চে চালু হচ্ছে বাংলাদেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র
নিউ অরলিন্সে সন্ত্রাস: যুক্তরাষ্ট্রে 'ইসলামিক স্টেট' নিয়ে নতুন আশঙ্কা
ভোটারের বয়স কমাতে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের আপত্তি, ইউনূসের প্রস্তাবের পক্ষে শুধু জামায়াত
ট্রাম্পের জাঁকজমকপূর্ণ প্রত্যাবর্তন ২০ জানুয়ারি সোমবার
টিউলিপ সিদ্দিকের পতন ঘটাতে বাংলাদেশি ও ব্রিটিশ রাজনীতির আঁতাত -দ্য গার্ডিয়ানের নিবন্ধ
নির্বাহী আদেশ নিয়ে আদালতের বাধায় চাপে আছেন ট্রাম্প
বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ভাঙচুর: সমালোচনার মুখে ইউনূস সরকারের উদ্যোগহীনতা
'সমাপনী' বক্তব্যে পাল্টাপাল্টি তোপ কমলা ও ট্রাম্পের
সস্তা শ্রমের অভিবাসী ছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হবে অচল
আয়নাঘরের ভয়ংকর দুঃস্মৃতি
নির্বাচিত হলে বাইডেনের নীতি অনুসরণ করবো না
যুক্তরাষ্ট্র আর কোনো দেশের রাষ্ট্রগঠনে নাক গলাবে না, সৌদি আরবে ট্রাম্প
আদর্শ মোকাবিলায় 'দল নিষিদ্ধ' কি কার্যকর পন্থা?
বাংলাদেশিসহ দক্ষিণ এশীয়দের প্রতি অনলাইন বিদ্বেষ বাড়ছে যুক্তরাষ্ট্রে
STOP ASIAN HATE
মার্কিনদের হত্যায় জড়িত অভিবাসীদের মৃত্যুদণ্ড চান ডোনাল্ড ট্রাম্প

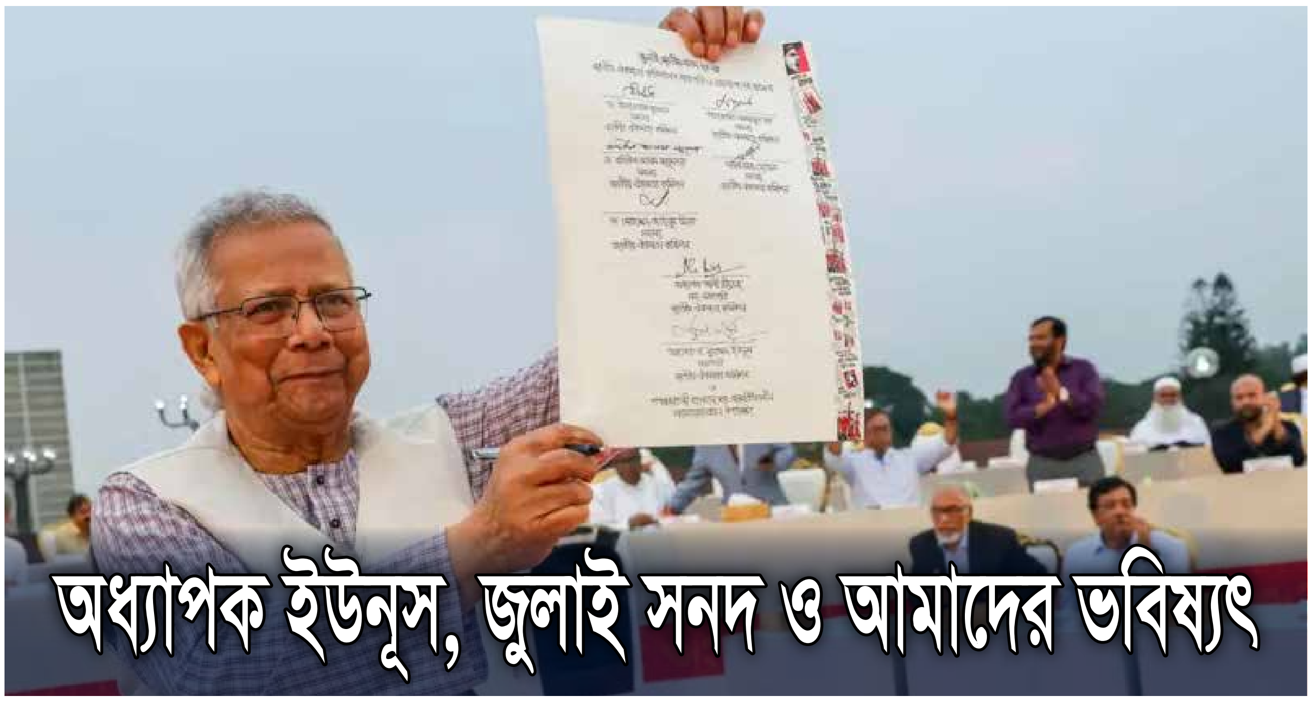

অধ্যাপক ইউনূস, জুলাই সনদ ও আমাদের ভবিষ্যৎ

মাহফুজ আনাম

যখন অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্ব নিতে রাজি হলেন, তখন বাংলাদেশের মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল। আমরা ভেবেছিলাম, সত্যিই আমরা সবচেয়ে যোগ্য মানুষটিকে পেয়েছি। হ্যাঁ, তার সরকারি কাজের সরাসরি অভিজ্ঞতা না থাকতে পারে, কিন্তু তিনি গ্রামীণ ব্যাংক গড়ে তুলেছেন। ড. ইউনূসের সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানটিও নোবেল পুরস্কার পেয়েছে। আমি এটি উল্লেখ করছি কারণ, কোনো প্রতিষ্ঠান নোবেল পুরস্কার পাওয়ার মানে ওই প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক ব্যবস্থা, স্থায়িত্ব ও নৈতিক কার্যক্রম অত্যন্ত মানসম্পন্ন এবং তারা কর্মচারী অধিকার রক্ষা ও অডিটসহ অন্যান্য নিয়মাবলী মেনে চলেছে।

এমন একটি প্রতিষ্ঠান দশকের পর দশক ধরে পরিচালনায় তিনি দক্ষ। তার প্রতিষ্ঠিত ৪০টিরও বেশি ব্যবসা ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠানে অসঙ্গতি, বিশেষ করে আর্থিক অনিয়ম খোঁজার আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন শেখ হাসিনা। কিন্তু ড. ইউনূস যথাযথভাবেই তার প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালনা করে গেছেন। সুতরাং এমন একজন মানুষের প্রতি আমাদের আস্থা রাখার বিষয়টি অবশ্যই যৌক্তিক।

তবে, গত ১৪ মাস ধরে তার সরকারের কাজকর্ম বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে।

প্রথমেই বলতে হবে, তিনি ভালো একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করতে পারতেন এবং বড় ভুল হলো পরবর্তীতে উপদেষ্টা পরিষদে কোনো পরিবর্তন না করা। কেবল দুয়েকটি মন্ত্রণালয়ের ক্ষেত্রে দায়িত্ব অদল-বদল করা হয়েছে, তাও বিশেষ কারণে। সাধারণত যখন দায়িত্ব বেশি ও সময় কম থাকে, তখন সরকার প্রধানরা তাদের ক্যাবিনেটে রদবদল করে থাকেন।

তবুও, অধ্যাপক ইউনূস এখনো সরকার প্রধান হিসেবে গ্রহণযোগ্য, যদিও শুরুতে তার প্রতি যে পরিমাণ সমর্থন ও সহায়তা ছিল, তা এখন কমেছে।

সম্প্রতি তিনি গর্বের সঙ্গে জুলাই সনদ স্বাক্ষরের ঘোষণা দিয়েছেন। এটি শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বাধীন গণঅভ্যুত্থানের ফল, যা আমাদের নিপীড়নমূলক শাসনব্যবস্থা থেকে মুক্ত করেছে। এই সনদে বাংলাদেশের জন্য নতুন দিশা থাকার কথা, যে বাংলাদেশে অধিকার, বৈষম্যহীনতা, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হবে। তিনি এটিকে 'বর্বরতা থেকে সভ্যতায় উত্তরণ' হিসেবে অভিহিত করেছেন। তার বক্তব্যে একাধিকবার এ কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

কিন্তু তিনি যদি 'বর্বরতার' সময়কাল নির্দিষ্ট করতেন, যেমন শেষ শাসনকাল, তাহলে তার বক্তব্যের অর্থ স্পষ্ট হতো। এখন যেভাবে বলা হয়েছে, তাতে মনে হতে পারে, স্বাধীন বাংলাদেশের ৫৪ বছরই 'বর্বরতার' মধ্যে কেটেছে।

কোনো গর্বিত বাংলাদেশি কি এটি মেনে নিতে পারবে? আমি একজন মুক্তিযোদ্ধা ও পুরো সময়কালের সাক্ষী হিসেবে এমন নিন্দা মেনে নিতে পারি না। এটি আমাদের কেমন মানুষ হিসেবে দেখায়? বিশ্বে আমাদের সম্পর্কে কী ধারণা তৈরি করে? হ্যাঁ, আমাদের কিছু ব্যর্থতা আছে, কিন্তু আমরা কি সত্যিই 'বর্বর' ছিলাম? তার বক্তব্যে তিনি জুলাই গণঅভ্যুত্থানের যোদ্ধাদের শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, আমরাও তাদের শ্রদ্ধা জানাই এবং ভবিষ্যতেও জানাব। তিনি বলেছেন, 'তরুণরা শুধু বাংলাদেশ নয়, বিশ্বকেও নেতৃত্ব দেবে'। কিন্তু গণঅভ্যুত্থানের পর ১৫ মাস পেরিয়ে গেছে। এই সময়ে আমরা কি আমাদের জন্য কোনো দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পেরেছি? বিশ্বের কথা বাদই দিলাম! এখনো শান্তিপূর্ণ, নিরপেক্ষ ও ন্যায্য নির্বাচন নিয়ে সন্দেহ আছে, যা গণতন্ত্রের মূল শর্ত।

বাংলাদেশের তরুণরা কীভাবে কাজ করেছে এবং ভবিষ্যতে বাংলাদেশ ও বিশ্বের জন্য তারা কী করবেড়জুলাই সনদের মাধ্যমে তা জানা যায় বলে উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক ইউনূস। তবে আশ্চর্যজনকভাবে জুলাই সনদে তরুণদের বিশেষ ও জরুরি চাহিদা নিয়ে কোনো সুপারিশ নেই, যেমন: শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, নেতৃত্বের দক্ষতা, ভালো চাকরির সুযোগ ইত্যাদি। এমনকি তাদের আন্দোলনের মূল কারণ ছিল চাকরিতে কোটা সমস্যা, সেটিও উহ্যই রয়ে গেছে।

জুলাই সনদে দারিদ্র্য দূরীকরণের কোনো সুপারিশ নেই। দারিদ্র্যকে গুরুত্ব না দিয়ে বাংলাদেশ ভবিষ্যতের স্বপ্ন গড়তে পারে? দারিদ্র্য, কৃষক ও বিশাল অপ্রাতিষ্ঠানিক শ্রমিকশ্রেণির সমস্যা জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাবিত ৮৪টি সুপারিশে একবারও উল্লেখ করা হয়নি। আবারও দেখা গেল, রাষ্ট্রের এই বিশাল জনগোষ্ঠী সরকারের মনোযোগ পায়নি, কারণ তারা ক্ষমতার বলয়ে এখনো জায়গা করতে পারেনি।

আরও বিস্ময়কর হলো, বাংলাদেশ যে দ্রুত জলবায়ু সংকটের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে, যা পুরো বিশ্বকে গ্রাস করছে এবং বাংলাদেশ তার *বাকি অংশ ২৪ পৃষ্ঠায়*

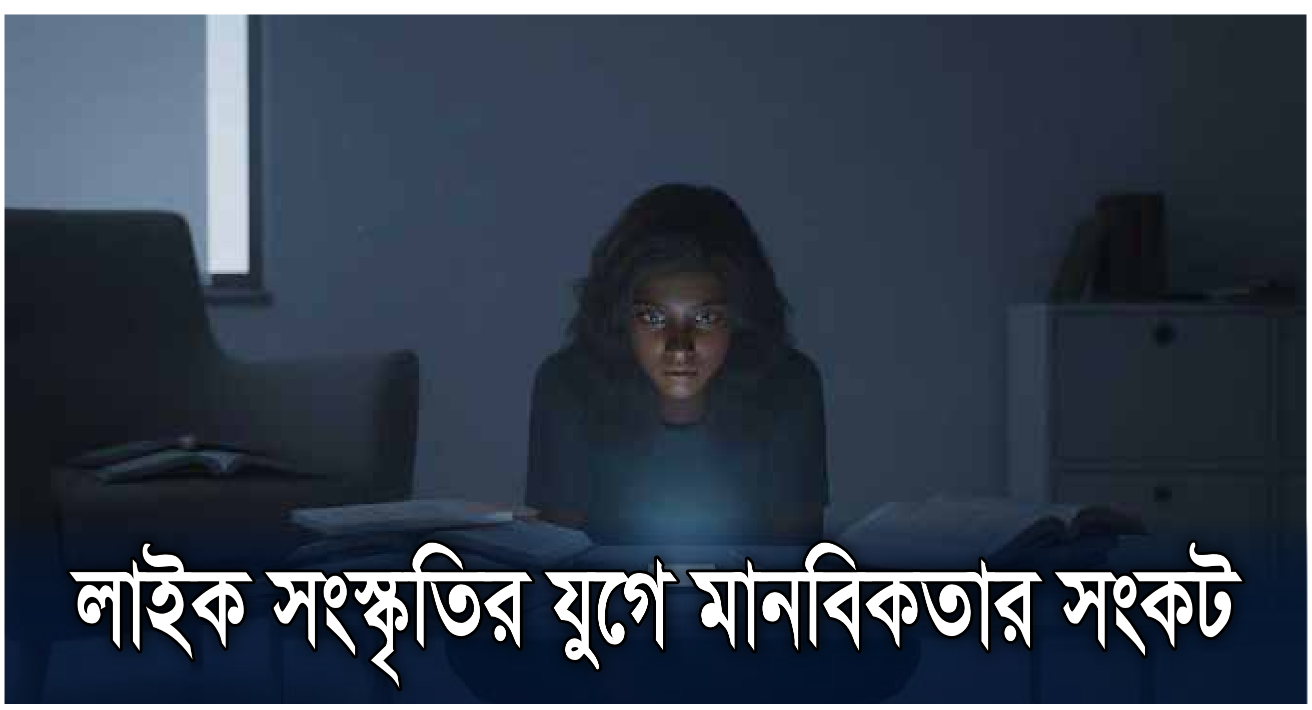

লাইক সংস্কৃতির যুগে মানবিকতার সংকট

শোয়েব সাম্য সিদ্দিক

'লাইক' এখন শুধু একটা বাটনে ক্লিক করা নয়ড়এটা সময়ের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠতে শুরু করেছে। এই ছোট্ট ক্লিকটাই যেন ঠিক করে দেয় কে কতটা জনপ্রিয়, কার কথা কতটা গুরুত্ব পাচ্ছে এবং কে কতটা দেখনসই হয়েছে। অর্থনীতিরও এক অদৃশ্য ইঞ্জিন এই লাইক। তাই এখন দরকার, লাইক সংস্কৃতির এই দুনিয়া নিয়ে খোলামেলা কথা বলা, এর আলো-অন্ধকার, তরুণদের মানসিক প্রভাব, ইনফ্লুয়েন্সার সংস্কৃতি আর এই ক্লিকচালিত অর্থনীতির আড়ালের গল্পগুলো নিয়ে বোঝাপড়া করা। লাইক সংস্কৃতিটাকে কেবল প্রযুক্তির নয়, সমাজবিজ্ঞানের চোখে দেখতে হবে। সহজ স্বীকৃতির নেশায় আমরা ঠিক কী কী হারাচ্ছি তার হিসেব মেলাতে হবে এখনই।

মানুষ সব সময় স্বীকৃতি চায়। চাওয়াটাই স্বাভাবিক। আগেকার দিনে এই স্বীকৃতি পেতে সময় ও আন্তরিক সম্পর্কের প্রয়োজন হত। এখন এক ক্লিকেই তা পাওয়ার আনন্দে বিভোর বহু মানুষ। মস্তিষ্ক যখন এই স্বীকৃতির সংকেত পায়, তখন ডোপামিন নিঃসৃত হয়, যা থেকে মানুষের মনে আনন্দের অনুভূতি জন্মায়। এই তাত্ক্ষণিক সুখের প্রতিক্রিয়া বারবার পুনরাবৃত্ত করতে চায় মন। ফলে লাইকের নেশা তৈরি হয়। আমরা নোটিফিকেশন চেক করি বারবার। করতে কৃত্রিম পৃথিবীতে ঢুকে পড়ি। চারপাশের বাস্তবতা মনোযোগ ছিন্ন হয়। ধীরে ধীরে অফলাইনের প্রাকৃতিক আনন্দগুলো হারাতে শুরু করি। এভাবে যখন ডিজিটাল স্বীকৃতিকে নিজের মূল্যায়নের মাপকাঠি বানাই, তখন আমাদের আত্মপরিচয় আলগরিদমের দখলে চলে যায়।

লাইকের সংখ্যা আজ সামাজিক মুদ্রায় পরিণত হয়েছে। একটি পোস্টে যত বেশি লাইক, সেটি তত বেশি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়। ব্যস্ত জীবনে যখন মানুষ দীর্ঘ মন্তব্যের সময় পায় না, তখন লাইকই হয়ে ওঠে প্রশংসার সংকেত। এই সংকেতের অর্থনৈতিক মূল্যও বেশ ভালো। কারণ প্রতিটি ক্লিক, থামা বা স্ক্রল বিজ্ঞাপন ও ডেটা-নির্ভর মনোযোগ অর্থনীতির জ্বালানি। প্ল্যাটফর্মগুলো তাই ব্যবহারকারীর সময় ধরে রাখার জন্য ক্রমাগত এমন কনটেন্ট দেখায় যা তার পছন্দের সঙ্গে মিলে যায়। যত বেশি সময় আপনি থাকবেন তত বেশি লাভ তাদের। এই অ্যালগরিদমচক্রই আমাদের মনোযোগকে বন্দি রাখে।

এর ফলে জন্ম নেয় মানসিক চাপ। কম লাইক পেলে অনেকেই হীনম্মন্যতায় ভোগে। রীতিমতন নিজের মূল্য নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়ে। মানুষ আলগরিদমে খাপ খাওয়াতে গিয়ে স্বাভাবিকতা হারায়। জীবনের সাধারণ মুহূর্তগুলোর চেয়ে পোস্টযোগ্য মুহূর্তের খোঁজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বাস্তবের কষ্ট, ব্যর্থতা বা সংগ্রাম লুকিয়ে দেখানো হয় এক সাজানো জীবন। অন্যরা সেই সাজানো-গোছানো জীবন দেখে নিজেদের সঙ্গে তুলনা করেড়তাদের মনে জন্ম নেয় ঈর্ষা।

বাংলাদেশে এই প্রবণতা খুব দ্রুত বাড়ছে। বিশেষ করে ১৬ থেকে ২৪ বছরের তরুণ প্রজন্ম প্রতিদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা সোশ্যাল মিডিয়ায় কাটিয়ে দিচ্ছে। 'আরও একটু দেখি' ভেবে ফোন হাতে নিয়ে বয়স্করাও নোটিফিকেশননির্ভর অভ্যাস আর উদ্দেশ্যহীন স্ক্রলিংয়ে রাতের ঘুম হারাম দিচ্ছেন। এর কিছু ইতিবাচক দিকও আছে। নেটওয়ার্ক তৈরি করা, নতুন কিছু শেখা, ব্যবসা ও সৃজনশীল উদ্যোগে নিজেকে প্রকাশের সুযোগ করে দেওয়া। কিন্তু ক্ষতির দিকও অনেক। পড়াশোনায় মনোযোগ কমে। ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়।

সোশ্যাল মিডিয়া শুধুই খারাপড়এমনটা নয়। এখানেই মানুষ রক্তদাতা খুঁজে পায়, সহমর্মিতার হাত বাড়ায়, ব্যবসা শুরু করে, শিক্ষা ও সচেতনতার পথ খুঁজে নেয়। সমস্যা শুরু হয় তখন, যখন আমরা আর প্রযুক্তিকে ব্যবহার করি না বরং প্রযুক্তিই আমাদের ব্যবহার করে। অ্যালগরিদম যখন আমাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করে তখন সেটি আশীর্বাদ থেকে এক সময় ফাঁদে পরিণত হয়।

রাজনীতির ক্ষেত্রেও এর প্রভাব গভীর। জনপ্রিয়তা-নির্ভর অ্যালগরিদম তথ্যের গুণের চেয়ে আকর্ষণকেই অগ্রাধিকার দেয়। ফলে তৈরি হয় 'ইকো চেম্বার', যেখানে মানুষ শুধু নিজের মতো মতামতই দেখতে পায়। মতভেদ কমে না বরং বাড়ে। এই অবস্থায় তথ্য বিকৃতি, গুজব ও অপপ্রচার আরও দ্রুত ছড়ায়।

ইনফ্লুয়েন্সার অর্থনীতি এই বাস্তবতাকে আরও জটিল করেছে। বেশি ফলোয়ার মানে বেশি প্রভাব, আর প্রভাব মানে বিজ্ঞাপন ও আয়। এতে আপত্তি নেই, কিন্তু প্রভাবের সঙ্গে দায়িত্বও থাকা উচিত। যখন মনোযোগ কাড়ার প্রতিযোগিতায় সত্য, সৌজন্য ও সম্মান হারিয়ে যায়, তখন তা সমাজের জন্য ক্ষতিকর। অনলাইন নয়, অফলাইনে আনন্দ খুঁজে নিতেড়বই পড়া, ব্যায়াম, আড্ডা বা স্বেচ্ছাসেবার মতো অভ্যাসগুলোর চর্চা রাখতে হবে। *বাকি অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়*

কনগ্রেশনাল প্রক্লেমেশনপ্রাপ্ত, এক্সিডেন্ট কেইসেস
ও ইমিগ্রেশন বিষয়ে অভিজ্ঞ যুক্তরাষ্ট্র
সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী এট ল'

এটর্নী মঈন চৌধুরী

Moin Choudhury, Esq.

Hon. Democratic District Leader at Large, Queens, NY

মাননীয় ডেমোক্রেটিক ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ, কুইন্স, নিউইয়র্ক।

সাবেক ট্রাষ্টি বোর্ড সদস্য-বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক.

917-282-9256

Moin Choudhury, Esq

Email: moinlaw@gmail.com

Moin Choudhury is admitted in the United States Supreme Court and MI State only. Also admitted in the U.S. Court of International Trade located in NYC

Timothy Bompart
Attorney at Law

এক্সিডেন্ট কেইসেস
বিনামূল্যে পরামর্শ
কনস্ট্রাকশন কাজে দূর্ঘটনা
গাড়ী/ বিল্ডিং এ দূর্ঘটনা/ হাসপাতালে
বিকলাঙ্গ শিশুর জন্য
ফেডারেল ডিজএবিলিটি
(কোন অগ্রিম ফি নেয়া হয় না)
Immigration

Moin Choudhury
Attorney at Law

(To Schedule Appointment Only)

Call:917-282-9256

E-mail: moinlaw@gmail.com

Law offices of Timothy Bompart : 37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372

Manhattan Office By Appointment Only.

Moin Choudhury Law Firm, P.C. 29200 Southfield Rd, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court.

ধর্মভিত্তিক দলও কেন মৌলিক অধিকারের কথা বলছে

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

ঘটনা বাঙালি জাতীয়তাবাদের আন্দোলনের ফসল হলেও বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এক দল জপা শুরু করল নতুন কিছুই ঘটেনি; ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব বাস্তবায়িত হয়েছে মাত্র। যার অর্থ দাঁড়ায়, আগে যেখানে একটি পাকিস্তান ছিল, এখন দুই ভিন্ন নামে সেখানে আমরা পেয়ে গেলাম দুটি পাকিস্তান একটি পশ্চিমে অপরটি পূর্বে। আরও পরে এলো বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ, যেটি ওই লাহোর প্রস্তাবিদের বক্তব্যেরই নতুন প্রকাশ বৈ নয়; পোশাকে নতুন, শরীরে অভিন্ন। রণকৌশল বদলাল, কিন্তু যুদ্ধটা রইলই। এরা এখনও আছেন, এবং জনসাধারণের হতাশা ও বিদেশি মুরুব্বিদের অনুগ্রহকে পুঁজি করে বাংলাদেশে তথাকথিত ইসলামী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার খোয়াব দেখছেন।

পাকিস্তানিরা নিজেরা বুর্জোয়া হয়েছে কিন্তু জনগণকে পশ্চাৎপদ রাখতে চেয়েছে, সেই এককালের ইংরেজদের মতোই। জনগণকে পশ্চাৎপদ রাখলে শোষণের ভারি সুবিধা। সংস্কৃতির গুরুত্ব নেতিবাচক দিক থেকে হলেও বুর্জোয়ারা ঠিকই বুঝেছেন, বামপন্থিরা ততটা বোঝেননি, যে জন্য জনগণের সাংস্কৃতিক মানকে উন্নত করবার জন্য তারা ব্যাপক প্রচেষ্টা নেননি; অথচ অত্যন্ত নির্মম সত্য এই যে, সাংস্কৃতিকভাবে পশ্চাৎপদ রেখে জনগণকে বিপ্লবী করা অসম্ভব। শুধু স্লোগান দিলে বা লোক খুন করলেই বিপ্লবী হওয়া যায় না। বিপ্লবী হতে হলে সত্যিকার বিপ্লবী চেতনা চাই। ধর্ম ব্যবসায়ীরা আজও যে ধর্মের নামে উন্মাদনা সৃষ্টি করবে বলে আশা রাখে এবং ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার উদ্যোগ নেয়, তার বড় কারণ সাংস্কৃতিক সামন্তবাদের বিদ্যমানতা।

একাত্তরের পরেও বাংলাদেশে কয়েকটি মুসলিম লীগ জীবন ও মৃত্যুর বিভিন্ন স্তরে অবস্থান করছে। তার চেয়েও বড় কথা, মুসলিম লীগপন্থিরা আছেন, তারা রাজনীতির এ-দলে আছেন, ও-দলে আছেন; আগের মতোই তারা ধর্মীয় জাতীয়তায় বিশ্বাসী, তেমনি আমলাতান্ত্রিক, তেমনি সামন্ত সংস্কৃতির প্রতি দুর্বল। খন্দকার মোশতাক, মিজানুর রহমান চৌধুরী ও শাহ মোয়াজ্জেম হোসেনরা মুসলিম লীগারদের চেয়ে কম লীগার ছিলেন না, যদিও তারা সবাই জীবনের দীর্ঘ সময় ছিলেন আওয়ামী লীগে।

একাত্তরের পর বাংলাদেশের পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ হবার কথা ছিল। হয়নি। হয়নি কেন? প্রধান দায়িত্ব নেতৃত্বের। আওয়ামী লীগই নেতৃত্বে ছিল, যুদ্ধের সময়ে ছিল, যুদ্ধের পরে আরও বেশি করে ছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগও তো মুসলিম লীগেরই উত্তরসূরি; বিদ্রোহী হওয়া সত্ত্বেও। পাকিস্তানই ভেঙে যাওয়ায় জাতিগত প্রশ্নের এক ধরনের মীমাংসা হয়ে গেছে মনে করা হলো, কিন্তু শ্রেণিগত সমস্যা তো রইল। রইল না কেবল, সেই সমস্যাই প্রধান হয়ে দাঁড়াল। এই পরিস্থিতিতে জনসাধারণকে অবদমিত রাখার জন্য অস্ত্র হিসেবে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে ব্যবহার করা যেত। কিন্তু হাজার হোক অস্ত্রটি নতুন ও অনিশ্চিত। তাই সেই যে পুরাতন অস্ত্র, ধর্মের অস্ত্রের প্রতি একটি গোপন ভালোবাসা না থাকার কথা নয়। স্মরণ করা দরকার, ধর্মনিরপেক্ষতা কোনো নেতিবাচক মতবাদ নয়। যাকে ধর্মনিরপেক্ষতা বলা হয় আসলে তা ইতিবাচক ইহজাগতিকতা। দার্শনিক এবং আরও নির্দিষ্ট অর্থে বস্তুবাদিতা। সেই বস্তুবাদিতা আওয়ামী লীগের পক্ষে লালন করা কঠিন ছিল। কেননা, আওয়ামী লীগ পেটি বুর্জোয়াদের প্রতিষ্ঠান; সাংস্কৃতিক সামন্তবাদ সেখানে অবাঞ্ছিত নয়। ধর্মীয় পিছুটান সম্পূর্ণ বাস্তবিক; আর ছিল পুরাতন অস্ত্রের প্রতি গোপন মমত্ব। শেখ মুজিব তাই ধর্মনিরপেক্ষ রইলেন ঠিকই, কিন্তু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গেলেন সমান উৎসাহে; রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করাকেও অসংগত মনে করা হলো না। এবং আওয়াজ তোলা হলো ধর্মনিরপেক্ষতা অর্থ ধর্মহীনতা নয়। অর্থাৎ কিনা ধর্মনিরপেক্ষতার জন্যই আরও বেশি ধর্মচর্চা আবশ্যক, মুসলমান আরও বেশি মুসলমান হবে, হিন্দু আরও বেশি হিন্দু এবং সবাই মিলে আমরা ধর্মনিরপেক্ষ হবো।

শেখ মুজিবের পরের সরকারগুলোর প্রতিটি, পরেরটি আগেরটির চেয়ে বেশি করে ধর্মের কথা বলেছে। এদের নেতারা নিজেরা তেমন একটা ধার্মিক ছিলেন না, কিন্তু ধর্মকে ঠিকই ব্যবহার করেছেন রাজনৈতিক প্রয়োজনে। তাঁর নেতা শেখ মুজিবের হত্যার পর ক্ষমতা দখল করে মন্ত্রিসভার প্রথম সভাতেই খন্দকার মোশতাক নিজের মাথার টুপি দেখিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, এটিই হবে জাতীয় টুপি। অমন নাটকীয়ভাবে না করলেও অন্যদের কাজ এই একই রীতির। এখন বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামী পর্যন্ত নিজেকে জনপ্রিয় করে তুলছে। জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করেও পাকিস্তানে রাজনীতি করেছিল; এবারও বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সক্রিয়ভাবে বিরোধিতা করার *বাকি অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়*

সংবিধান সংস্কারে জগাখিচুড়ির গণভোট

এ কে এম জাকারিয়া

জুলাই সনদ কীভাবে বাস্তবায়ন হবে, সেই সুপারিশ ঐকমত্য কমিশন থেকে পাওয়া গেছে। এই সনদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে সংবিধান সংস্কারের বিষয়গুলো। কারণ, সব কটি সংস্কার প্রস্তাবের ব্যাপারে সব রাজনৈতিক দল একমত হতে পারেনি।

এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর কমিশন যে সংস্কার প্রস্তাব তৈরি করেছে, তার অধিকাংশগুলোতেই রাজনৈতিক দলগুলোর নিজ নিজ ভিন্নমত আছে। সেই ভিন্নমতসহ রাজনৈতিক দলগুলো জুলাই সনদে সই করেছে।

আমরা জানি যে গণভোটের ব্যাপারে সব রাজনৈতিক দল একমত হয়েছে। কিন্তু কীভাবে এই সনদ বাস্তবায়ন হবে বা গণভোটের প্রশ্ন কী হবে (জনগণ কোন প্রশ্নের ওপর 'হ্যাঁ' বা 'না' ভোট দেবে), তা নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল। সনদ বাস্তবায়নে ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাবে তা পরিষ্কার হয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে এই যৌক্তিক প্রশ্নও উঠছে যে কমিশনের প্রস্তাব দেশের রাজনীতিতে নতুন সংকটের সূচনা করল না তো?

ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশে গণভোটের সুনির্দিষ্ট প্রশ্নটি পাওয়া গেছে। প্রশ্নটি এ রকম; 'আপনি কি জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫ এবং ইহার তফসিল-১-এ সন্নিবেশিত সংবিধান সংস্কার সম্পর্কিত খসড়া বিলের প্রস্তাবসমূহের প্রতি আপনার সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছেন?'

কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এই প্রশ্ন থেকে 'খসড়া বিলের' শব্দ দুটি প্রয়োজনে বাদও দেওয়া যেতে পারে। তা ছাড়া জুলাই জাতীয় সনদে সংবিধান সংস্কার প্রশ্নে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের যে ভিন্নমত যুক্ত হয়েছিল, গণভোটে তা বিবেচনায় না নেওয়ারও সুপারিশ করা হয়েছে। মানে জুলাই সনদের পক্ষে যদি জনগণ ভোট দেন, তবে ভিন্নমতগুলো আর বিবেচনায় নেওয়ার সুযোগ থাকবে না।

গণভোটের যে প্রশ্নটি নির্ধারণ করা হয়েছে, তা ঝুঁকিপূর্ণ। দেশের সব মানুষ সংবিধান সংস্কারের ৪৮টি প্রস্তাব যথাযথভাবে জেনেবুঝে ভোট দেবেন, এমন নাও হতে পারে। আর কেউ যদি প্রস্তাবগুলোর ব্যাপারে জেনেবুঝেও থাকেন, তাও দেখা যাবে একজন ভোটার হয়তো কিছু সংস্কার প্রস্তাবের সঙ্গে একমত আর কিছু প্রস্তাবের সঙ্গে নয়।

এতগুলো সংস্কার প্রস্তাব আসলে শুধু 'হ্যাঁ' বা 'না'এর বিষয় নয়। দেখা যাচ্ছে, আপনাকে হয় ৪৮টি প্রশ্নের সবগুলোর সঙ্গে একমত হতে হবে অথবা সবগুলোকেই না বলতে হবে। গণভোটের প্রশ্ন তৈরির ক্ষেত্রে এসব বিবেচনায় নেওয়া হয়েছিল বলে মনে হয় না। ঐকমত্য কমিশন হয়তো তাদের করা সংস্কার প্রস্তাবগুলোর পক্ষে বৈধতা আদায় করতে চেয়েছে। কিন্তু জুলাই সনদ গণভোটে পাস করার চেয়ে গণভোটের মাধ্যমে আগামী সংসদকে জুলাই সনদের ভিত্তিতে সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা দেওয়াই হতো সবচেয়ে যৌক্তিক। গণভোটের প্রশ্নটি সেভাবে সাজানো যেত।

৮ অক্টোবর প্রথম আলোয় 'গণভোট অপ্রয়োজনীয়, তবে এরপরও যদি হয়' শিরোনামে একটি লেখা লিখেছিলাম। সেখানে বাংলাদেশের আগের তিনটি গণভোটের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় নিয়ে জুলাই সনদ নিয়ে গণভোটের কোনো প্রয়োজন নেই বলে মন্তব্য করেছিলাম। রাজনৈতিক দলগুলো এর আগেই গণভোটের ব্যাপারে একমত হয়ে গেছে। তাই 'এরপরও যদি হয়...' যুক্ত করে কিছু কথা বলেছিলাম। 'গণভোটটি হওয়া উচিত জুলাই সনদের যে বিষয়গুলোয় সব রাজনৈতিক দল একমত হয়েছে, তার ওপর এবং একটি প্রশ্নের ভিত্তিতে।'

আরও লিখেছিলাম, 'সংবিধান সংশোধন নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের দেওয়া 'নোট অব ডিসেন্ট' বা ভিন্নমত নিয়ে গণভোটের কোনো দরকার আছে বলে মনে হয় না। রাজনৈতিক দলগুলোর এসব ভিন্নমতকে দলগুলোর নির্বাচনী ইশতেহার হিসেবে দেখতে হবে। এসব বিবেচনায় নিয়েই জনগণ তাঁর দল বাছাই করবেন। নির্বাচিত দল তার 'নোট অব ডিসেন্ট' বিবেচনায় নিয়ে সংবিধান সংশোধন করবে। কারণ, কোনো দলের নির্বাচনে বিজয়ী হওয়া মানে তার অবস্থানের পক্ষেই জনগণ সমর্থন জানিয়েছে।'

জুলাই সনদে সংবিধান সংস্কারের প্রস্তাব আছে ৪৮টি। এর মধ্যে না হলেও ৩৬টি প্রস্তাব নিয়ে কোনো না কোনো রাজনৈতিক দলের ভিন্নমত আছে। জুলাই সনদে সেই ভিন্নমতগুলো যুক্ত করে এটা নিশ্চিত করা হয়েছিল যে কোনো রাজনৈতিক দল তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে ভিন্নমতগুলো উল্লেখ করে যদি জনগণের ভোটে বিজয়ী হয়, তবে তারা তাদের মতো করে সংবিধান সংশোধন করতে পারবে।

কিন্তু দেখা যাচ্ছে, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন আদেশের *বাকি অংশ ২৫ পৃষ্ঠায়*

KARNAFULLY HOME CARE LLC

KARNAFULLY HOME CARE

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY

We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs

Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

ডায়াবেটিস রোগীদের নিরাপদ খাবার মুগ ডাল

পরিচয় ডেস্ক: বাংলার রান্নাঘরে খুবই পরিচিত একটি উপাদান হলো মুগ ডাল। খিচুড়ি, ডালভাত, বড়া বা ডালপুরিড়যেভাবেই হোক, এই ডাল শুধু সুস্বাদুই নয়, পুষ্টিতেও ভরপুর। আয়ুর্বেদ ও আধুনিক পুষ্টিবিজ্ঞানের গবেষণাতে দেখা গেছে, মুগ ডাল শরীরের জন্য অত্যন্ত উপকারী, বিশেষ করে যারা স্বাস্থ্য সচেতন বা ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান।

মুগ ডাল হলো প্রোটিন, ফাইবার, ভিটামিন ও খনিজে সমৃদ্ধ একটি উদ্ভিজ্জ খাবার। এতে চর্বি কম, তাই হার্টের জন্যও ভালো। চলুন জেনে নেওয়া যাক আর কী কী পুষ্টিগুণ আছে মুগ ডালে -

মুগ ডালের উপকারিতা

১. প্রোটিনের উৎকৃষ্ট উৎস

মুগ ডালে প্রায় ২৪ শতাংশ পর্যন্ত প্রোটিন থাকে, যা শরীরের টিস্যু গঠন ও পেশির পুনর্গঠনে সহায়ক। নিরামিষভোজীদের জন্য এটি প্রোটিনের চমৎকার একটি বিকল্প।

২. হজমে সহায়ক

মুগ ডালে ফাইবারের পরিমাণ অনেক, যা হজমে সাহায্য করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধে কার্যকর।

৩. হৃদযন্ত্রের সুরক্ষা

মুগ ডালে থাকা পটাশিয়াম ও ম্যাগনেশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং খারাপ কোলেস্টেরল কমায়, ফলে হার্টের সমস্যার ঝুঁকি কমে।

৪. ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখে

এই ডাল খেলে দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা থাকে, যা অযথা খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমায়। তাই যারা ওজন নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করছেন, তাদের জন্য এটি উপযুক্ত খাবার।

৫. ডায়াবেটিসে উপকারী

মুগ ডালে গ্লাইসেমিক ইনডেক্স কম, অর্থাৎ এটি রক্তে শর্করার মাত্রা হঠাৎ বাড়তে দেয় না। তাই ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য এটি একটি নিরাপদ খাদ্য।

৬. ত্বক ও চুলের যত্নে

ভিটামিন ই ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকার কারণে মুগ ডাল ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায় এবং চুলের গোড়া মজবুত রাখে।

প্রতিদিনের খাবারে অল্প পরিমাণ মুগ ডাল রাখলে শরীর পায় প্রয়োজনীয় প্রোটিন ও শক্তি। ভাজা, সেদ্ধ বা অঙ্কুরিত ড় যেভাবেই খান না কেন, এটি আপনার শরীরের জন্য পুষ্টির একটি উৎস।

সূত্র: হার্ভার্ড স্কুল অব পাবলিক হেলথ, ভারতীয় খাদ্য গবেষণা ইনস্টিটিউট, আয়ুর্বেদিক ফুড সায়েন্স জার্নাল ২০২২

লাল আলু কেন খাবেন

পরিচয় ডেস্ক: বাংলাদেশসহ দক্ষিণ এশিয়ার বহু অঞ্চলে আলু একটি প্রধান খাদ্যশস্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ সাদা আলুর পাশাপাশি লাল আলুও আমাদের দেশে সহজলভ্য। অনেকেরই ধারণা, আলু মানেই স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু আসলেই কি তাই?

পুষ্টিবিদ শরীফা আক্তার শাম্মী জানিয়েছেন লাল আলু একটি সহজলভ্য, সাশ্রয়ী ও বহুমুখী খাদ্য যা আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যতালিকায় রাখলে শরীরের জন্য বহু উপকার বয়ে আনতে পারে। লাল আলু শুধু রান্নার স্বাদ ও বৈচিত্র্যই বাড়ায় না, এতে থাকে ভিটামিন, খনিজ, খাদ্যআঁশ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পুষ্টি উপাদান। লাল আলুর খোসায় যেমন পলিফেনল, ক্যারোটিনয়েড ও অ্যান্থোসায়ানিন জাতীয় রঙিন উপাদান থাকে, তেমনি ভেতরের মাংসল অংশেও রয়েছে পর্যাপ্ত ভিটামিন সি, বি-কমপ্লেক্স ভিটামিন ও পটাশিয়াম। সঠিকভাবে গ্রহণ করলে লাল আলু শুধু শক্তি সরবরাহই করে না, বরং রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, হজম প্রক্রিয়া উন্নতকরণ এবং হৃদরোগ প্রতিরোধেও কার্যকর ভূমিকা রাখে। সঠিকভাবে ও পরিমিত পরিমাণে গ্রহণ করলে লাল আলু সত্যিই হতে পারে একটি 'পুষ্টির ভাণ্ডার'।

লাল আলুর স্বাস্থ্যগত উপকারিতা

১. শক্তি ও পুষ্টির উৎস : লাল আলুতে প্রচুর কার্বোহাইড্রেট থাকে, যা শরীরে দ্রুত শক্তি জোগায়। শারীরিক পরিশ্রমী ব্যক্তি, কৃষক, শ্রমিক কিংবা ক্রীড়াবিদদের জন্য এটি ভালো শক্তির উৎস। যদিও আলু একটি স্টার্চযুক্ত খাবার, তবুও সেদ্ধ বা ভাপা অবস্থায় খেলে এর গ্লাইসেমিক ইনডেক্স তুলনামূলক কম থাকে। আঁশ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকার কারণে এটি ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য সীমিত পরিমাণে নিরাপদ।

২. ভিটামিন সি ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা : লাল আলুতে ভিটামিন সি আছে, যা শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। এটি কোলাজেন তৈরিতে সহায়তা করে, যা ত্বক, হাড় ও রক্তনালীর জন্য জরুরি।

৩. হৃদরোগ প্রতিরোধে সহায়ক : পটাশিয়াম সমৃদ্ধ হওয়ায় লাল আলু রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে। অতিরিক্ত সোডিয়ামের ক্ষতিকর প্রভাব কমাতে পটাশিয়াম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

৪. হজমশক্তি বৃদ্ধিতে সহায়ক : লাল আলুর আঁশ হজম প্রক্রিয়াকে স্বাভাবিক করে, কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধ করে এবং অন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো রাখে।

৫. রক্তশূন্যতা প্রতিরোধ : লাল আলুতে লোহা (আয়রন) ও ফোলেট থাকে, যা রক্তশূন্যতা প্রতিরোধে সহায়তা করে।

বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

ঘুমের ঘর যত অন্ধকার, তত দীর্ঘ হয় জীবন

পরিচয় ডেস্ক: ঘুমের ঘর যত অন্ধকার, জীবন তত দীর্ঘ। গবেষণায় উঠে এসেছে এমনই এক চমকপ্রদ তথ্য। আধুনিক জীবনযাত্রায় অনেকেই টিভি, ফোন কিংবা হালকা নাইট লাইট জ্বালিয়ে ঘুমান। কিন্তু এই অভ্যাসই হতে পারে নিঃশব্দে শরীরের জন্য ভয়াবহ ক্ষতির কারণ।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অন্ধকার শুধু আরাম নয়, এটি একপ্রকার জৈবিক প্রয়োজন। মানবদেহের অভ্যন্তরীণ ঘড়ি বা সারকাডিয়ান রিদম হাজার বছরের বিবর্তনে সূর্যের আলো‌অন্ধকারের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছে। মস্তিষ্কের পাইনাল গ্রন্থি কেবল অন্ধকারে মেলাটোনিন নামের হরমোন নিঃসরণ করে, যা শরীর মেরামত, বিপাকক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ ও গভীর ঘুমের জন্য অপরিহার্য।

ফোনের স্ক্রিন, টিভির আলো বা রাস্তার বাতির ঝলক মস্তিষ্ককে বিভ্রান্ত করে, যেন এটি এখনো দিন চলছে। এতে মেলাটোনিন নিঃসরণ দেরি হয়, ঘুম ভেঙে যায় বা গভীর ঘুম হয় না। দীর্ঘমেয়াদে এর ফলে হৃদযন্ত্র ও বিপাকক্রিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

২০২২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব হেলথ (ঘওঐ)এর এক গবেষণায় দেখা গেছে, রাতে সামান্য আলোতেও ঘুমালে হৃদস্পন্দন বেড়ে যায় এবং সকালে ইনসুলিন সংবেদনশীলতা কমে। এর মানে, শরীর ঘুমের সময়ও পুরোপুরি বিশ্রাম নিতে পারে না।

বিশেষজ্ঞদের মতে, দীর্ঘদিন এমন "আলো দূষণ" শরীরে স্থূলতা, ডায়াবেটিস ও হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায় যা সরাসরি আয়ু হ্রাসের সঙ্গে যুক্ত। পাশাপাশি, কৃত্রিম আলো টেলোমিয়ার বা ডিএনএর সুরক্ষাব্যূহ দ্রুত ক্ষয় করে, ফলে বার্ধক্য ত্বরান্বিত হয়।

অন্যদিকে, সম্পূর্ণ অন্ধকারে ঘুম শরীরকে প্রবেশ করায় সবচেয়ে পুনরুদ্ধারমূলক পর্যায়ে। এই সময় রক্তচাপ কমে, পেশি মেরামত হয় এবং মস্তিষ্ক গ্লিম্ফাটিক সিস্টেমের মাধ্যমে দিনের বর্জ্য টক্সিন দূর করে।

আদা-লেবুর চা, শীতে সুস্থ থাকার সহজ উপায়

পরিচয় ডেস্ক: শীতের সময় ঘনিয়ে আসছে, সঙ্গে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ-আশঙ্কা। ফলে রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি। বিশেষজ্ঞদের মতে, শীতকালে প্রতিদিন আদা ও লেবুর চা পান করলে সার্বিক সুস্থতা বজায় থাকে, শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে, ওজন কমাতে সহায়তা করে, হজমে উন্নতি ঘটে এবং হৃদযন্ত্রের স্বাস্থ্য ভালো থাকে। আদা সাধারণত বুকজ্বালা, গ্যাস্ট্রিক, বমি ভাব এবং উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে লেবুতে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন 'সি', যা রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা জোরদার করে, রক্তাল্পতা প্রতিরোধে সাহায্য করে, কোলাজেন উৎপাদন বাড়ায় এবং হজমে সহায়তা করে। দুই উপাদান আলাদা আলাদাভাবে যেমন উপকারী, একসঙ্গে মিশিয়ে পান করলে তা আরও কার্যকর হয়। আদা খাবার হজমের গতি নিয়ন্ত্রণ করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য ও অ্যাসিডিটির ঝুঁকি কমায়। লেবু পাকস্থলীর অ্যাসিড উৎপাদন বাড়ায়, যা খাবার হজমে সহায়তা করে। শরীর গরম রাখে : শীতের সময় শরীর গরম রাখা জরুরি। আদার চা পান করলে শরীরে প্রাকৃতিকভাবে উষ্ণতা তৈরি হয়, কারণ আদা ঘাম ঝরানোর মাধ্যমে শরীরের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি : আদা ও লেবু উভয়ই শরীরের প্রতিরোধব্যবস্থাকে শক্তিশালী করে। আদায় রয়েছে প্রদাহনাশক ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট উপাদান, আর লেবু সরবরাহ করে ভিটামিন 'সি', অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিভাইরাল ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট গুণাগুণ। একসঙ্গে তারা শরীরের প্রাকৃতিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা আরও শক্ত করে। বুক জ্বালায় আরাম : বুকজ্বালায় আদা উপশম দেয়, কারণ এটি হজমনালীকে শান্ত করে এবং প্রদাহ কমায়। যদিও লেবু অ্যাসিডিক প্রকৃতির, তবে অল্প পরিমাণে গ্রহণ করলে এটি হজম এনজাইমের সঙ্গে মিশে অ্যালকালাইন প্রভাব তৈরি করে, যা পাকস্থলীর অতিরিক্ত অ্যাসিড নিরপেক্ষ করতে সাহায্য করে। সর্দি-কাশিতে উপকার : শীতকালে সর্দি-কাশি বা ফ্লুর মতো সমস্যা হলে আদা-লেবুর চা প্রাকৃতিক প্রতিকার হিসেবে কার্যকর বলে মনে করা হয়। এতে থাকা অ্যান্টিভাইরাল, প্রদাহনাশক ও অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান শ্বাসনালীর বদ্ধভাব দূর করে, গলা ব্যথা কমায় ও প্রদাহ হ্রাস করে।

চিনাবাদাম কেন খাবেন

পরিচয় ডেস্ক: চিনাবাদাম কেবল সুস্বাদুই নয়; বরং এটি প্রোটিন, স্বাস্থ্যকর ফ্যাট এবং গুরুত্বপূর্ণ ভিটামিন ও খনিজে ভরপুর একটি খাদ্য। দক্ষিণ আমেরিকায় এর উৎপত্তি হলেও এটি আজ বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়। চিনাবাদাম আসলে একটি শিমজাতীয় শস্য, ডাল, মটরশুঁটি ও সয়াবিনের সঙ্গে সম্পর্কিত। এর উচ্চ পুষ্টিগুণ এটিকে হৃদরোগ প্রতিরোধ থেকে শুরু করে ওজন নিয়ন্ত্রণেও সহায়ক করে তুলতে পারে। তাই চিনাবাদাম খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এটি অত্যন্ত পুষ্টিকর এবং সাশ্রয়ী মূল্যের খাবার, যা আপনার সার্বিক স্বাস্থ্যের উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।
চিনাবাদামের পুষ্টি উপাদানের শক্তি
১০০ গ্রাম কাঁচা চিনাবাদামে প্রায় ৫৬৭ ক্যালরি থাকে। উদ্ভিদভিত্তিক প্রোটিনের একটি চমৎকার উৎস। এর পুষ্টিগুণ অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এখানে প্রোটিনের মাত্রা ২৫.৮ গ্রাম। ফ্যাট আছে প্রায় ৪৯.২ গ্রাম। তবে সেই ফ্যাটের বেশির ভাগই স্বাস্থ্যকর মনোস্যাচুরেটেড ও পলিস্যাচুরেটেড ফ্যাট। যেমনঃওলিক অ্যাসিড ও লিনোলিক অ্যাসিড। এ ছাড়া এখানে কার্বোহাইড্রেট আছে মাত্র ১৬.১ গ্রাম। যার মধ্যে ৮.৫ গ্রাম ফাইবার। এর গ্লাইসেমিক ইনডেক্স খুব কম, যা ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য উপযোগী।
কেন খাদ্যতালিকায় রাখবেন চিনাবাদাম
হৃৎপিণ্ডের স্বাস্থ্যের সুরক্ষা
চিনাবাদাম হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারে। এতে থাকা ম্যাগনেসিয়াম, কপার, নিয়াসিন বা ভিটামিন বি৩ এবং রেসভেরাট্রলের মতো অ্যান্টিঅক্সিডেন্টগুলো হৃদযন্ত্রের জন্য উপকারী। মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাটি অ্যাসিড; যেমন ওলিক অ্যাসিড রক্তসঞ্চালন নিয়ন্ত্রণে রাখে; যা হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের আশঙ্কা কমায়।
ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক
চিনাবাদাম উচ্চ ক্যালরিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও ওজন বাড়ায় না; বরং গবেষণায় দেখা গেছে, এটি স্বাস্থ্যকর ওজন বজায় রাখতে সাহায্য করে। এর কারণ এতে থাকা প্রোটিন ও ফাইবার তৃপ্তি বাড়ায়।
ফলে অন্যান্য খাবার কম খাওয়া হয়। এটি অন্যান্য সাধারণ নামতা; যেমন রাইস কেকের তুলনায় বেশি সময় পেট ভরা রাখে।

প্রতিদিন কাঠবাদাম খাওয়ার অবিশ্বাস্য উপকারিতা

পরিচয় ডেস্ক: কাঠবাদাম পুষ্টিগুণে ভরপুর। এতে রয়েছে ভিটামিন ই, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, জিংক, কপার, সেলেনিয়াম, আয়রন ও ম্যাগনেসিয়ামের মতো গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নিয়মিত কাঠবাদাম খেলে শ্বাসতন্ত্রের সমস্যা, হৃদরোগের ঝুঁকি কমে এবং রক্তস্বল্পতা দূর হয়। এটি চুল ও ত্বকের জন্যও ভালো।
প্রতিদিন কাঠবাদাম খেলে কী কী উপকার হয়?
কাঠবাদামে থাকা পুষ্টিগুণ মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করে। কেননা এই বাদামে থাকে রাইবোফ্লাভিন ও এল ক্যারনিটিন। এই উপাদান দুটি মস্তিষ্কের স্বাস্থ্যের জন্য ভালো। প্রতিদিন ৪-৬ টি কাঠ বাদাম ভিজিয়ে খেলে মস্তিষ্কের কাজের উন্নতি ঘটে, আলঝেইমার হওয়ার সম্ভাবনাও কমে।
প্রতিদিন ভেজানো বাদাম খেলে হার্ট ভালো থাকে। কারণ এতে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, পটাশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি উপকারী উপাদান থাকে। এ উপাদানগুলো হার্টের কর্মক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। এতে থাকা ভিটামিন-ই হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় এবং ম্যাগনেসিয়াম হার্ট অ্যাটাক প্রতিরোধে সাহায্য করে।
বিভিন্ন গবেষণা বলছে, কাঠবাদাম ইনসুলিনের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। তাই ডায়াবেটিক রোগীরা কাঠবাদাম খেতে পারেন। শুধু তাই নয়, কাঠবাদাম কোলন ক্যানসার প্রতিরোধে সাহায্য করে। কাঠবাদামে থাকে উচ্চ মাত্রায় ফসফরাস। এ উপাদান উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। এর মধ্যে থাকা সোডিয়াম রক্তচাপের ওঠানামা নিয়ন্ত্রণ করে। যারা ওজন কমাতে চান তারা প্রতিদিন কাঠবাদাম খান। কেননা এটি ওজন নিয়ন্ত্রণের সহায়ক। বাদাম খাওয়ার পর ক্ষুধা কমে যায়। ফলে মাত্রাতিরিক্ত খাবার খাওয়ার প্রবণতা হ্রাস পায়। সেই সঙ্গে শরীরে প্রয়োজন অতিরিক্ত ক্যালরি জমে ওজন বৃদ্ধির সম্ভাবনাও কমে। বিপাকের হার বাড়িয়ে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতেও সাহায্য করে।
কাঠবাদাম খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়।

রান্নাবান্না

রং বাহারি চিকেন

পরিচয় ডেস্ক: শীত আসছে। আসছে রঙিন সবজির দিন। অবশ্য এখন আর রঙিন সবজির জন্য শীতের অপেক্ষায় থাকতে হয় না। সারা বছর প্রায় পাওয়া যায় বিভিন্ন সবজি। তো এই সবজিকেই এবার কাজে লাগান মুরগির মাংস রান্না করতে। মাংসের সঙ্গে আলু আমাদের অতিপ্রিয় খাবার। ডায়েটে থাকুন আর না থাকুন, এখন থেকে মুরগির মাংস রান্নার সময় আলু যোগ করা বাদ দিন। তার বদলে যোগ করুন রঙিন সবজি। খাবারের রং ও স্বাদ তো বাড়বেই, সঙ্গে স্বাস্থ্যেরও হবে উপকার।

উপকরণ : চিকেন স্লাইস ১ কাপ, ফুলকপি, গাজর, ক্যাপসিকাম, টমেটো ও পেঁয়াজকলি ১ কাপ করে, কাটা পেঁয়াজ আধা কাপ, কাঁচা মরিচ ৫ থেকে ৬টি, ঘি, সয়া সস ও চিনি ২ টেবিল চামচ করে, কাশ্মীরি মরিচগুঁড়া ১ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, সয়াবিন তেল আধা কাপ, গরমমসলার গুঁড়া এবং ধনে ও জিরাগুঁড়া ১ চা-চামচ করে, সাদা গোলমরিচের গুঁড়া ২ চা-চামচ।

প্রণালি : গাজর ও ফুলকপি ৫ মিনিট সেদ্ধ করে নিন। চিকেন মোটা স্লাইস করে কেটে ধুয়ে নিতে হবে। তারপর সব সবজি কিউব করে কেটে নিন। একটি বাটিতে চিকেন, আদা ও রসুনবাটা, কাশ্মীরি মরিচ, ধনে ও জিরাগুঁড়া, সয়া সস, চিনি, লবণ, গরমমসলার গুঁড়া দিয়ে মাখিয়ে ৩০ মিনিট রেখে দিন। এবার কড়াইয়ে সয়াবিন তেল গরম হলে ম্যারিনেট করা চিকেন দিয়ে সামান্য নেড়ে সব সবজি দিয়ে আবার নেড়ে পেঁয়াজ লেয়ার, কাঁচা মরিচ, ঘি ও গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে নামিয়ে নিন। তারপর দেখুন, কতটা রঙিন লাগছে এই চিকেন।

লেবুর স্বাদে দই চিকেন

পরিচয় ডেস্ক: অতিথি আপ্যায়নে পাতে আমিষের এক পদ তুলে না দিলে আপ্যায়ন যেন অপূর্ণ থাকে। রাঁধতে যখন হবে, একটু ভিন্ন স্বাদের আমিষ রেঁধে মন ভরিয়ে দিতে পারেন অতিথির।

উপকরণ : মুরগি ১টি, আদা, রসুন ও কাঁচা মরিচের বাটা ২ টেবিল চামচ করে, কালো গোলমরিচের গুঁড়া ১ চা-চামচ, টক দই আধা কাপ, লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, সয়াবিন তেল ১ টেবিল চামচ, ঘি ৪ টেবিল চামচ, এলাচি, দারুচিনি, তেজপাতা, জয়ত্রী ২টি করে, শাহি জিরা আধা চা-চামচ, লবণ ও চিনি স্বাদমতো, ধনে, জিরাগুঁড়া এবং গরমমসলা পাউডার এক চা-চামচ করে, লেবুর রস ১ চা-চামচ, কাঁচা মরিচ ৬ থেকে ৭টি, ধনেপাতাকুচি আধা কাপ।

প্রণালি : আদা, রসুন ও কাঁচা মরিচের বাটা, কালো গোলমরিচের গুঁড়া, টক দই, লেবুর রস এবং সয়াবিন তেল দিয়ে মুরগির মাংস মেরিনেট করে রাখুন। কড়াইয়ে সয়াবিন তেল ও ঘি গরম হলে এলাচি, দারুচিনি, জয়ত্রী, তেজপাতা, শাহি জিরা দিয়ে ফোড়ন দিন। এবার মেরিনেট করা মাংস দিয়ে কিছুটা সময় রান্না করে পানি দিন। পানি ফুটে উঠলে ধনে, জিরা, মরিচ ও গরমমসলার গুঁড়া দিয়ে খানিক কষিয়ে নিন। এরপর লবণ ও চিনি দিয়ে দিন। শেষে তেল ভেসে এলে লেবুর রস, কাঁচা মরিচের ফালি ও ধনেপাতাকুচি ছড়িয়ে দুই মিনিট রান্না করে লবণ দেখে নামিয়ে নিন।

জ্যাকসন হাইটসে বাঙালি খাবারের সেরা রেঁস্তোরা

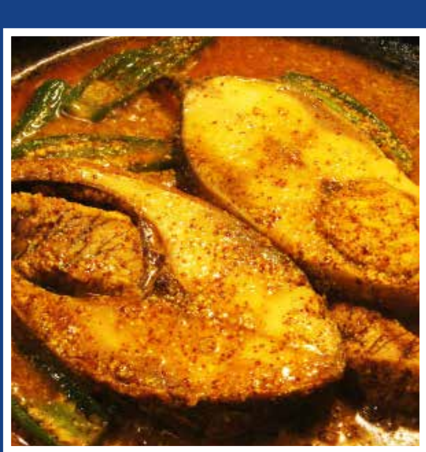

সীমিত আসন, টেকআউট, ক্যাটারিং এবং ডেলিভারীর জন্য খোলা

ইত্যাদি
ittadi
ITTADI GARDEN & GRILL
73-07 37th Road Street, Jackson Heights
NY 11372, Tel: 718-429-5555

ইলিশের উল্লাস

পরিচয় ডেস্ক: অতিথি আপ্যায়নে পাতে আমিষের এক পদ তুলে না দিলে আপ্যায়ন যেন অপূর্ণ থাকে। রাঁধতে যখন হবে, একটু ভিন্ন স্বাদের আমিষ রেঁধে মন ভরিয়ে দিতে পারেন অতিথির।

উপকরণ: ইলিশের রিং পিস ৫ থেকে ৬ টুকরা, হলুদগুঁড়া এক চা-চামচ, শুকনা মরিচ ৭ থেকে ৮টি, রসুনের কোয়া ১২ থেকে ১৪টি, সিরকা ৬ থেকে ৭ টেবিল চামচ, সরিষাবাটা ৪ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, সরিষার তেল ৬ থেকে ৭ টেবিল চামচ।

প্রণালি: রিং পিস করা ইলিশ মাছ লবণ মাখিয়ে নেওয়ার পর ৩০ মিনিট রেখে দিতে হবে। এরপর শুকনা মরিচ, রসুনের কোয়া, সরিষাবাটা, লবণ, হলুদগুঁড়া, সিরকা দিয়ে ব্লেন্ডারে অথবা পাটায় পেস্ট করে নিন। এবার হাঁড়িতে সরিষার তেল দিন। তারপর পেস্ট করা মিশ্রণটি দিয়ে নেড়ে নিন। এরপর লবণ দিয়ে মাখা মাছ দিয়ে এপিঠ-ওপিঠ করে হালকা ভেজে ঢাকনা দিয়ে চুলার আঁচ কমিয়ে রান্না করুন ১০ মিনিট। তারপর নামিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন ইলিশের উল্লাস।

বিফ মনোহারি

পরিচয় ডেস্ক: অতিথি আপ্যায়নে পাতে আমিষের এক পদ তুলে না দিলে আপ্যায়ন যেন অপূর্ণ থাকে। রাঁধতে যখন হবে, একটু ভিন্ন স্বাদের আমিষ রেঁধে মন ভরিয়ে দিতে পারেন অতিথির।

উপকরণ: হাড়সহ গরুর মাংস ২ কেজি, আলু ৬টি, পেঁয়াজকুচি ২ কাপ, আদা ও রসুনবাটা ৪ টেবিল চামচ, হলুদগুঁড়া ২ টেবিল চামচ, লবণ ও চিনি স্বাদমতো, শুকনা মরিচের গুঁড়া ২ টেবিল চামচ, ধনে ও জিরাগুঁড়া ২ টেবিল চামচ করে, তেজপাতা, এলাচি, দারুচিনি, লবঙ্গ, শুকনা মরিচ তিন পিস করে, শাহি জিরা ১ চা-চামচ, গরমমসলা ১ টেবিল চামচ, ঘি ২ টেবিল চামচ, সরিষার তেল ১ কাপ, পেঁয়াজ বেরেস্তা ১ কাপ, কিশমিশ আধা কাপ।

প্রণালি : আলুর খোসা ফেলে দেওয়ার পর দুই ভাগ করে কেটে লবণ ও হলুদ মাখিয়ে সরিষার তেলে ভেজে রাখুন। এবার পেঁয়াজ বেরেস্তা ও কিশমিশ অল্প পানি দিয়ে মিহি করে পেস্ট করে রাখুন। তারপর মাংস ধুয়ে পানি ঝরিয়ে রাখতে হবে। মিক্সিং পাত্রে অর্ধেক পেঁয়াজের কুচি, আদা ও রসুনবাটা, হলুদগুঁড়া, লবণ ও সরিষার তেল মিশিয়ে নিন। তাতে মাংস অন্তত ১ ঘণ্টা মেরিনেট করে রাখুন। এবার কড়াইতে সরিষার তেল গরম হলে তেজপাতা, লবঙ্গ, শুকনা মরিচ, আস্ত এলাচি, দারুচিনি ও গোলমরিচের ফোড়ন দিন। এবার বাকি পেঁয়াজকুচি ও চিনি দিয়ে হালকা ভেজে নিন। তারপর মেরিনেট করা মাংস দিয়ে দিন। একটু নেড়েচেড়ে ধনে, জিরা এবং শুকনা মরিচগুঁড়া দিয়ে মাংস খুব ভালো করে কষাতে থাকুন তেল ছাড়া পর্যন্ত। মাংস অর্ধেক সেদ্ধ হয়ে এলে ভেজে রাখা আলু, গরমমসলা এবং অল্প পানি দিয়ে আবারও কষিয়ে নিতে হবে। তারপর মাংস ও আলু পুরোপুরি সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত ঢাকনাসহ দমে রান্না করুন। এরপর ঝোল কমে এলে গরমমসলার গুঁড়া ও সামান্য ঘি ছড়িয়ে দিন। পেঁয়াজ বেরেস্তা ও কিশমিশ বেটে পেস্ট করে দিয়ে দিন। এর কিছুক্ষণ পর তেল ভেসে উঠলে লবণ দেখে নামিয়ে নিন। লুচি, পোলাও, পরাটা অথবা গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন।

এসাইলাম সেন্টার / স্টপ ডিপোর্টেশন

আমেরিকায় গ্রীনকার্ড/ বৈধতা নিয়ে আতঙ্কবিহীন জীবনযাপনে আমাদের সহায়তা নিন

বাংলাদেশ/ইন্ডিয়া/পাকিস্তান/নেপাল/সাউদ আমেরিকা/আফ্রিকা এবং অন্যান্য

একটি রাজনৈতিক/ধর্মীয়/সামাজিক ও নাগরিক অধিকার বিষয়ক এসাইলাম কেইস হতে পারে আপনার গ্রীনকার্ড (স্থায়ী বাসিন্দা) পাওয়ার সহজতর রাস্তা।

প্রশ্ন হলো, আপনার এই কেইসটি কে তেরী করেছে এবং কে আপনাকে ইমিগ্রেশনে / কোর্টে রিপ্রেজেন্ট করছে?

কেন আমাদের কাছে আসবেন

- আমেরিকায় এসে ইমিগ্রেশন নিয়ে কিছুই করেননি অথবা কিছু করে ব্যর্থ হয়েছেন তারা সত্তর যোগাযোগ করুন।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)কে TIER (III) জঙ্গী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করায় তাদের নেতা ও কর্মীদের এসাইলাম কেইসগুলো একটু দূরহ হলেও আমরা সফলতার সাথে অনেকগুলো মামলায় জয়লাভ করেছি। (বিএনপি'র সর্বাধিক কেইসে আমরাই জয়লাভ করেছি।)
- ১৯ জন ইউএস "এটর্নী অব ল" শুধুমাত্র ইমিগ্রেশন কেইসগুলোই করেন।
- আমরা অত্যন্ত সফলতার সাথে অনেকগুলো ডিপোর্টেশন কেইস করেছি।
- ক্রিমিনাল কেইস/ফোরক্লোজার স্টপ/ ডিভোর্স /ব্যাঙ্করাপসি/ল-স্যুট ইত্যাদি।
- দীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আমেরিকার JEWISH ATTORNEY দের সাহায্য নিন এবং আমেরিকায় আপনার ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করুন।
- ফ্রি কন্সালটেন্সি

লিগ্যাল নেটওয়ার্ক ইন্টারন্যাশনাল, এল এল সি

(আমরা নিন্দিত এবং সমালোচিত। কিন্তু আপনার সমস্যা সমাধানে আমরা অদ্বিতীয়)

৭৩-৪৮, ৭২ স্টিট, ২য় তলা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২ ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৮, ৯১৭-৭২২-১৪০৯

ই-মেইল:LEGALNETWORK.US@GMAIL.COM

FOOD Dynasty
7507 37th Avenue, Jackson Heights, NY 11372
BIG SALE
মাছের সেল
17 October - 20 November 2025
এই প্রথম জ্যাকসন হাইটসে
সরাসরি সিলেটের হাওড় থেকে সংগ্রহকৃত মাছের বাজার
FOOD DYNASTY, JACKSON HEIGHTS
FISH SALE
কাতল মাছ $2.49/LB
কইমাছ $4.99/500gm
কালিবাউশ $3.99/LB
মৃগেল মাছ $2.99/LB
বাটা মাছ $4.99/500gm
কার্ফূ মাছ $2.29/LB
রুই মাছ $2.99/LB
মোলা মাছ $5.49/500gm
কই মাছ 12+pcs $7.99/Bag-1kg
গ্রাসকার্প $2.99/LB
FOOD Dynasty
7507 37th Avenue, Jackson Heights, NY 11372
718-779-2077
আর নয় বার্মা, থাইলেন্ডের মাছ
জ্যাকসন হাইটসে এখন সিলেটের হাওড়ের মাছ
সরাসরি সিলেটের হাওড় থেকে সংগ্রহকৃত মাছের বাজার

অধ্যাপক ইউনূস, জুলাই সনদ ও

১৪ পৃষ্ঠার পর

সামনের সারিতে আছে তা জুলাই সনদে উল্লেখ নেই। আমাদের উপকূলীয় এলাকার কোটি মানুষ ইতোমধ্যে জীবন-জীবিকা নিয়ে বড় সমস্যার মুখোমুখি। নদীর পানির লবণাক্ততা বৃদ্ধি মিঠা পানির মাছ ধ্বংস করছে এবং ফসল উৎপাদনে সমস্যা তৈরি করছে। আর ভূগর্ভস্থ পানি লবণাক্ত হওয়ায় সুপেয় পানির সংকট তৈরি হয়েছে। অথচ আমাদের ভবিষ্যতের 'ভিশন'-এ এই গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জগুলো কোনো জায়গা পায়নি।

এ ছাড়াও, জুলাই সনদের নারী উন্নয়নের কোনো সুপারিশ নেই, যারা আমাদের জনগোষ্ঠীর ৫০ শতাংশ। আমরা কি সত্যিই গণতন্ত্র গড়ার আশা করতে পারি? এটা অবাক করার মতো, কারণ এটি এমন একজন ব্যক্তি থেকে এসেছে যিনি মাইক্রোক্রেডিট কর্মসূচি দিয়ে বিশ্বখ্যাতি পেয়েছেন এবং যার নারীকেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ব্যাংক নোবেল পুরস্কার পেয়েছে। তার প্রতিষ্ঠানের নারীদের ওপর একক মনোযোগ আমাদের গ্রামীণ সমাজে পরিবর্তন এনেছিল, এজন্য অধ্যাপক ইউনূসের কৃতিত্ব আছে। অথচ এখন তার সরকারের জুলাই সনদে নারীরা উপেক্ষিত! তিনি এমন একটি সংস্কার প্রক্রিয়াকে কীভাবে নেতৃত্ব দিতে পারেন, যেখানে নারীদের উপেক্ষা করা হয়েছে?

এরপর আছে তার 'থ্রি জিরো' বা 'তিন শূন্য' তত্ত্ব, যা খুবই অনুপ্রেরণামূলক, বিস্তৃত, ভবিষ্যৎকেন্দ্রিক ও অত্যন্ত জরুরি। তিনি বলেছেন, বিশ্বের উচিত এই একটি নীতি গ্রহণ করা যেখানে থাকবে শূন্য দারিদ্র্য, শূন্য বেকারত্ব এবং শূন্য কার্বন নিঃসরণ। এই তিনটিই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি তার সব লেখা পড়েছি। তাকে নিয়ে গর্ব হয়েছে। মনে হয়েছে পুরো বিশ্ব যেন তার কথা শোনে।

কিন্তু এখন তিনি জুলাই সনদ ঘোষণা করেছেন, যেখানে এই জরুরি ও মানবতার অস্তিত্ব সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর প্রতিফলন নেই। হয়তো আমাদের জন্য শূন্য কার্বন নিঃসরণের দিকে যাওয়া এখনই সম্ভব নয়, কিন্তু আমরা কি শূন্য দারিদ্র্য ও শূন্য বেকারত্বের দিকে যেতে পারব না? এগুলো না উল্লেখ করার মানে হলো, এগুলো আমাদের ভিশনে নেই এবং আমাদের লক্ষ্যেও নেই।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন হয়তো বলবে, উপরোক্ত বিষয়গুলো জুলাই সনদে নেই, কারণ এগুলো তাদের 'টার্মস অব রেফারেন্স' বা দায়িত্বের মধ্যে ছিল না, অর্থাৎ এগুলো তাদের আলোচনার বিষয় ছিল না। যদিও অন্তর্বর্তী সরকার অন্তত ১১টি সংস্কার কমিশন গঠন করেছিল, কিন্তু জাতীয় ঐকমত্য কমিশন কেবল পাঁচটি কমিশনের নির্বাচিত সুপারিশ রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে শেয়ার করেছিল তাদের মতামত ও সম্মতি নেওয়ার জন্য। এগুলো হলোঃসংবিধান সংস্কার কমিশন থেকে ৭০টি সুপারিশ, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন থেকে ২৭টি সুপারিশ, বিচার ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন থেকে ২৩টি সুপারিশ, দুদক সংস্কার কমিশন থেকে ২৭টি সুপারিশ এবং জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন থেকে ২৬টি সুপারিশ।

পুলিশ সংস্কার কমিশনের প্রতিবেদন সরাসরি সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল, কারণ সব সুপারিশ প্রশাসনিক আদেশের মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য। তবে আশ্চর্যজনকভাবে পুলিশ সংস্কারে এখনো কোনো কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি, যেটি মানুষ সবচেয়ে বেশি চেয়েছিল। কারণ জুলাই গণঅভ্যুত্থানে বেশিরভাগ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে পুলিশ জড়িত। সম্প্রতি স্বাধীন পুলিশ কমিশন গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে, যা প্রশংসনীয় উদ্যোগ।

জাতীয় ঐকমত্য কমিশন ৮ মাস ধরে ৩০টি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করেছে, যার মধ্যে দুইটি জোটও ছিল, এসবের নেতৃত্বে ছিলেন পুরুষরা। এমনকি রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতিনিধিদলেও নারীর উপস্থিতি প্রায় ছিল না, কেবল এক বা দুটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিল। ঐকমত্য কমিশন নারীদের জন্য বিশেষ একটি অধিবেশনের আয়োজন করতে পারত। কারণ দেশের নাগরিক হিসেবে তাদেরও বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ গঠনের এই প্রক্রিয়ায় মত প্রকাশের অধিকার আছে।

ঐকমত্য কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সংবিধান সংস্কার কমিশনের সুপারিশ ছাড়া অন্যান্য কমিশনের সহজে বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশের তালিকা আলাদাভাবে অন্তর্বতী সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল। এ বছরের ফেব্রুয়ারিতে এটি করা হয়েছিল, অর্থাৎ সাত মাসেরও বেশি সময় আগে। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, এই সুপারিশগুলো নিয়ে কোনো কাজ হয়নি কেন? এ ধরনের প্রশ্ন তোলা হলে তাদের খুব সাধারণ উত্তর থাকে, 'আমরা এগুলো নিয়ে কাজ করছি'। অথচ সংশ্লিষ্ট কমিশনের সদস্যরাও জানেন না এই সুপারিশগুলোর বাস্তবায়ন অবস্থা কী, সংবাদমাধ্যম বা সাধারণ মানুষের কথা না হয় বাদই দিলাম। এতদিন উপদেষ্টারা কী করছিলেন? এটি কি অন্তর্বতী সরকারের নিজের ঘোষিত লক্ষ্যগুলোর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা নয়? যেখানে সরকার সব সময় সংস্কারের কথা বলছে, তখন কি এই প্রশ্ন তোলা অযৌক্তিক হবে যে, তারা কি সত্যিই সংস্কারের প্রতি আগ্রহী?

আমরা অধ্যাপক ইউনূসের সঙ্গে একমত যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে ৮৪টি বিষয়ে সম্মতিতে পৌঁছানো সহজ কাজ নয়। কারণ সেখানে বিভিন্ন দিক ও বিষয় পরিবর্তনের বিষয় থাকে। তাই এই অর্জনের জন্য অন্তর্বতী সরকার ও ঐকমত্য কমিশন আন্তরিক প্রশংসার যোগ্য। তবে, সরকারের পক্ষ থেকে প্রায় সব সুপারিশ বাস্তবায়ন না হওয়ায় জনসাধারণের আস্থা কমেছে। অবশ্য গতকাল সুপ্রিম কোর্টের আলাদা সচিবালয় গঠনের নীতিগত অনুমোদন একটি ইতিবাচক উদ্যোগ।

এদিকে, আমরা ইতোমধ্যেই রাজনৈতিক দলের মধ্যে কিছু উদ্বেগজনক ঘটনার লক্ষণ দেখছি, যা জনসাধারণের কমে আসা আস্থা আরও কমাতে পারে। গত বুধবার পর্যন্ত বিএনপি দাবি করেছে নির্বাচনের আগে অন্তর্বতী প্রশাসনকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ভূমিকা নিতে হবে, এনসিপি চায় নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন করা হোক এবং জামায়াত দাবি করেছে, প্রশাসনিক কর্মচারীদের সম্পূর্ণ পরিবর্তন করা হোক, কারণ তাদের মতে প্রশাসনে এখন পক্ষপাতদুষ্ট কর্মকর্তারা আছেন। আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই, ৮৪টি সুপারিশের মধ্যে ৪০টির ওপর সব রাজনৈতিক দলের পূর্ণ সম্মতি রয়েছে, যেগুলো প্রশাসনিক আদেশ বা অর্ডিন্যান্সের মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য। তাই আমরা অন্তর্বতী সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই, আর সময় নষ্ট না করে, সম্পূর্ণ ও স্পষ্ট সম্মতি পাওয়া সুপারিশগুলো বাস্তবায়ন করার। এতে স্পষ্টভাবে দেখা যাবে, অন্তর্বতী সরকারের মাধ্যমে কিছু সংস্কার সত্যিই সম্ভব হয়েছে।

একটি নতুন বাংলাদেশ গড়ার জন্য আমাদের ভবিষ্যতের ভিশনে দারিদ্র্য, নারী, তরুণ-যুবক ও পরিবেশকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। আমাদের তরুণ ও যুবকদের জন্য একটি স্পষ্ট, চিহ্নিত এবং সহজে বাস্তবায়নযোগ্য পরিকল্পনা থাকা আবশ্যক, প্রফেসর ইউনূস যেমন বলেন, তারা আমাদের ভবিষ্যৎ। কথার বাইরে গিয়ে আমাদেরকে প্রায়োগিক পদক্ষেপে যেতে হবে।

আমরা চাই বা না চাই কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) আমাদের ওপর বড় প্রভাব ফেলবে, যা ইতোমধ্যে বিশ্বজয় করছে এবং সীমিতভাবে বাংলাদেশেও ব্যবহার হচ্ছে, যা প্রতিনিয়ত দ্রুত হারে বাড়ছে। পরিবর্তিত বিশ্বের সঙ্গে তাল মেলাতে আমাদের শিক্ষার মান আরও উন্নত করতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে আমরা শিক্ষার মানে থাকা ফাঁক পূরণ করতে পারি। স্বশিক্ষিত দক্ষ কর্মীরা আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা আয় করছে, যা দেশের জন্য বড় আয়ের উৎস হতে পারে। দুঃখজনকভাবে, আমরা যে সংস্কারের জন্য লড়াই করছি তা ভূত ও বর্তমানের দিকে মনোযোগ দেয়, কিন্তু ভবিষ্যতের দ্রুত পরিবর্তনশীল বাস্তবতা, যা আমাদের বিশ্বকে পুরোপুরি বদলে দেবে, তা নিয়ে কোনো পরিকল্পনা নেই।

আমাদের আকাঙ্ক্ষা নতুন বাংলাদেশ গড়ার, তাই আমাদেরকে বৃহত্তর দিক থেকে চিন্তা করতে হবে এবং শুধু পুরোনো কাঠামো সংস্কারের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে হবে না। একদিকে ঘৃণা ও অন্যদিকে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে নিজেদের ভাসালে চলবে না। বাগ্মিতা কোনো জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যায় না। কিন্তু নম্রতা জাতিকে এগিয়ে নেয়। প্রথমটি এমন একটি ফাঁদ যা আমাদের বাস্তবতার কাছে অন্ধ করে দেয়। অন্যদিকে দ্বিতীয়টি আমাদের অযোগ্যতা এবং জ্ঞান ও দক্ষতার অভাব নিয়ে সচেতন হতে সহায়তা করে এবং কাজের বিশালতা বুঝতে সাহায্য করে। আমাদের এমন অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যেখানে নিজেদের আত্মপরীক্ষার প্রয়োজন, যদিও আমরা এটা পছন্দ করি না। আমরা সব ভুলের জন্য অন্যকে দোষারোপ করতে পছন্দ করি এবং নিজেদের কোনো ভুল স্বীকার করি না। তাই এখান থেকেই প্রকৃত সংস্কার শুরু হওয়া উচিত। মাহফুজ আনাম: সম্পাদক ও প্রকাশক, দ্য ডেইলি স্টার

জিনপিংয়ের সঙ্গে বৈঠকের পর

৭ পৃষ্ঠার পর

আমি সেটি ১০ শতাংশ কমিয়েছি এবং এটি তাৎক্ষণিকভাবে কার্যকর হয়েছে। তিনি বলেন, ওয়াশিংটন ও বেইজিং এখন অনেক বিষয়ে একমত। চীন এখন থেকে বিপুল পরিমাণ সয়াবিন কিনবে, আমি এর প্রশংসা করি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, রেয়ার আর্থ বা গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থের বাণিজ্যসংক্রান্ত ইস্যুটি 'সম্পূর্ণভাবে নিষ্পত্তি হয়েছে'। তিনি বলেন, চীনের পক্ষ থেকে এখন আর কোনো রোডব্লক নেই। এটি শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয়, সারা বিশ্বের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল।

উল্লেখ্য, এই খনিজগুলোর প্রক্রিয়াজাতকরণে চীনের একচেটিয়া প্রভাব রয়েছে এবং সাম্প্রতিক মাসগুলোতে বেইজিং রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ আরও কঠোর করেছিল। ট্রাম্প আরও জানান, আগামী এপ্রিল মাসে তিনি চীন সফর করবেন এবং এর পর শি জিনপিং যুক্তরাষ্ট্র সফর করবেন।

সংবিধান সংস্কারে জগাখিচুড়ির

১৬ পৃষ্ঠার পর

খসড়ায় শুধু সংস্কার প্রস্তাবগুলোই আছে। আদেশ অনুযায়ী নির্বাচনের পর সংসদ সদস্যদের নিয়ে গঠিত সংবিধান সংস্কার পরিষদকে ‘তফসিল ১এ বর্ণিত জুলাই জাতীয় সনদ’ অনুসারে সংবিধান সংস্কার করতে হবে।

ঐকমত্য কমিশনের সহসভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজ বলেছেন, কিছু দলের নোট অব ডিসেন্ট থাকলেও সনদ গণভোটে অনুমোদিত হলে সেভাবেই কার্যকর হবে। এর অর্থ দাঁড়ায় গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জিতে গেলে ঐকমত্য কমিশন যেভাবে সংবিধান সংস্কার প্রস্তাব তৈরি করেছে, সেভাবেই তা বাস্তবায়িত হবে।

ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী সংবিধান সংস্কার প্রস্তাবের যে বিষয়গুলোতে সব রাজনৈতিক দল একমত হয়েছে তার ওপর গণভোট হচ্ছে না। আবার ‘নোট অব ডিসেন্ট’ বিবেচনায় নেওয়ার সুযোগও থাকছে না। গণভোটের ব্যাপারে ঐকমত্য কমিশনের এমন সুপারিশ নিয়ে প্রথম যে প্রশ্ন তোলা যায়, তা হচ্ছে ভিন্নমত বা ‘নোট অব ডিসেন্ট’-এর বিষয়গুলো যদি বিবেচনায় নেওয়ার কোনো সুযোগ না থাকে, তবে জুলাই সনদে তা যুক্ত করা হয়েছিল কোন যুক্তিতে?

সংবিধান সংশোধনের কোনো ইস্যুতে জোরালো আপত্তি আছে এবং সেই ইস্যুতে ভিন্নমত জানানো কোনো দল যদি জাতীয় নির্বাচনে জিতে আসে, সেই দলটিকে কি পুরো সনদ বাস্তবায়নে আদৌ বাধ্য করা যাবে? দলটি তো বলতে পারে যে সংবিধান সংশোধন প্রশ্নে দলের অবস্থান জাতীয় নির্বাচনের আগেই তারা পরিষ্কার করেছে। জনগণ যদি সেই দলকেই নির্বাচিত করে, তাহলে তারা কেন তাদের ঘোষিত অবস্থান অনুযায়ী সংবিধান সংশোধন করার সুযোগ পাবে না?

সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে সংসদের উচ্চকক্ষ গঠন বা প্রধানমন্ত্রী একাধিক পদে থাকতে পারবেন নাড়সংবিধানের এমন সংশোধনী প্রস্তাব নিয়ে বিএনপির জোরালো আপত্তি আছে। বিএনপির এই অবস্থানকে অযৌক্তিক এবং সংকীর্ণ দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি হিসেবে মনে করার যথেষ্ট কারণ থাকতে পারে। কিন্তু ভালো মন্দ যাই হোক এটা দলটির অবস্থান এবং এর ব্যাপারে জুলাই সনদে তাদের ভিন্নমতের কথা লেখা আছে।

এখন গণভোটে জুলাই সনদ পাস হলে এবং বিএনপি ফেব্রুয়ারির জাতীয় নির্বাচনে জিতে গেলে কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দলটিকে এই সংশোধনী দুটি করতে হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের কোনো বাধ্যবাধকতা কি আদৌ নিশ্চিত করা সম্ভব?

অন্যদিকে বিএনপি যদি জাতীয় নির্বাচনে জিতে যাওয়ার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী হয় এবং জুলাই সনদ বাস্তবায়ন করতে না চায়, তখন গণভোটে বিএনপি এবং এর সমর্থকদের অবস্থান কী হবে? তারা কি জুলাই সনদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে? গণভোট নিয়ে রাজনীতিতে এরই মধ্যে বিভক্তি ও অনৈক্যের সুর বেজে উঠতে শুরু করেছে। সেই সঙ্গে জনমনেও তৈরি হচ্ছে বিভ্রান্তি।

আগের লেখায় লিখেছিলাম গণভোট অপ্রয়োজনীয়। সঙ্গে এটাও লিখেছিলাম, ‘গণভোট যদি করতেই হয়, তবে তা হওয়া উচিত জাতীয় নির্বাচনের পর। নির্বাচিত সরকার সংসদে গিয়ে জুলাই সনদের সব দলের একমত হওয়া বিষয় এবং নিজ দলের নোট অব ডিসেন্টের ভিত্তিতে সংবিধান সংশোধন করে তা রাষ্ট্রপতির সইয়ের জন্য পাঠানোর আগে একটি গণভোট আয়োজন করতে পারে।’

ঐকমত্য কমিশন রাজনৈতিক দলসহ সমাজের নানা পক্ষের সঙ্গে দীর্ঘ সময় খরচ ও পরিশ্রম করে যে জুলাই জাতীয় সনদ তৈরি করেছে, তা মনে হচ্ছে গণভোট ইস্যুতে এসে হোঁচট খেতে যাচ্ছে। গণভোটের যে প্রস্তাব করা হয়েছে, তা শেষ পর্যন্ত ফলদায়ক কিছু হবে বলে মনে হয় না। বরং জগাখিচুড়ি ধরনের সমাধানের চেষ্টা হিসেবেই বিবেচনা করতে হচ্ছে।

গণভোট নিয়ে রাজনৈতিক বিরোধ যত বাড়বে, গণভোটের ব্যাপারে মানুষ আগ্রহ হারাবে। এ ধরনের গণভোটে এমনিতেই উপস্থিতির হার খুব কম থাকে, কোনো রাজনৈতিক পক্ষের বর্জনের ডাক পরিস্থিতিকে আরও শোচনীয় করে তুলতে পারে। জাতীয় নির্বাচনের আগে ‘অগ্রহণযোগ্য’ একটি গণভোট জুলাই গণ অভ্যুত্থান পরবর্তী দেশের রাজনীতির জন্য বিপজ্জনক হতে পারে। বাধাগ্রস্ত হতে পারে গণতন্ত্রে উত্তরণের পথ। এ কে এম জাকারিয়া প্রথম আলোর উপসম্পাদক

ধর্মভিত্তিক দলও কেন মৌলিক

১৬ পৃষ্ঠার পর

পরও ওই একই কায়দায় ধর্মকে পুঁজি করে নেমেছে রাজনীতিতে। কিন্তু একটু তফাত আছে। জামায়াতে ইসলামী এখন গণতন্ত্রের কথা বলছে। সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে জনমনে যে বিরূপতা ক্রমবর্ধমান, জামায়াতে ইসলামী ভাবছে তার সুযোগ নেবে। ভাত-কাপড়ের কথাও বলছে, প্রয়োজন দেখে।

তবে এমনকি জামায়াতে ইসলামীও যে বলছে এখন গণতন্ত্রের ও মৌলিক অধিকারের কথা, তাতে বোঝা যায় আসলে কারণ নেই হতাশ হবার। অতীতেও ধর্মের নামে জনগণকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা পূর্ণোদ্যমে হয়েছে; কিন্তু চেষ্টা সফল হয়নি। হলে ১৯৫৪-এর নির্বাচনে মুসলিম লীগ অমন ডোবা ডুবত না। একই ঘটনা ঘটল ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচনে। ধর্মওয়ালারা দেখল মানুষ তাদের পক্ষে নেই; মানুষ ছুটেছে গণতন্ত্রের পক্ষে, যে জন্য জামায়াতে ইসলামী এখন গণতন্ত্রের কথা বলে। বিশ্বাস করে বলে নয়; না বললে কেউ তাদের কথা নেবে না তাই বলে। হ্যাঁ, ১৯৪৬-এর নির্বাচনে পাকিস্তানের পক্ষেই ভোট দিয়েছিল মানুষ। কিন্তু সেই পাকিস্তানে হুর-পরী-সুশোভিত অলীক ইসলামী রাষ্ট্র গড়ে উঠবে বলে মৌতাতি ধারণা থেকে নয়, সেখানে ভাত-কাপড় পাবার আশা ছিল বলেই। আমরা জানি যে, সেদিনকার নির্বাচনী প্রচারের সামনে আকরম খান-নাজিমুদ্দিনরা ছিলেন না। ছিলেন সোহরাওয়ার্দী-আবুল হাশিমরা। জনগণ রাজনীতিতে ধর্ম আনতে চায় না। মোল্লাতন্ত্র ও রাষ্ট্রযন্ত্র যে এক নয় এ তারা জানে ঠিকই, এমনকি একাত্তরেও জামায়াতে ইসলামী শক্তিশালী হয়েছে জনসমর্থনে নয়, পাকিস্তানি দুর্বৃত্তদের ছত্রছায়ায়।

কিন্তু জনগণের দুর্ভাগ্য এই যে, তারা খোঁজে, কিন্তু নিজেদের রাজনৈতিক সংগঠন খুঁজে পায় না। সংগঠন আছে বুর্জোয়াদের। নিজেদের স্বার্থে তারা ধর্মসহ নানা অস্ত্র ব্যবহার করে। জনগণের জন্য অভাব যা, তা হলো বিকল্প রাজনীতির। বাম রাজনীতির ধারা প্রবল হতে পারেনি, এবং পারে না বলেই বুর্জোয়া রাজনীতির দুষ্ট প্রভাব থেকে মুক্তি পাইনি আমরা আজও। গণতান্ত্রিক আন্দোলনই হচ্ছে যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষতার আন্দোলন, এবং যথার্থ গণতান্ত্রিক আন্দোলন করতে পারেন কেবল সমাজতন্ত্রীরাই। কেননা, যে-সমাজে ধনবৈষম্য আছে সেখানে মানুষের ভোট থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু গণতন্ত্র থাকে না। গণতন্ত্রের জন্য আন্দোলনকে যে জন্য হতে হয় সমাজবিপ্লবী আন্দোলন। গণতন্ত্র ভোটে নেই, আছে মৌলিক অধিকারে। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী: ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দৈনিক সমকাল এর সৌজন্যে

লাইক সংস্কৃতির যুগে মানবিকতার

১৪ পৃষ্ঠার পর

শেষ পর্যন্ত প্রশ্ন থেকেই যায়ড়লাইক কি ভালো, না খারাপ? আমার মতে, এটি ভালো বা খারাপ কোনোটিই নয় বরং এটি নির্ভর করে আমরা কীভাবে ব্যবহার করছি তার ওপর। এটি যোগাযোগের দ্রুত উপায় হতে পারে, আবার আসক্তির কারণও হতে পারে। তাই প্রয়োজন ভারসাম্য। এটি একই সঙ্গে যোগাযোগের শক্তি, অর্থনীতির চালিকা শক্তি, আবার মানসিক চাপের কারণও। তাই আমাদের দায়িত্ব হলো প্রযুক্তির ব্যবহার নিজের হাতে রাখা, যাতে সেটি আমাদের না চালায়, আমরা সেটিকে চালাবার সক্ষমতা অর্জন করি। যদি আমরা প্রযুক্তিকে বুঝে ব্যবহার করি, নিজের সময়ের নিয়ন্ত্রণ রাখি এবং বাস্তবজীবনের সুখে প্রত্যাবর্তন করতে পারি, তাহলে এই ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব। আজ সামাজিক মূলধনের মাপকাঠি বদলে গেছে। আগে মানুষকে মাপা হতো সম্পর্ক, আস্থা ও পারস্পরিকতায়; এখন মাপা হয় সংখ্যায়ড়লাইক, ফলোয়ার, ভিউ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলো গুণ, পরিমাণ নয়। আপনি কতজনের কাছে পৌঁছালেন তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল কী পৌঁছালেন, কীভাবে পৌঁছালেন এবং সেটি মানুষের জীবনে কী পরিবর্তন আনল। আমরা এমন এক সময়ে বাস করছি যেখানে উপস্থিতির চেয়ে প্রদর্শন বেশি মূল্যবান, সম্পর্কের চেয়ে প্রতিক্রিয়া বেশি জোরালো। মানবিকতার গভীরতা যেন ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে। তবু আশার জায়গা এখনও আছে। মানুষ শিখতে পারে, বদলাতে পারে। যদি আমরা প্রতিদিন কিছু সময় ফোন ছাড়াই কাটাই, সপ্তাহে একদিন ‘ডিজিটাল বিরতি’ পালন করি, প্রতিটি লগইনের আগে নিজের উদ্দেশ্য নিয়ে নিজের সঙ্গ কথা বলি, তাহলে এই বদল সম্ভব। ওয়েব পোর্টাল বিডিনিউজ২৪. কম এর সৌজন্যে

কলাম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল’ গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেণী), বিসিএস (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্ক- এর বিভিন্ন ল’ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এ্যাট ল’

আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় ন্যূনতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে ব্যবসা করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।

তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি ও আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ সরাসরি গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।

বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।

দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হলে আপনি ও আপনার পরিবার L Visa’র সুবিধা নিতে পারেন এবং দু’বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।

আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?

- আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্রাক্টিস, ডিভোর্স, পারিবারিক, লিগালাইজেশনসহ সকল ধরণের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম - শনিবার)।
- আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারেন।
- আপনার সম্পত্তি ব্যাবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.

Queens Main Office:
143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435, Tel: (212) 714-3599, Fax: (718) 408-3283, ashoklaw.com

Bronx Office: Karmaker & Lewter, PLLC
1506 Castlehill Avenue, Bronx, NY 10462, Tel: (718) 662-0100, ashok@ashoklaw.com

Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates, Ltd.
Dream Apartments, Apt. C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

যুক্তরাষ্ট্র থেকে তেল

১০ পৃষ্ঠার পর

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

তেল আমদানি পর্যবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান কেপলারের তথ্যানুসারে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারত তেল আমদানি বাড়িয়েছে, কেননা সেখান থেকে তেল আমদানি করা ভারতের পক্ষে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক। এর নানা কারণ আছে। প্রথমত, ব্রেন্ট ক্রুড ও ডব্লিউটিআই ক্রুডের মধ্যে দামের যে ব্যবধান, সেই কারণে ডব্লিউটিআই ক্রুড কেনা ভারতের জন্য লাভজনক হয়েছে। সেই সঙ্গে বিশ্ববাজারে থেকে চীনের তেল কেনা কমেছে। ফলে মার্কিন তেল কেনা ভারতের তেল পরিশোধনাগারগুলোর জন্য লাভজনক হয়ে উঠেছে।

কেপলারের প্রতিবেদনে উদ্ধৃত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অক্টোবর মাসে দৈনিক তেল আমদানির পরিমাণ গড়ে প্রায় ৫ লাখ ৭৫ হাজার ব্যারেলে উত্তীর্ণ হতে পারে। আগামী নভেম্বর মাসের জন্য যে পূর্বাভাস, তাতে এই পরিমাণ ৪ লাখ থেকে ৪ লাখ ৫০ হাজার ব্যারেলের মধ্যে থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অক্টোবর মাসের আগপর্যন্ত দৈনিক গড়ে প্রায় ৩ লাখ ব্যারেল তেল কিনেছে ভারত, সেই তুলনায় এই বৃদ্ধি যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য।

তেল আমদানি পর্যবেক্ষণকারী প্রতিষ্ঠান কেপলারের তথ্যানুসারে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারত তেল আমদানি বাড়িয়েছে, কেননা সেখান থেকে তেল আমদানি করা ভারতের পক্ষে অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক। এর নানা কারণ আছে। প্রথমত, ব্রেন্ট ক্রুড ও ডব্লিউটিআই ক্রুডের মধ্যে দামের যে ব্যবধান, সেই কারণে ডব্লিউটিআই ক্রুড কেনা ভারতের জন্য লাভজনক হয়েছে। সেই সঙ্গে বিশ্ববাজারে থেকে চীনের তেল কেনা কমেছে। ফলে মার্কিন তেল কেনা ভারতের তেল পরিশোধনাগারগুলোর জন্য লাভজনক হয়ে উঠেছে।

কেপলারের প্রতিবেদনে উদ্ধৃত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অক্টোবর মাসে দৈনিক তেল আমদানির পরিমাণ গড়ে প্রায় ৫ লাখ ৭৫ হাজার ব্যারেলে উত্তীর্ণ হতে পারে। আগামী নভেম্বর মাসের জন্য যে পূর্বাভাস, তাতে এই পরিমাণ ৪ লাখ থেকে ৪ লাখ ৫০ হাজার ব্যারেলের মধ্যে থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। অক্টোবর মাসের আগপর্যন্ত দৈনিক গড়ে প্রায় ৩ লাখ ব্যারেল তেল কিনেছে ভারত, সেই তুলনায় এই বৃদ্ধি যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য।

সোনাদিয়া দ্বীপে রয়েছে

১০ পৃষ্ঠার পর

করেছে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক গবেষণা জার্নাল 'ডিসকভার জিওসায়েন্স'। নিউজিলান্ডের ডুনেডিনের ওটাগো বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়ার ওয়েস্টিন বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের চার গবেষক মো. শাখাওয়াত হোসেন, মো. শাহরিয়ার রহমান, গোলাম তাকি ও মাফতুহা জাহান গবেষণাটি করেছেন।

'জিওলজিক্যাল ক্যারিক্টারাইজেশন অ্যান্ড রিজার্ভ এক্সিমেশন অব দ্য ইকোনমিক হেভি মিনারেলস অব সোনাদিয়া আইল্যান্ড, বাংলাদেশ' শীর্ষক গবেষণার মাধ্যমে দ্বীপের বিভিন্ন দিক তুলে আনা হয়। এর মধ্যে সোনাদিয়ার ভারী খনিজ সম্পদের পরিমাণ, সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন অর্থনৈতিক মূল্য এবং দ্বীপের আধারে লুকিয়ে থাকা খনিজের প্রভাবকে দেয়া হয় বেশি গুরুত্ব। বালির নমুনা পরীক্ষা থেকে দেখা যায়, দ্বীপটিতে গারনেটের পরিমাণ ৫১ দশমিক ৫২ শতাংশ এবং ইলমেনাইট ৩৮ দশমিক ১৪ শতাংশ। এছাড়া ম্যাগনেটাইট ৫ দশমিক ৭৪, জিরকন ১ দশমিক শূন্য ১, রুটাইল ৩ দশমিক ৫৭ ও মোনাজাইট দশমিক শূন্য ১ শতাংশ পাওয়া গেছে। ব্রহ্মপুত্র ও যমুনার চরেও সাম্প্রতিক বছরগুলোয় মূল্যবান খনিজ ইলমেনাইট, রুটাইল, গারনেট, জিরকনসহ বিভিন্ন ম্যাগনেটাইটের উপস্থিতি উঠে এসেছে স্থানীয় গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও মাঠ সমীক্ষায়। সোনাদিয়া দ্বীপের বালিয়াড়িতে মূল্যবান ভারী খনিজ পদার্থের ঘনত্ব সৈকতের অন্য অংশ তীর (ফোরশোর) ও তীরবর্তী এলাকার (ব্যাকশোর) তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি বলে দাবি করেন গবেষকরা।

তারা জানান, দ্বীপে মজুদ থাকা ভারী খনিজের মধ্যে সবচেয়ে বেশি থাকা গারনেট বালিয়াড়ির বালিতে রয়েছে ২ লাখ ৭৬ হাজার ৮৬৮ টন। এছাড়া সমুদ্রের তীরের (ফোরশোর) বালিতে ১৯ হাজার ৭৯৪ টন ও তীরবর্তী এলাকার (ব্যাকশোর) বালিতে রয়েছে ৪৭ হাজার ৩২৪ টন গারনেট। বালিয়াড়ির বালিতে ইলমেনাইটের পরিমাণ প্রায় ২ লাখ ১৫ হাজার ৯২ টন। আর ফোরশোরে ১৫ হাজার ১৬ টন ও ব্যাকশোরে খনিজটির পরিমাণ ৩০ হাজার ৪৮৭ টনের মতো। সমুদ্রের ঢেউ, স্রোত এবং প্রকৃতিগতভাবে সোনাদিয়া অঞ্চলে নতুন নতুন পলি জমার কারণে মূল্যবান এ খনিজ সম্পদ ভবিষ্যতে সম্ভাবনাময় হিসেবে দেখা দিতে পারে বলে গবেষণায় উল্লেখ করা হয়।

গবেষণায় দ্বীপটিতে যে পরিমাণ ভারী খনিজ সম্পদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা যৎসামান্য বলে মনে করে ইনস্টিটিউট অব মাইনিং, মিনারেলজি অ্যান্ড মেটালার্জি (আইএমএমএম)। সরকারের এ প্রতিষ্ঠানটির প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মোহাম্মদ আমিনুর রহমান বণিক বার্তাকে বলেন, 'সোনাদিয়া দ্বীপে সাত লাখ টনের যে হেভি মিনারেল (ভারী খনিজ) পাওয়ার কথা বলা হচ্ছে, এটা খুবই যৎসামান্য। এ সম্পদ বাণিজ্যিকভাবে কাজে লাগানোর সুযোগ আছে কিনা তা আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বলা যাবে।'

তিনি আরো বলেন, 'কক্সবাজার, টেকনাফ, মহেশখালী ও সোনাদিয়া দ্বীপের ভারী খনিজ সম্পদ নিয়ে ১৯৮০ সালেও গবেষণা হয়। তখনকার গবেষণায় ওই অঞ্চলে ২১ মিলিয়ন (২ কোটি ১০ লাখ) টন ভারী খনিজ সম্পদের উপস্থিতির তথ্য পাওয়া যায়। বালি থেকে হেভি মিনারেলকে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারের জন্য এরই মধ্যে একটি প্রতিষ্ঠান কাজ শুরু করেছে। তবে এটা অনেক ব্যয়বহুল ব্যাপার। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটা কতটা লাভজনক হবে সে বিষয়টি ভেবে দেখতে হবে।'

ভৌগোলিক ও ব্লু ইকোনমির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে সোনাদিয়া দ্বীপ। এরই মধ্যে সেখানকার পর্যটন শিল্পসহ মৎস্য শিল্প দেশের অর্থনীতিতে প্রভাব ফেলতে শুরু করেছে। গত বছর এ দ্বীপে ইকো-ট্যুরিজম পার্ক গড়ে তোলার শর্তে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) অনুকূলে ৯ হাজার ৪৬৭ একর জমির বরাদ্দসংক্রান্ত একটি চুক্তি নিয়ে এগোয় অন্তর্বর্তী সরকার। যদিও এ পার্কসংক্রান্ত ওই চুক্তির বিষয়ে আদালতের স্থগিতাদেশ রয়েছে।

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের সূত্রে জানা গেছে, সরকার এখন নদীর বালিকে প্রক্রিয়ার দিকে এগোচ্ছে। এজন্য লজিস্টিক সক্ষমতার প্রকল্পও নেয়া হয়েছে এরই মধ্যে। তবে সমুদ্র বা দ্বীপাঞ্চলের বালি নিয়ে সরকার এখনই ভাবছে না। প্রতি বছর নদীতে যে পরিমাণ পলি আসে তার ১০ ভাগও যদি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভারী খনিজের বাণিজ্যিক ব্যবহার করা যায় তাহলে বছরে ২ হাজার কোটি টাকা আয় করা সম্ভব বলে মনে করেন প্রতিষ্ঠানটি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা।

এ বিষয়ে ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবদুল মান্নানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে সোনাদিয়া দ্বীপের খনিজ সম্পদের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য তার জানা নেই বলে উল্লেখ করেন। বণিক বার্তাকে তিনি বলেন, 'সোনাদিয়া দ্বীপের ব্যাপারে আমাকে জানতে হবে। তবে সরকার নদীর বালি প্রক্রিয়াকরণের কাজ এরই মধ্যে শুরু করেছে।'

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত সোনাদিয়া দ্বীপ নিয়ে করা গবেষণায় অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রতিটি খনিজের রাসায়নিক গঠন বিশ্লেষণ করেন গবেষকরা। এতে দেখা যায় জিরকন, রুটাইল ও ইলমেনাইটের মতো খনিজগুলোয় তাদের মূল উপাদানগুলো উচ্চ ঘনত্বে বিদ্যমান। এছাড়া অ্যাম্ফিবোল, মাস্কোভাইট, কোয়ার্টজসহ অন্যান্য খনিজের উপস্থিতি ও পরিমাণও নির্ণয় করা হয়েছে গবেষণায়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশে চিহ্নিত খনিজগুলোর মধ্যে ইলমেনাইট ও রুটাইল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো থেকে উৎপাদিত টাইটানিয়াম ডাই-অক্সাইড রঙ, প্লাস্টিক, কাগজের আবরণ এবং বিশেষ ধাতু মিশ্রণের জন্য অপরিহার্য কাঁচামাল। জিরকন সিরামিক, কাচ ও ঢালাইয়ের কাজে উচ্চ তাপসহনীয়তা তৈরি করে এবং উৎপাদিত পণ্যে এনে দেয় চাকচিক্য। কেটে এ খনিজকে পলিশ করলে মূল্যবান রত্ন হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। গারনেট জেট-কাটিং ও পলিশে অসাধারণ অ্যাব্রেসিভ (মসৃণ কাজে ব্যবহৃত পদার্থ) হিসেবে এবং গহনা তৈরিতেও ব্যবহৃত হয়। মোনাজাইটে থাকে দুর্লভ উপাদান, যা নবায়নযোগ্য জ্বালানির টারবাইন থেকে শুরু করে ইলেকট্রনিকসেও গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ম্যাগনেটাইট লোহা-ইস্পাত শিল্পের কাঁচামাল, আর কায়ানাইট রি-ফ্র্যাক্টরি ইট ও বিশেষ সিরামিকের জন্য দরকারি। অবকাঠামো নির্মাণ, পেইন্ট-প্লাস্টিক ও নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিস্তারের এসব খনিজের চাহিদা দিনদিন বাড়ছে। ফলে বালি বিক্রির বদলে খনিজ পৃথক, শোধন ও ব্র্যান্ডিংভিত্তিক রফতানির সুযোগ রয়েছে বহু গুণ।

দেশের দ্বীপাঞ্চল ও চরাঞ্চলের বালিতে থাকা ভারী খনিজ উত্তোলনে তাই সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা মিয়া বণিক বার্তাকে বলেন, 'আমাদের দেশের নদীবাহিত এলাকার চরাঞ্চলে এবং সমুদ্রের দ্বীপ এলাকায় ভারী খনিজ পদার্থ রয়েছে। সরকার এরই মধ্যে এ নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে। বিশেষ করে যমুনার চরে হেভি মিনারেলগুলো নিয়ে কাজ করার জন্য একটা প্রতিষ্ঠানকে সরকার লাইসেন্সও দিয়েছে।'

দ্বীপাঞ্চলে থাকা খনিজ নিয়ে সঠিক গবেষণা প্রয়োজন উল্লেখ করে ড. মোহাম্মদ বদরুদ্দোজা মিয়া বলেন, 'সোনাদিয়া দ্বীপের মতো এলাকায় অবশ্যই হেভি মিনারেল আছে। আমার পরামর্শ হলো, এসব খনিজ সম্পদ নিয়ে সঠিক স্টাডি হওয়া প্রয়োজন। সরকার এরই মধ্যে চেষ্টা করছে। তবে শুরুতেই বিদেশী কোনো প্রতিষ্ঠানকে দিয়ে যেন স্টাডি করা না হয়। কেননা, এসব খনিজ পদার্থের সঙ্গে অনেক রেয়ার আর্থ এলিমেন্ট আছে, যেগুলো খুবই দামি। উন্নত দেশগুলো যেগুলো হন্যে হয়ে খুঁজছে। এ ধরনের এলিমেন্ট আমাদের দেশে থাকার সুযোগ আছে। তাই এ নিয়ে তাড়াহুড়োর কিছু নেই। ধীরেসুস্থে সঠিকভাবে স্টাডি করে আমাদের সরকারি সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বাড়ানো হোক।'- সংবাদসুত্র দৈনিক বণিকবার্তা

আফ্রিকা অঞ্চলের সাহিত্যে

৫ পৃষ্ঠার পর

যোগ করেন নোবেলজয়ী।

সাবেক প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের সময় গত বছর অ্যামেরিকার ভিসা পান ওলে সোয়িংকা। চলতি বছরের জানুয়ারিতে দ্বিতীয় মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ডনাল্ড ট্রাম্প।

ফের হোয়াইট হাউসে ফেরার পর থেকে অভিবাসন ব্যবস্থায় নানা কঠোর পদক্ষেপকে যুক্ত করেন ট্রাম্প। প্রেসিডেন্টের নীতির সঙ্গে কারও অবস্থান সাংঘর্ষিক মনে হলে তার ভিসা বা গ্রিন কার্ড বাতিল হচ্ছে।

সোয়িংকা জানান, ভিসা বাতিল নিয়ে তার মধ্যে হাহাকার নেই, তবে এটি সাহিত্য বা সংস্কৃতিকেন্দ্রিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অ্যামেরিকায় যাওয়ার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে।

আমি কনস্যুলেট ও সেখানকার অ্যামেরিকানদের আশ্বস্ত করতে চাই যে, ভিসা বাতিলে আমি খুবই পরিতৃপ্ত', বলেন সোয়িংকা।

সে সময় উগান্ডার সামরিক শাসক ইদি আমিনকে নিয়ে লেখার অভিজ্ঞতা স্মরণ করেন নাইজেরীয় লেখক।

তিনি বলেন, 'ডনাল্ড ট্রাম্পকে নিয়ে নাটক লেখার এটাই সম্ভবত সময়।'

Law Office of Mahfuzur Rahman

Mahfuzur Rahman, Esq.
এটর্নী মাহ্‌ফুজুর রহমান
Attorney-At-Law (NY)
Barrister-At-Law (UK)

Admitted in US Federal Court
(Southern & Eastern District, Court of Appeals 2nd Circuit and Ninth Circuit.)

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুন।
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, ন্যাচারালাইজেশন এবং সিটিজেনশীপ, এসাইলাম, ডিপোর্টেশন, Cancellation of Removal, VAWA পিটিশন, লিগ্যালাইজেশন, বিজনেস ইমিগ্রেশন (H-1B, L1B, J1, EB1, EB2, EB3, EB5)

ফ্যামিলি ল' আনকনটেস্টেড এবং কনটেস্টেড ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট এবং কাস্টডি, এলিমনি।

- ব্যাংক্রাপ্সী
- ল্যান্ডলর্ড ট্যানেন্ট ডিসপিউট
- রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং
- উইল্‌স
- ইনকোর্পোরেশন
- ক্রেডিট কনসলিডেশন
- পার্সনাল ইঞ্জুরি (এক্সিডেন্ট, কনস্ট্রাকশন)
- মর্গেজ
- ক্রিমিন্যাল এবং সিভিল লিটিগেশন
- ট্যাক্স ম্যাটার

Appointment : 347-856-1736
JACKSON HEIGHTS
75-21 Broadway, 3rd Fl, Elmhurst, NY 11373
Tel: 347-856-1736, Fax: 347-436-9184
E-mail: attymahfuz@gmail.com

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK

আমেরিকার যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন

LOWEST GUARANTEED PRICES

Emirates ETIHAD QATAR KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES SAUDIA DELTA

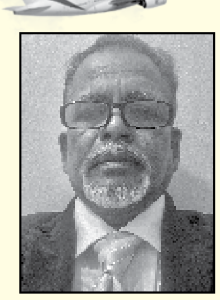

MIRZA M ZAMAN
(SHAMIM) - CEO

Cheapest Domestic & International Air Tickets
GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে
এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

Contact with us 718-874-0047

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

We Hire & Train HHA/PCA
Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
•
আমরা কোনো ফি নেই না।
•
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
•
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-25A Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(718) 725-1332, (718) 971-0064

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1156 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlem Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

SECI

Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইট্স ও ব্রঙ্কস শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে

- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিষ্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক
SONALI EXCHANGE CO. INC.
সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL

NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790
ATLANTA 770-936-9906
BROOKLYN 718-853-9558
JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081
JAMAICA 347-644-5150
MICHIGAN 313-368-3845
OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

ডিজিটাল ট্রাভেলস
এস্টোরিয়া
Time to
FLY DHAKA
ঝামেলামুক্ত
এয়ার টিকেটের নিশ্চয়তা
সামার সেল চলছে
সীমিত সময়ের জন্য
BOOK AIR TICKET
718-721-2012
www.digitaltraveltour.com
আমাদের অফিস শুধুমাত্র এস্টোরিয়ায়
25-78 31st Street, New York, NY-11102
সাবওয়েতে N ও W ট্রেনে
30th Avenue Station

KT KHAN'S TUTORIAL
30 YEARS OF EXCELLENCE

Ready To Boost Your Scores?

Grades K-6
$1,320
5 Months + 1 Month Free
Common Core Prep

Grade 7 SHSAT
Until October 2025 SHSAT Exam
Up To
43% OFF

High School GPA/Regents
$1,305
3 Months
In-Person Regents Exam Prep

SAT Exam Prep
In-Person Spring SAT
April - June
$1,920

Save Up To
$200 OFF
On Packages Worth $2,000+

Visit Us At Any Of Our Location!

- Jackson Heights
- Jamaica
- Astoria
- Brooklyn
- Ozone Park
- Bronx
- Bellerose - Long Island

Call Now at (718) 938-9451 or Visit KhansTutorial.com

মন্দার বাজারে বাংলাদেশের নতুন

১০ পৃষ্ঠার পর

প্রবৃদ্ধি ছিল ৩৬ শতাংশ, যা বৈশ্বিক রপ্তানি মন্থরতার মধ্যেও এক ব্যতিক্রমী চিত্র।

দেশে প্রায় ৮০ হাজার মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিট রয়েছে। স্থানীয় বাজারের আকার ইতিমধ্যে ৮০০ কোটি ডলার এবং এটি বছরে ২৮ শতাংশ হারে বাড়ছে। তবে এখনো পাড়ি দিতে হবে দীর্ঘ পথ। বৈশ্বিক বাজারের আকার বর্তমানে যেখানে ৭ ট্রিলিয়ন ডলারের, সেখানে বাংলাদেশের অংশীদারত্ব এখনো ৫০ কোটি ডলারের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে, যা বিশ্ববাজারের মাত্র ০.০১ শতাংশ। বর্তমানে দেশ থেকে প্রকৌশল খাতের রপ্তানি মূলত তিন ভাগে হচ্ছে। এর মধ্যে প্রকৌশল যন্ত্রপাতি, বাইসাইকেল ও ধাতব সামগ্রী; যেমন আয়রন-স্টিল, তামার তার, স্টেইনলেস স্টিল ও ইলেকট্রিক সরঞ্জাম। এই পণ্যগুলো এখন ইউরোপ, আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও এশিয়ার ৪০টির বেশি দেশে রপ্তানি হচ্ছে।

গবেষণা প্রতিষ্ঠান পলিসি এক্সচেঞ্জের চেয়ারম্যান এম মাসরুর রিয়াজ আজকের পত্রিকাকে জানান, যদি খাতটিতে নীতিগত সহায়তা ও সমন্বিত বিনিয়োগ আসে, তাহলে আগামী সাত বছরের মধ্যে এই বাজার ১ হাজার ২০০ কোটি ডলারে পৌঁছাতে পারে।

মন্দার মধ্যেও গতি

খাতসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ধাক্কা সামলে ইউরোপ ও আমেরিকার অর্থনীতি ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। এতে শিল্পকারখানার সরঞ্জাম, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও যান্ত্রিক উপকরণের চাহিদা আবার বেড়েছে। এই প্রবাহে বাংলাদেশের রপ্তানিকারকেরাও নতুন অর্ডার ও স্থগিত থাকা পুরোনো অর্ডারগুলো একসঙ্গে পাচ্ছেন।

২০২৪-২৫ অর্থবছরে প্রকৌশল পণ্যের মোট রপ্তানি আয় ছিল ৫৩.৫ কোটি ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় ১০ শতাংশ বেশি। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে মোট আয় ছিল ৪৮.৬৭ কোটি ডলার। এই বৃদ্ধির ধারাই চলতি অর্থবছরে আরও ত্বরান্বিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতির (বাইশিমাস) সভাপতি মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেন, 'গত কয়েক মাসে যে রপ্তানি বেড়েছে, তার পেছনে অনেক পুরোনো অর্ডারের ডেলিভারি রয়েছে। আমাদের টেস্টিং ল্যাব না থ াকা, স্থলবন্দর দিয়ে ভারতের সেভেন সিস্টার্সে রপ্তানি বন্ধ থাকাড়এসব বড় প্রতিবন্ধকতা। তবু এই বৃদ্ধিই প্রমাণ করে খাতটির অন্তর্নিহিত শক্তি কতটা।'

প্রকৌশল পণ্যের মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বল প্রবৃদ্ধি এসেছে বাইসাইকেল রপ্তানিতে। ইপিবির তথ্য অনুযায়ী, জুলাই-সেপ্টেম্বরে বাইসাইকেল রপ্তানি বেড়েছে ৬৩ শতাংশ, আয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪ কোটি ডলারে, যেখানে আগের বছর একই সময়ে ছিল ২ কোটি ৩৮ লাখ ডলার।

ইলেকট্রিক পণ্যের রপ্তানি প্রবৃদ্ধিও কম নয়; ৪৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে তা দাঁড়িয়েছে ৫ কোটি ২৮ লাখ ডলারে। এই দুটি উপখাতই এখন প্রকৌশল রপ্তানির প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে।

প্রাণ-আরএফএল গ্রুপের মার্কেটিং ডিরেক্টর কামরুজ্জামান কামাল বলেন, 'ভূরাজনৈতিক পরিস্থিতি এখন অনেক স্থিতিশীল। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপে নতুন ক্রেতা পেয়েছি। আগের বাজারেও বিক্রি কিছুটা বেড়েছে। এ কারণে রপ্তানিতে দৃশ্যমান গতি এসেছে।'

করোনা মহামারির সময় ইউরোপে ব্যক্তিগত পরিবহনের চাহিদা বাড়ায় বাইসাইকেল শিল্পে ব্যাপক উত্থান দেখা দিয়েছিল। যুদ্ধ-পরবর্তী অস্থিরতায় সেই গতি থেমে ছিল, কিন্তু বৈশ্বিক অর্থনীতি যখন আবার সচল হচ্ছে, তখন বাংলাদেশি বাইসাইকেল আবার জায়গা করে নিচ্ছে আন্তর্জাতিক বাজারে।

তবু সীমাবদ্ধতাও কম নয়। টেস্টিং ও স্ট্যান্ডার্ড সার্টিফিকেশনের ঘাটতি, অবকাঠামোগত দুর্বলতা এবং সরকারি নীতি সহায়তার অভাব খাতটির সম্ভাবনাকে বারবার আঘাত করেছে। আব্দুর রাজ্জাকের মতে, 'আমাদের খাত এখনো ফরমাল ইকোনমিতে ঢুকতে পারেনি।'

স্থবির মার্কিন শ্রমবাজার, তবু ফের

১০ পৃষ্ঠার পর

তুলনায় কম গতিশীল এবং কিছুটা দুর্বল হয়েছে। তিনি আংশিকভাবে এর জন্য অভিবাসন হ্রাসকেই দায়ী করেন।

তবুও জেরোম পাওয়েল বলেছেন, শ্রমবাজারের দুর্বলতা দ্রুততর হচ্ছে এমন লক্ষণ এখনো দেখা যায়নিড়অর্থাৎ বাজার মন্থর হলেও তা ভেঙে পড়েনি।

কিন্তু চলমান সরকারি শাটডাউনের কারণে সেপ্টেম্বর মাসের সরকারি চাকরির প্রতিবেদন প্রকাশ বন্ধ রয়েছে, ফলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নীতিনির্ধারকরা সর্বশেষ বৈঠকের পর থেকে শ্রমবাজারের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাচ্ছেন না। বিকল্প উৎস, বিশেষ করে বেসরকারি খাতের তথ্য, ইঙ্গিত দিচ্ছে যে নিয়োগপ্রবণতা এখনো দুর্বল। বেতন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠান এডিপির তথ্য অনুযায়ী, সেপ্টেম্বরে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি ৩২ হাজার চাকরি হারিয়েছে।

গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রের শ্রম মন্ত্রণালয় সেপ্টেম্বর মাসের মুদ্রাস্ফীতির তথ্য প্রকাশ করেছে, যেখানে দেখা গেছে গত বছরের একই সময়ের তুলনায় দাম বেড়েছে ৩ শতাংশ। অর্থনীতিবিদদের পূর্বাভাসের তুলনায় এই হার কিছুটা কম, যা ফেডারেল রিজার্ভ আবারও ঋণের সুদের হার কমাতে পারেড়এমন সম্ভাবনাকে আরও জোরদার করেছে।

চলতি বছরের শুরুর দিকে শুল্কনীতিজনিত মুদ্রাস্ফীতি নিয়ে উদ্বেগই ছিল মূল আলোচ্য বিষয়। কারণ প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দেশের অনেক বড় বাণিজ্য অংশীদারের ওপর ব্যাপক শুল্ক আরোপ করেছিলেন। তখন এই শুল্কজনিত মুদ্রাস্ফীতিই ছিল প্রধান আশঙ্কা, কিন্তু এখন দৃষ্টি স্থানান্তরিত হয়েছে অর্থনৈতিক মন্থরতা ও দুর্বল শ্রমবাজারের দিকে।

যদিও মুদ্রাস্ফীতি এখনো কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ২ শতাংশ লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে বেশি, তবুও সেপ্টেম্বর মাসের তথ্য অনুযায়ী তা প্রত্যাশার তুলনায় তুলনামূলকভাবে কম। ব্যাংক অব আমেরিকার অর্থনীতিবিদরা বলছেন, শুল্কের কারণে কিছু পণ্যের দাম বেড়েছে, তবে সামগ্রিকভাবে মুদ্রাস্ফীতি এতটা তীব্র নয়, যা কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সুদের হার কমিয়ে শ্রমবাজারে গতি ফেরানোর সুযোগ করে দিয়েছে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ এর চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েল সাংবাদিকদের বলেন, শুল্কের প্রভাব বাদ দিলে মুদ্রাস্ফীতি আসলে আমাদের ২ শতাংশ লক্ষ্য থেকে খুব দূরে নয়। তিনি আরও জানান, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আশাবাদ হলো, শুল্কের কারণে পণ্যমূল্য কেবল একবারই বেড়ে যাবে, অর্থাৎ এটি অস্থায়ী প্রভাব ফেলবে, স্থায়ী নয়।

২৯ অক্টোবর বুধবার ফেডারেল রিজার্ভ ঘোষণা করেছে, তারা ১ ডিসেম্বর থেকে তাদের ব্যালান্স শিট সংকোচন বন্ধ করবে। এসব ব্যালেন্স শিটে সরকারি ঋণপত্র ও মর্টগেজ-সমর্থিত সিকিউরিটিজও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

গত তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের ব্যালান্স শিট কমানোর প্রক্রিয়া চালিয়ে আসছিল। এটি মূলত সেই সম্পদ বিক্রি বা মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছিল, যা মহামারি ও পূর্ববর্তী আর্থিক সংকটের সময় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে এবং সুদের হার কমাতে ক্রয় করা হয়েছিল।

এখন, আর্থিক বাজারে চাপের ইঙ্গিত দেখা দেওয়ায়, কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই সংকোচন প্রক্রিয়া বন্ধ করতে যাচ্ছেড়যা অনেক বিশ্লেষকের ধারণামতেই ঘটছে। ডিসেম্বরে সুদের হার কমানো নিয়ে তীব্র মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে।

চলতি বছরের শেষ বৈঠকে ফেডারেল রিজার্ভ আবারও ০.২৫ শতাংশ সুদের হার কমাবেড়এমনটাই ধরে নিয়েছিল ওয়াল স্ট্রিটের বিনিয়োগকারীরা। তবে বুধবার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েল স্পষ্ট করে বলেন, ডিসেম্বরে হার কমানোকে ‍‍আগেভাগে নিশ্চিতচ ধরে নেওয়া ঠিক হবে নাড়বরং তা থেকে অনেক দূরেই রয়েছে।

অক্সফোর্ড ইকোনমিক্সের যুক্তরাষ্ট্রের উপপ্রধান অর্থনীতিবিদ মাইকেল পিয়ার্স বলেন, আগামী সিদ্ধান্তগুলো ক্রমেই বিতর্কিত হয়ে উঠছে। তার মতে, ফেড এখন থেকে সুদের হার কমানোর গতি ধীর করবে।

ফেডের পরবর্তী বৈঠকের আগে অজস্র পরিবর্তন ঘটতে পারে।

জেপি মরগানের প্রধান মার্কিন অর্থনীতিবিদ মাইকেল ফেরোলি লিখেছেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংক তিনটি নতুন চাকরির প্রতিবেদন পেতে পারে, যা শ্রমবাজারের মূল্যায়নকে উল্লেখযোগ্যভাবে ভালো বা খারাপ দিকে পরিবর্তন করতে পারে।

একই সময়ে, যদি সরকারি শাটডাউন অব্যাহত থাকে এবং সরকারি তথ্যের প্রাপ্যতা সীমিত থাকে, তবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বছরের শেষ পর্যন্ত কোন পদক্ষেপ না নিয়ে অপেক্ষা করতেও পারে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েল এই পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বলেন, ‍‍কুয়াশার মধ্যে যদি গাড়ি চালান, আপনি গাড়ি ধীরগতিতে চালাবেন।চ বজায় রাখেন।চ অর্থাৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাবধানেই পদক্ষেপ নেবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েল সাংবাদিকদের বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কমিটির মধ্যে কীভাবে এগোতে হবে তা নিয়ে তীব্র মতপার্থক্য রয়েছে, এবং সুদের হার নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আগামী অর্থনৈতিক তথ্যের ওপর নির্ভর করবে। পাওয়েল আরও বলেন, আমরা যতটা সম্ভব সব তথ্য সংগ্রহ করব।

এছাড়াও উল্লেখ করা হয়েছে যে পাওয়েল প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের চাপের মুখে আছেন। ট্রাম্প বারবার সুদের হার কমানোর জন্য আহ্বান জানিয়ে আসছেন। সোমবার ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন যে তিনি বছরের শেষে পাওয়েলের স্থলাভিষিক্ত কারও নাম ঘোষণা করতে পারেন। পাওয়েলের মেয়াদ আগামী মে মাসে শেষ হচ্ছে।

ডিজিটাল লেনদেনে বাংলাদেশে

১০ পৃষ্ঠার পর

কিউআর কোডভিত্তিক লেনদেন জনপ্রিয় করতে নীতিগত সহায়তা ও প্রযুক্তি অবকাঠামো তৈরির কাজ করছে। লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রতিটি প্রতিষ্ঠানকে কিউআর কোড ব্যবহার করতে হবে। ফলে ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে ভোক্তাড়সবার জন্য লেনদেন হবে দ্রুত, নিরাপদ ও স্বচ্ছ। ক্যাশের ব্যবহার কমলে রাষ্ট্রীয় খরচও উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাবে।

ক্যাশলেস লেনদেনে অনাগ্রহী

দেশে ডিজিটাল লেনদেন বা ক্যাশলেস পেমেন্ট বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে। বাংলাদেশ ব্যাংক 'বাংলা কিউআর' চালু করেছে। দেশের সব ব্যাংক ও মোবাইল আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানকে এর মাধ্যমে লেনদেনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তবু, নগদ অর্থের ওপর নির্ভরতা এখনো বেশি। রাজধানীর মতিঝিলসহ বিভিন্ন এলাকায় ছোট দোকানগুলোতে কিউআর কোড থাকলেও অনেক ব্যবসায়ী তা ব্যবহার করছেন না।

ব্যবসায়ী ও সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি

মতিঝিল এলাকার রেস্তোরাঁ ব্যবসায়ী হাসান আলী বলেন, 'ডিজিটাল লেনদেন করলে কর দেখানো সহজ হয়ে যাবে। তাই টার্নওভার কম দেখানোর জন্য অনেকেই নগদ লেনদেন বেশি পছন্দ করেন। এছাড়া গ্রাহকদের মধ্যেও আগ্রহ কম।'

এলাকার দোকানি রায়হান হোসেন বলেন, 'আমার দোকানে অনেক গ্রাহক আসেন, তারা কিউআর কোড ব্যবহার করতে জানেন না। নগদেই লেনদেন করতে অভ্যস্ত, তারা ডিজিটাল পেমেন্ট করতে চান না।'

ঢাকার মগবাজার এলাকার বাসিন্দা সালমা খান বলেন, 'আমি ডিজিটাল পেমেন্ট করতে চাই, কিন্তু সবাই সেটি মানে না। অনেক জায়গায় নগদ ছাড়া লেনদেন করা যায় না।'

উবার চালক মঞ্জুর হোসেন বলেন, 'আমি চাইলে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলতে পারি, কিন্তু প্রতিটি দোকানে কিউআর কোড নেই। নগদই এখন নিরাপদ মনে হয়।'

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক আরিফ হোসেন খান বলেন, 'ডিজিটাল লেনদেন স্বচ্ছতা বাড়ায়, ব্যাংক থেকে সহজে ঋণ পাওয়া যায় এবং ব্যবসা সম্প্রসারিত হয়। তবে নাগরিকদের মানসিকতা পরিবর্তন এবং প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত হওয়া জরুরি।'

বেসরকারি ও সরকারি প্রচেষ্টা থাকা সত্ত্বেও ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের অনাগ্রহ মূলত কর জটিলতার আশঙ্কা, অভ্যস্ততার অভাব এবং প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার কারণে।

গবেষণাপ্রতিষ্ঠান চেঞ্জ ইনিশিয়েটিভের গবেষণা পরিচালক হেলাল আহমেদ জনি বলেন, 'নিরাপদ ও সহজ ডিজিটাল লেনদেন প্রচারের পাশাপাশি সচেতনতা ও নিরাপত্তা বৃদ্ধিই মূল চাবিকাঠি।'

চলমান নোটের আয়ুষ্কাল ও খরচ

দেশের সব নোট বাংলাদেশ টাকশাল (দ্য সিকিউরিটি অ্যান্ড প্রিন্টিং করপোরেশন, গাজীপুর ইউনিট) থেকে ছাপানো হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক চাহিদা অনুযায়ী নতুন নোট ছাপিয়ে বাজারে সরবরাহ করে।

জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের তথ্য অনুযায়ী, কাগজের নোটের আয়ুষ্কাল মাত্র ছয় থেকে আট মাস, এই সময়ের মধ্যে অধিকাংশ নোট ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে যায়। কয়েনের খরচ বেশি হলেও তা দীর্ঘস্থায়ী। পলিমার নোট চালুর চেষ্টা কার্যকর হয়নি।

ডিজিটাল লেনদেনে উদ্দীপনা

বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২৩ সালের ১৮ জনুয়ারি 'বাংলা কিউআর' চালু করে, যাতে স্থানীয় ভাষায় সহজ পেমেন্ট সুবিধা দেওয়া যায়। সব ব্যাংক ও মোবাইল আর্থিক সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানকে এ ব্যবস্থার মাধ্যমে লেনদেনের নির্দেশনা দেওয়া হয়। তবে ব্যবসায়ী ও গ্রাহকদের মধ্যে এখনো আগ্রহ কম। কর-জটিলতার আশঙ্কা ও নগদে স্বাচ্ছন্দ্য হওয়া অনেকের ডিজিটাল লেনদেন এড়িয়ে যাওয়ার কারণ।

ডিজিটাল ব্যাংকিং আসছে

কেন্দ্রীয় ব্যাংক নতুন ডিজিটাল ব্যাংকের লাইসেন্স দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে। ন্যূনতম পরিশোধিত মূলধনের সীমা ৩০০ কোটি টাকা, যা আগে ছিল ১২৫ কোটি টাকা। ডিজিটাল ব্যাংক কোনো শাখা বা ওটিসি সেবা দেবে না, সব লেনদেন হবে অ্যাপ ও ডিজিটাল মাধ্যমে। ভার্চুয়াল কার্ড ও কিউআর কোডের মাধ্যমে লেনদেন সম্ভব। তবে প্লাস্টিক কার্ড দেওয়া যাবে না। বড় বা মাঝারি শিল্পে ঋণ দেওয়া যাবে না, শুধু ক্ষুদ্র ঋণ অনুমোদিত। পাঁচ বছরের মধ্যে পুঁজিবাজারে আইপিও আনা বাধ্যতামূলক।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার
WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT
healthfirst
CenterLight
Anthem.
Hamaspik
MetroPlusHealth
S W H
FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT
MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER
SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO
• We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
• Both Halal and Vegetarian Food Option
সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা
CALL US NOW:
718-516-3425
A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG
CONTACT US:
Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

ভারতের হাইব্রিড যুদ্ধ,

৫ পৃষ্ঠার পর

বরাত দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের গ্লোবাল ডিফেন্স কর্প নামের ওয়েবসাইটের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চ শুল্কের কারণে ভারতীয় রপ্তানিকারীরা তৈরি পোশাক রপ্তানিতে হিমশিম খাচ্ছে। তাই বাংলাদেশের পোশাকের বাজারকে ধ্বংস করতে ভারতের আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থা রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস উইং (র) বাংলাদেশের বৃহত্তম বিমানবন্দরে আগুন লাগিয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস গত মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে বলেন, ঘটনা নিয়ে কাজ চলছে এবং 'অন্য আরও কার্যক্রমও চালু আছে', তবে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করেননি।

বাংলাদেশে এই গ্রেপ্তার অভিযান এমন একসময় চলল, যখন ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তারা বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, চীন ও মালদ্বীপে গুপ্তচর ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য একটি নেটওয়ার্কের বিস্তার ঘটিয়েছে।

প্রধান উপদেষ্টার কথা উল্লেখ করে বাংলাদেশের স্পেশাল সার্ভিসের সমন্বয়কারী বলেন, গ্রেপ্তার ব্যক্তিরা গুপ্তচরবৃত্তি ও হামলার পরিকল্পনায় জড়িত থাকার সন্দেহে আটক হয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, সামরিক স্থাপনা ও গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোর ওপর নজরদারি চালানো, নাশকতার বিস্ফোরক প্রস্তুত করা এবং সরাসরি হামলা চালানোর কারণে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

পুলিশের মুখপাত্র সাংবাদিকদের জানান, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে ভারতীয় নাগরিকও রয়েছেন; তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা বাংলাদেশ ও পাকিস্তানজুড়ে বিস্ফোরক পরিবহনের জন্য একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিল।

ভারতীয় নাগরিকরা ঢাকার কার্গো টার্মিনালে বিস্ফোরক ভর্তি প্যাকেজ রেখে এসেছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে।

গণঅভ্যুত্থানে শেখ হাসিনার পতনের পর গণতান্ত্রিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে যে রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা আসছে, সেই পরিবেশ নষ্ট ও অস্থিতিশীল করতেই এই হাইব্রিড যুদ্ধ চালাচ্ছে ভারত।

গত ১৫ বছর ধরে ভারতের জন্য গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ডিজিএফআইয়ের সাবেক পাঁচ পরিচালককে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও জারি করেছে বাংলাদেশ সরকার।

দক্ষিণ এশিয়ার অন্যান্য কয়েকটি দেশও অভিযোগ করেছে, বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও চীনের বিরুদ্ধে ভারত এই ধরনের হামলার পরিকল্পনা চালাচ্ছে।

অক্টোবর মাসে বাংলাদেশে তিনজনকে আগুন লাগানোর ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে। একই মাসে বাংলাদেশের আদালত সামরিক গোয়েন্দা তথ্য ভারতের হাতে দেওয়ার সন্দেহে কয়েকজন সেনা কর্মকর্তাকে হেফাজতে নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও ব্রিটেনেও ভারতের পক্ষ থেকে গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনার অভিযোগে ভারতীয় নাগরিকদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কানাডা বারবার ভারতকে শিখ সমাজের ওপর গোপন হত্যাযজ্ঞ চালানোর অভিযোগও দিয়েছে।

ভারতের অনুপ্রবেশের ফলে বাংলাদেশের স্থল, আকাশ ও সমুদ্রে অসংখ্য লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছে।

প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস বলেন, 'বাংলাদেশের বিরুদ্ধে হাইব্রিড যুদ্ধের শুরু হয়েছে মাত্র। আমি মনে করি, আমরা আরও বেশি ঘটনা দেখতে পাব। আমরা এর ধরন দেখতে পাচ্ছি। এবং এটি ভালো দেখাচ্ছে না।' - সংবাদসুত্র দৈনিক প্রতিদিনের বাংলাদেশ

এক বছরে বাংলাদেশে

৫ পৃষ্ঠার পর

গ্র্যাজুয়েশনের পথ মসৃণ করতে হলে সরকারকে সময়োপযোগী উদ্যোগ নিতে হবে। আমরা অনুরোধ করছি, রপ্তানিমুখী শিল্পখাতের প্রস্তুতি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এলডিসি উত্তরণের সময়সীমা অন্তত তিন বছর পিছিয়ে দেওয়া হোক। চট্টগ্রাম বন্দরের সক্ষমতা না বাড়িয়ে মাশুল ৪১ শতাংশ করা অযৌক্তিক বলেও মন্তব্য করেন মাহমুদ হাসান খান বাবু। তিনি বলেন, একলাফে ৪১ শতাংশ মাশুল বাড়ানোর সিদ্ধান্ত বিপর্যয় ডেকে আনবে রপ্তানি বাণিজ্যে। 'প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক হয়নি, বক্তব্য বিভ্রান্তিকর'- বিজিএমইএর বিবৃতি

পরিচয় ডেস্ক: প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে সরকারপ্রধানের বিশেষ সহকারী ও উপ-প্রেসসচিবের বক্তব্যকে 'বিভ্রান্তিকর ও দুঃখজনক' বলে মন্তব্য করেছে বাংলাদেশ পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)। বুধবার (২৯ অক্টোবর) এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে সংগঠনটি জানায়, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ সহকারী ফয়েজ আহমদ তৈয়্যব এবং উপ-প্রেসসচিব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ মজুমদারের কিছু বক্তব্য গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, যা প্রকৃত পরিস্থিতিকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান গত ৪ মাস ধরে পোশাক খাতের নীতিনির্ধারণ, প্রতিযোগিতা সক্ষমতা ও চলমান সংকট নিয়ে সরাসরি আলোচনার জন্য প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে একান্ত বৈঠকের অনুরোধ জানিয়ে আসছেন, কিন্তু এখন পর্যন্ত সে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি। বিজিএমইএ জানায়, সরকারপক্ষ যে সভার কথা উল্লেখ করেছে, সেটি ছিল এলডিসি উত্তরণসংক্রান্ত একটি সাধারণ পর্যালোচনা সভা, যেখানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, সংস্থা ও অংশীজন উপস্থিত ছিলেন।

সেটি কোনোভাবেই বিজিএমইএ বা পোশাক খাতের জন্য নির্ধারিত দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ছিল না।

সংগঠনের বিজ্ঞপ্তিতে আরো বলা হয়, 'একটি সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকা এবং শিল্পখাতের প্রতিনিধিদের সঙ্গে একান্ত সাক্ষাৎ পাওয়াড়এই দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়।' সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বলেন, 'আমরা চার মাস ধরে প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎ চেয়েও পাইনি। অথচ স্টারলিংকের কম্পানি স্পেসএক্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট এলে তাঁর সঙ্গে দেখা করা হয়। যে কম্পানি ১০০ মিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করতে চায়, অথচ ৪০ বিলিয়ন ডলারের পোশাক খাতের প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করার সময় পাওয়া যায় না।' বিজিএমইএ জানিয়েছে, সভাপতি দেশের বৃহত্তম রপ্তানি খাতের পক্ষ থেকে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন, কিন্তু সরকারি কর্মকর্তাদের বক্তব্য সেই মন্তব্যকে প্রেক্ষিতহীনভাবে তুলে ধরেছে, যা শিল্পখাতের ভাবমূর্তির জন্য ক্ষতিকর। সংগঠনটি আশা প্রকাশ করেছে যে, ভবিষ্যতে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের কর্মকর্তারা দেশের সবচেয়ে বড় রপ্তানিমুখী খাত সম্পর্কে মন্তব্য করার সময় পেশাদারি ও দায়িত্বশীলতা বজায় রাখবেন। বিজিএমইএ আশা করছে যে, রপ্তানি খাতের বর্তমান চ্যালেঞ্জ, সম্ভাবনা ও নীতিগত বিষয়াদি নিয়ে আলোচনার জন্য শিগগিরই প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে একটি আনুষ্ঠানিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

ভেনিজুয়েলায় মার্কিন

৬ পৃষ্ঠার পর

বিশেষজ্ঞদের মতে, অভিযানের ধরন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের সমতুল্য, এমনকি যদি লক্ষ্যবস্তু সত্যিই মাদক পাচারকারীও হয়। এদিকে অঞ্চলটিতে সামরিক শক্তি প্রদর্শনের অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র বি-৫২ ও বি-১বি মডেলের বোমারু বিমান ভেনিজুয়েলার উপকূলের কাছাকাছি চক্কর দিয়েছে। সর্বশেষ সোমবার সেসব বিমানকে উড়তে দেখা গেছে।

হামলা এবং সামরিক শক্তি বৃদ্ধির ফলে আঞ্চলিক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।

বারী হোম কেয়ার

BARI HOME CARE
YOUR HEALTH OUR CARE

Ultracare Family Wellness of NY, Inc.
Diana's Angels Home Care Inc.

PCA/HHA HOME CARE
Service Provider

Home care PCA/PA দের সর্বোচ্চ সাপ্তাহিক পেমেন্ট **Direct Deposit** এর মাধ্যমে দেওয়া হয়।
Home care সুবিধা পেতে আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
আমরা **Medicaid** এর আবেদন ও নবায়নে সাহায্য করে থাকি।
We hire PCA Aides/ Provide Training & Certificate
We speak Bengali, Hindi, Urdu, Punjabi & Spanish

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেট প্রদান করে হোম কেয়ারে সকল সেবা প্রদান করছি।

PCA সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

NYS- licensed LHCSA Agency Offering Professional, compassionate care - we are ready to help you to Enroll PCA/HHA services.
Our Expert Team will guide you through the LHCSA transition with trained PCA ready to help.

THE BARI GROUP

BARI SUPERMARKET | BARI PARTY HALL | BARI RESTAURANT | BARI HOME CARE | BARI & BARI | BARI CHARITY FOUNDATION | BUTTERFLY SENIOR DAY CARE

Head Office:
37-16 73rd St., 4th FL
Suite 401
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-898-7100

Jamaica Office:
169-06 Hillside Ave, 2nd FL
Jamaica, NY 11432
Tel: 718-291-4163

Bronx Office:
1412 Castle Hill Ave
2nd FL, Suite 201
Bronx, NY 10462
Tel:718-319-1000

Woodside Office:
49-22 30th Ave
Woodside
NY 11377
Tel: 347-242-2175

Brooklyn Office:
31 Church Ave, #8
Brooklyn, NY 11218
Tel: 347-837-4908
Cell: 347-777-7200

Long Island Office:
469 Donald Blvd.
Holbrook, NY 11741
Tel: 631-428-1901

Ozone Park Office:
1088 Liberty Ave
Brooklyn, NY 11208
Tel: 470-447-8625

Buffalo Office:
59 Walden Ave,
Buffalo, NY 14211
Tel: 716-891-9000
716-400-8711

Buffalo Office:
977 Sycamore St
2nd Floor,
Buffalo, NY 14212
Tel: 347-272-3973

Bari Tower:
74-09 37th Ave
Room 401
Jackson Heights,
NY 11372
Tel: 718-898-7100

CALL US TODAY: 718-898-7100, 631-428-1901
Fax: 646-630-9581, info@barihomecare.com www.barihomecare.com

জলবায়ু পরিবর্তনে এক বছরে

৫ পৃষ্ঠার পর

দাশগুপ্ত। বার্ষিক এই আন্তর্জাতিক প্রতিবেদনটি বিশ্বের ৫০টিরও বেশি সূচক বিশ্লেষণ করে, যেখানে তাপমাত্রা বৃদ্ধি, বায়ু দূষণ, খরা, রোগের প্রাদুর্ভাব এবং কৃষি ও শ্রমক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষতির তথ্য উপস্থাপন করা হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস অধ্যাপক ড. আইনুন নিশাত বলেন, যতদিন যাচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে জনস্বাস্থ্যের ওপর গভীর প্রভাব পড়ছে। গত এক হাজার বছর ধরে যা হয়নি তা আগামী ৩০ বছরে ঘটবে। আমরা ইতোমধ্যে ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়, বন্যা ও অন্যান্য দুর্যোগের মুখোমুখি হয়েছি। আমরা এখন ১৪টি জলবায়ুজনিত ঝুঁকি চিহ্নিত করেছি, যার মধ্যে তাপজনিত চাপ ও পানি নিরাপত্তাহীনতা সরাসরি মানবস্বাস্থ্যে প্রভাব ফেলছে।

তিনি বলেন, উপকূলীয় এলাকায় স্থানীয়দের কাছ থেকে আমি শুনেছি লবণাক্ততা ক্রমশ বেড়ে যাওয়ার কথা। পান করার মতো পানি নেই। পরিবারগুলো ৩,০০০-৪,০০০ লিটার ধারণক্ষম ট্যাংক কিনছে ছাদের বৃষ্টির পানি জমা করার জন্য, আর এর স্বাস্থ্যগত প্রভাব ভয়াবহ। ল্যানসেট কাউন্টডাউন প্রতিবেদন জলবায়ু পরিবর্তনের গুরুতর স্বাস্থ্যগত পরিণতি তুলে ধরেছে। এখন আমাদের গুরত্ব দিয়ে এ খাতে কাজ করতে হবে।

প্রতিবেদন বলছে, ১৯৯০-এর দশক থেকে তাপপ্রবাহের তীব্রতা ও স্থায়িত্ব দ্রুত বেড়েছে বাংলাদেশে। তাপজনিত কারণে ২০২৪ সালে ২৪ বিলিয়ন সম্ভাব্য কর্মঘণ্টা ক্ষতি হয়েছে, যা ১৯৯০-এর দশকের তুলনায় ৯২ শতাংশ বেশি। এই ক্ষতির সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে কৃষি খাতে। মোট ক্ষতি হওয়া সময়ের ৬৪ শতাংশই এ খাতের শ্রমিকদের। এর ফলে, বাংলাদেশের সম্ভব্য মোট আয় কমেছে ২৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা দেশের জিডিপির ৫ শতাংশ এবং কৃষি খাতের আয়ের ৫৫ শতাংশের সমান

প্রতিবেদন বলছে, বাংলাদেশে বায়ু দূষণ এখনো অকালমৃত্যুর প্রধান কারণ। ২০২২ সালে সূক্ষ্ম বস্তুকণার (পিএম ২.৫) সংস্পর্শে এসে ২ লাখ ২৫ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে, যা ২০১০ সালের তুলনায় ৩৮ শতাংশ বেশি। এদের মধ্যে ৯০ হাজার মৃত্যুর সঙ্গে জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো সরাসরি দায়ী, যার মধ্যে ৩০ হাজার মৃত্যু ঘটেছে কয়লা পোড়ানোর কারণে। ঘরোয়া বায়ু দূষণে প্রতি ১ লাখ মানুষের মধ্যে ৭৪ জন মারা যায়- যা নারী ও গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ওপর বেশি প্রভাব ফেলে।

২০১৬ থেকে ২০২২ সালের মধ্যে দেশে জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো থেকে কার্বন নিঃসরণ বেড়েছে ৩০ শতাংশ। অথচ বাংলাদেশে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের হার এখনো মাত্র ০.৮৫ শতাংশ। ২০২৩ সালে বাংলাদেশ ৮.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করেছে জীবাশ্ম জ্বালানিতে ভর্তুকির পেছনে যা কার্বন ট্যাক্স বা নিঃসরণ হ্রাস থেকে অর্জিত যে কোনো লাভের চেয়ে বহুগুণ বেশি।

পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক মির্জা শওকত আলী বলেন, আমরা সাভারকে একটি নিয়ন্ত্রিত বায়ুমান অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করেছি এবং সেখানে কোনো ইট পোড়ানোর সুযোগ দেওয়া হবে না। গৃহস্থালি বায়ুদূষণ এখনো একটি বড় চ্যালেঞ্জ, তবে আমরা অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার সহযোগিতায় যৌথভাবে বৈদ্যুতিক চুলা চালু করার উদ্যোগ নিয়েছি, যা বায়ুমানের উন্নতি ঘটাবে। তাপজনিত চাপ মোকাবিলায় আমরা সিটি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কাজ করছি। এছাড়া, আমাদের এনডিসি লক্ষ্য ২০৩৫ সালের মধ্যে ২৫ শতাংশ নবায়নযোগ্য জ্বালানি নিশ্চিত করা। আমরা কপ-৩০ সম্মেলনে স্বাস্থ্য ও জলবায়ু বিষয়ক আলোচনা জোরদার করতে চাই।

স্ত্রী উষার খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণের আশা

৫ পৃষ্ঠার পর

সামনে বলছিড়আমি কি আশা করি, অবশেষে সে সেই একই জিনিস দ্বারা অনুপ্রাণিত হবে যা আমাকে চার্চে অনুপ্রাণিত করেছিল? হ্যাঁ, আমি সত্যি চাই যে এমনটা হোক, কারণ আমি খ্রিস্টীয় গসপেলে বিশ্বাস করি এবং আমি আশা করি অবশেষে আমার স্ত্রীও এটিকে একইভাবে দেখতে পাবেন।'

তিনি আরো জানান, তার স্ত্রীর ধর্মবিশ্বাস তার জন্য 'কোনো সমস্যা তৈরি করে না'। ভ্যান্স বলেন, 'কিন্তু যদি সে তা না করে, তবে ঈশ্বর বলেছেন প্রত্যেকেরই স্বাধীন ইচ্ছা আছে এবং তাই এটি আমার জন্য কোনো সমস্যা তৈরি করে না। এটি এমন একটি বিষয় যা আপনি আপনার বন্ধু, পরিবার এবং যাকে ভালোবাসেন তার সঙ্গে মিটিয়ে নেন।'

এই রিপাবলিকান নেতা ২০১৯ সালে ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করে বলেন, যখন তিনি তার স্ত্রীর সঙ্গে পরিচিত হন, তখন তিনি নিজেকে একজন অজ্ঞেয়বাদ বা নাস্তিক মনে করতেন। তবে তাদের সন্তানদের খ্রিস্টান হিসেবে বড় করা হয়েছে এবং তারা একটি খ্রিস্টান স্কুলেও পড়াশোনা করে।

বক্তব্যের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হিসেবে বিশ্বাসকে উল্লেখ করে চার্চ এবং রাষ্ট্রের পৃথকীকরণ সম্পর্কিত একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় ভ্যান্স বলেন, 'খ্রিস্টীয় মূল্যবোধ এই দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তিড়এই কথা ভাবার জন্য আমি কোনো ক্ষমা চাই না। যে কেউ আপনাকে বলছে যে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি নিরপেক্ষ, সম্ভবত তাদের কাছে বিক্রি করার মতো একটি এজেন্ডা আছে। এবং আমি অন্তত এই বিষয়ে সৎ যে আমি মনে করি এই দেশের খ্রিস্টীয় ভিত্তি একটি ভালো জিনিস।'

ন্যাশনাল ইন্টেলিজেন্সের ডিরেক্টর এবং মার্কিন কংগ্রেসে নির্বাচিত প্রথম হিন্দু সদস্য তুলসি গ্যাবার্ড যখন এক্সে যারা দীপাবলি উদযাপন করছেন তাদের জন্য শুভেচ্ছা পোস্ট করেন, তখন ব্যবহারকারীরা 'দীপাবলি অ-আমেরিকান। ভারতে চলে যা' এবং 'আমার দেশ থেকে বেরিয়ে যান'-এর মতো মন্তব্য পোস্ট করা শুরু করেন।

এফবিআই ডিরেক্টর কাশ প্যাটেলও তার দীপাবলির পোস্টে একই ধরনের প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হন। একজন ব্যবহারকারী লিখেছেন, 'যিশুকে খুঁজুন। তিনিই পথ, সত্য এবং আলো,' অন্য একজন লিখেছেন, 'অনুশোচনা করুন এবং পরিত্রাণের জন্য প্রভু যীশু খ্রিস্টকে বিশ্বাস করুন।'

বিশ্বাস, পরিবার এবং ব্যক্তিগত বিশ্বাসের ভারসাম্যের বিষয়ে দম্পতির দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ভ্যান্সের উত্তর রক্ষণশীল শ্রোতাদের কাছ থেকে করতালি অর্জন করে।

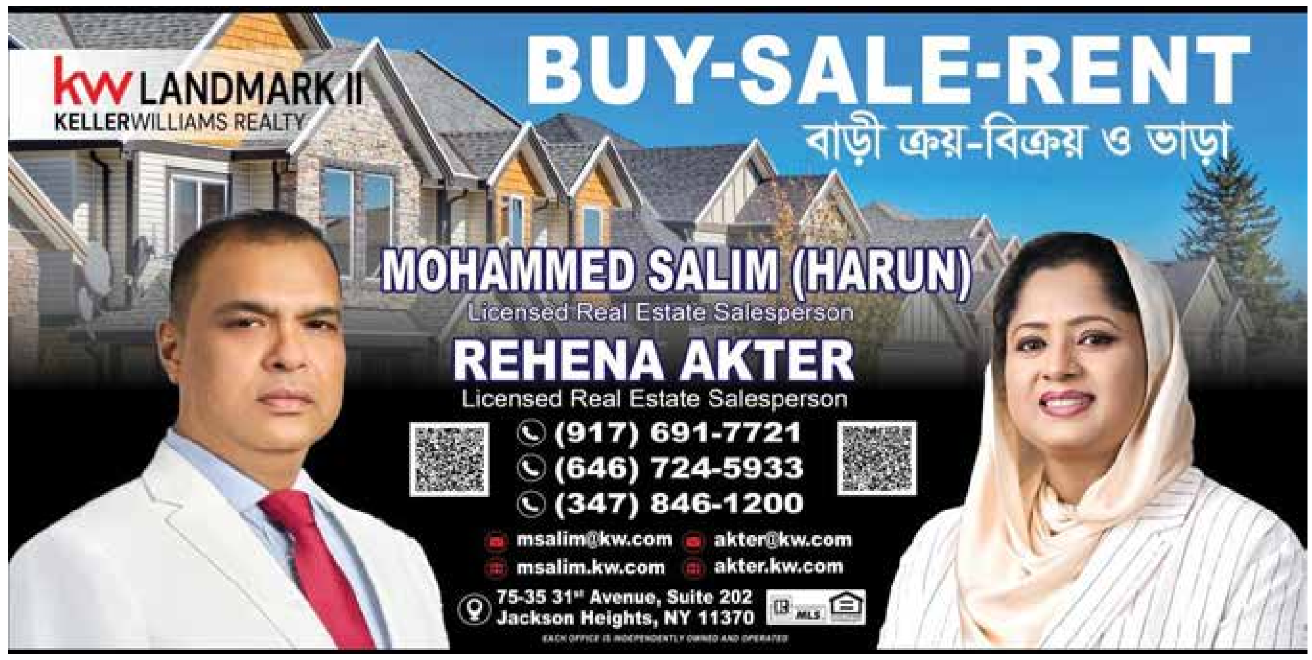

নিউইয়র্ক সিটি ইলেকট্রিশিয়ান

NASRIN CONTRACTING
FULL LICENCED @ INSURED
• 718-223-3856

আমরা যে সব কাজে পারদর্শি
- যে কোন ইলেকট্রিক বায়োলেশন রিমুভ
- সার্ভিস আপগ্রেট এবং নতুন
- ট্রাবল স্যুটিং এবং শর্টসার্কিট
- নিউওয়েরিং এবং পুরাতন ওয়েরিং
- ইলেকট্রিক আপগ্রেট
- সবধরনের লাইট, হায়হেট, সুইস আউট লাইট, নতুন ও আপগ্রেট
- সকল প্রকার ইলেকট্রিক কাজ করি
- রেসিডেন্টশিয়াল এবং কমার্শিয়াল

বিঃদ্রঃ কাউকে কাজ দিয়ে সমস্যায় আছেন অ-সমাপ্ত কাজ নিয়ে? নিশ্চিন্তে ফোন করুন। আপনার কাজ খুবই দায়িত্ব সহকারে শেষ করে বুঝিয়ে দিবো Inspection নিয়ে সমস্যা কল করুন

Nasrin Contracting Corp
116 Avenue C, Suite # 3C
Brooklyn, NY 11218
nysarker@gmail.com
nasrincontracting10@gmail.com
Visit Us : www.nasrincontractingcorp.com

ARMAN CHOWDHURY, CPA
MBA I CMA I CFM

Quick refund with free e-file.
We're open every day.
WE'VE GOT YOU COVERED
Call today for an appointment.
Walk-ins Welcome.

AUTHORIZED e-file PROVIDER

সঠিক ও নির্ভুলভাবে
ইনকাম ট্যাক্স ফাইল করা হয়

- Individual Income Tax
- Business Income Tax
- Non-Profit Tax Return
- Accounting & Bookkeeping
- Retirement and Investment Planning
- Tax Resolution (Individual & Business)

F to 169 Street
87-54 168th Street, Suite 201, Jamaica, NY 11432
Phone: (718) 475-5686, Email: ArmanCPA@gmail.com
www.ArmanCPA.com

Sahara Homes

NOW IS THE TIME TO LIVE THE AMERICAN DREAM!

BUY IT, LIVE IT AND ENJOY IT !!!

Nayeem Tutul
Lic. Real Estate Sales Executive
Cell: 917-400-8461
Office: 718-805-0000
Fax: 718-850-3888
Email: nayeem@saharahomesinc.com
Web: www.saharahomesinc.com

WOMEN'S MEDICAL OFFICE
(NEW LIFE MEDICAL SERVICES, P.C)

OBSTETRICS & GYNECLOGICAL

ডাঃ রাবেয়া চৌধুরী

Rabeya Chowdhury, MD, FACOG
(Obsterics & Gynecology) *Board Certified*

Attending Physician (Obs & Gyn Dept.)
Flushing Hospital Medical Center
North Shore (LIJ) Forest Hill Hospital
Long Island Jewish (LIJ) Hospital

Gopika Nandini Are, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician
Flushing Hospital Medical Center

বাংলাদেশী মহিলা ডাক্তার

Dr. Alda Andoni, M.D.
(Obsterics & Gynecology)
Attending Physician (OBS & GYN Dept.)
Flushing Hospital Medical Center

(F Train to 179th Street (South Side))

91-12, 175th St, Suite-1B
Jamaica, NY 11432

Tel: 718-206-2688, 718-412-0056
Fax: 718-206-2687
email: info@mynewlifemd.com, www.mynewlifemd.com

WALI KHAN, D.D.S
Family Dentistry

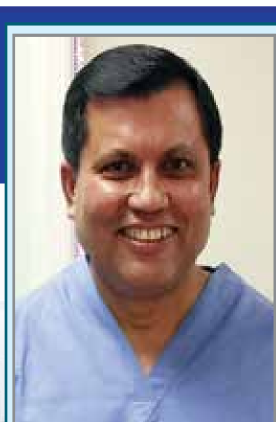

- স্বল্প মূল্যে চিকিৎসা ব্যবস্থা
- জীবাণুমুক্ত যন্ত্রপাতি
- সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সমন্বয়ে চিকিৎসা
- অত্যাধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারে Implant/Biaces
- সব ধরনের মেডিকেইড/ ইন্সুরেন্স ও ইউনিয়ন কার্ড গ্রহণ করা হয়

আপনাদের সেবায় আমাদের দুটি শাখা

জ্যাকসন হাইটস
37-33 77TH STREET,
JACKSON HEIGHTS NY 11372
TEL : 718-478-6100

ব্রঙ্কস ডেন্টাল কেয়ার
1288 WHITE PLAINS ROAD
BRONX NY 10472
TEL : 718-792-6991

Office Hours By Appointment

আমরা সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করে থাকি

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও গণহত্যার

৯ পৃষ্ঠার পর

সব পক্ষকেই কাজ করতে হবে। পতিত শক্তি নানা ধরনের ষড়যন্ত্র করছে। যদি ক্ষমতার লোভে কোনো দল কিংবা কোনো শক্তি যদি মনে করে তারা এককভাবেই সব কিছু করবে বা জাতীয় ঐক্য ভেঙে দেবে বা জনগণের আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে দাঁড়াবে, তাহলে হিতে বিপরীত হবে। তারা সংসদ টেকাতে পারবে না। সংসদ টেকাতে তাদের কষ্ট হবে এবং জনগণের আস্থা তারা পাবে না। তাই সব রাজনৈতিক দলের প্রতি আহ্বান করব, সংস্কারের পক্ষে থাকার।

জুলাই সনদ প্রসঙ্গে এনসিপির আহ্বায়ক আরও বলেন, জুলাই সনদ শুধু একটি দলীয় প্রস্তাব নয়, এটি জনগণের মুক্তির দলিল। জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ছাড়া এই দেশের গণতন্ত্র পূর্ণতা পাবে না। আমরা শুনেছি, ঐকমত্য কমিশনের পক্ষ থেকে জুলাই সনদ বাস্তবায়নের সুপারিশ দেওয়া হবে। আমরা চাই যেসব বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে বা কমিশন যেসব বিষয়কে সংবিধান সংস্কারের জন্য লিপিবদ্ধ করেছে, সেসব বিষয় গণভোটে যাক। জনগণই রায় দেবে, কী থাকবে আর কী বদলাবে।

তিনি বলেন,ও নোট অব ডিসেন্ট বলে কিছু থাকবে না। সংস্কারের রূপরেখা জনগণের হাতে যাবে, তারাই সিদ্ধান্ত নেবে। গণভোট ছাড়া কোনো সনদ বাস্তবায়নের অর্থ জনগণের মতামত উপেক্ষা করা।

নাহিদ উল্লেখ করেন, জুলাই সনদ বাস্তবায়নের রূপরেখা ঘোষণা করতে হবে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকেই। গণভোটের মাধ্যমেই জুলাই সনদ অনুমোদিত হবে এবং এই আদেশ জারি করবেন ড. মুহাম্মদ ইউনূস। সংস্কারের ভিত্তি হবে জনগণের অংশগ্রহণ ও গণসম্মতি।

জুলাই হত্যাকাণ্ডের দায় নেবেন না

৪০ পৃষ্ঠার পর

শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগ একদিন আবার বাংলাদেশের ভবিষ্যতে ভূমিকা রাখবে, সরকারে থাকুক বা বিরোধী দলে। আর এই দল পরিচালনার জন্য তার পরিবারের দরকার হবে না। তিনি বলেন, এটা আমার বা আমার পরিবারের বিষয় নয়। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সংবিধান ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার পুনঃপ্রতিষ্ঠার ওপর। কোনো ব্যক্তি বা পরিবার দেশের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে না।

হাসিনা জানান, তিনি কিংবা তার পরিবারের কেউ হয়তো আর আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে নাও থাকতে পারেন। তবে এ ক্ষেত্রে রয়টার্স বলে, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী তার ছেলে সজীব ওয়াজেদ গত বছর বলেছিলেন যে দল চাইলে তিনি নেতৃত্বের কথা বিবেচনা করতে পারেন।

ভোট বর্জনের আহ্বান

রয়টার্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা বলেছেন, আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে অংশ নিতে না দিলে তাদের লাখ লাখ সমর্থক নির্বাচন বর্জন করবে। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের ওপর নিষেধাজ্ঞা শুধু অবিচারই নয়, এটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। পরবর্তী সরকারের অবশ্যই নির্বাচনী বৈধতা থাকতে হবে। লাখ লাখ মানুষ আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে। এখন যে অবস্থা রয়েছে, তাতে তারা ভোট দেবে না। আপনি যদি একটি কার্যকর রাজনৈতিক ব্যবস্থা চান, তাহলে আপনি লাখ লাখ ভোটারকে বঞ্চিত করতে পারেন না।

আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ দেওয়া হবে সে আশা প্রকাশ করেছেন শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, আমরা আওয়ামী লীগের ভোটারদের অন্যান্য দলকে সমর্থন করতে বলছি না। আমরা এখনো আশা করি, মানুষের বোধোদয় হবে ও আমাদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুযোগ দেওয়া হবে।

আর এএফপিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগসহ সব বড় রাজনৈতিক দলকে বাদ দিয়ে কোনো নির্বাচন গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তার দলকে বাদ দিয়ে নির্বাচন আয়োজন করা মানে দেশে ভবিষ্যৎ বিভেদের বীজ বপন করা।

নিজের আমলে হওয়া গুম নিয়ে কথা বলেননি

অভিযোগ আছে, শেখ হাসিনার সাড়ে ১৫ বছরের শাসনামলে ভিন্নমত পোষণকারী ব্যক্তিদের গুম করা হতো। সম্প্রতি গুমসংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের কাছে ১ হাজার ৮৫০টি গুমের অভিযোগ আসে, যার মধ্যে ১ হাজার ৩৫০টি অভিযোগ যাচাই-বাছাই করা হয়েছে। এখনো নিখোঁজ রয়েছেন ৩৪৫ জন। অন্যদিকে, মানবাধিকার সংগঠন 'অধিকার' জানিয়েছে, ২০০৯ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত শাসনামলে দেশে গুম হন ৬৭৭ জন।

সাক্ষাৎকারে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বললেও ও নিজেকে নির্দোষ উপস্থাপনের চেষ্টা করলেও নিজের শাসনামলে হওয়া গুমের ঘটনাগুলো নিয়ে কথা বলেননি হাসিনা। উল্টো রয়টার্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা অভিযোগ করেন, ক্ষমতাচ্যুতির পর তার সমর্থকদের ওপর বড় ধরনের দমন অভিযান চালানো হয়েছে। ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী 'অপারেশন ডেভিল হান্ট' নামে একটি অভিযানে হাজারো মানুষকে গ্রেফতার করে, যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তারা রাষ্ট্র অস্থিতিশীল করার ষড়যন্ত্র করছে।

ভারতে যেমন আছেন

বর্তমানে শেখ হাসিনা দিল্লিতে অবস্থান করছেন। তার দাবি, সেখানে তিনি 'স্বাধীনভাবেই' জীবনযাপন করছেন।

রয়টার্স জানিয়েছে, কয়েক মাস আগে দিল্লির ঐতিহাসিক লোধি গার্ডেনে শেখ হাসিনাকে হেঁটে বেড়াতে দেখা যায়। তার সঙ্গে ছিলেন দুজন ব্যক্তি, যাদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী বলে মনে হচ্ছিল। অনেক পথচারী তাকে চিনে অভিবাদন জানালে তিনি মাথা নেড়ে সাড়া দেন।

এক পর্যায়ে ইনডিপেনডেন্ট তাদের প্রতিবেদনে লেখে, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতেই রায় ঘোষণা হবে ও সম্ভবত তিনি জানেন ইতিহাস তার বিচার সদয়ভাবে করবে না। যদিও শেখ হাসিনা বলেছেন, সহিংস বিদ্রোহের মুখে দেশ রক্ষায় সাংবিধানিক কর্তব্য পালনের জন্য গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত কোনো নেতাকে বিচারের মুখোমুখি করা উচিত নয়।

শেখ হাসিনা সব দায় অস্বীকার করলেও দ্য ইনডিপেনডেন্ট মন্তব্য করেছে যে গত বছর বাংলাদেশে বিক্ষোভকারীদের ওপর যে দমন-পীড়ন চালানো হয়েছিল, তা বিশ্বকে শোকার্ত করে তুলেছিল। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের উপআঞ্চলিক পরিচালক বাবু রাম পান্ত তখন বলেছিলেন, বাড়তে থাকা মৃত্যুর সংখ্যা বাংলাদেশি কর্তৃপক্ষের বিক্ষোভকারী বা ভিন্নমতের প্রতি একেবারেই অসহিষ্ণুতাকে তুলে ধরেছে। জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক তখন বলেছিলেন, ছাত্র বিক্ষোভকারীদের ওপর আক্রমণ বিশেষভাবে দুঃখজনক ও অগ্রহণযোগ্য।

বাংলাদেশে জুলাই অভ্যুত্থান নিয়ে জাতিসংঘের তথ্যানুসন্ধানী দলের প্রতিবেদনেও বলা হয়, বাংলাদেশে গত বছরের ১৫ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত বিক্ষোভ চলাকালে ১ হাজার ৪০০ মানুষ নিহত হয়ে থাকতে পারেন, আহত হন কয়েক হাজার। এসব হতাহতের বেশির ভাগ হয় আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর গুলিতে। এটি ছিল ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের পর বাংলাদেশে সবচেয়ে সহিংস ঘটনা। পাশাপাশি মানবাধিকার সংস্থাগুলো দীর্ঘদিন ধরেই শেখ হাসিনা সরকারকে বিরোধীদের দমন, রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড, বিচারব্যবস্থার অপব্যবহার ও একতরফা নির্বাচনের জন্য অভিযুক্ত করেছিল।

সূত্র: দ্য ইন্ডিপেনডেন্ট, রয়টার্স ও এএফপি

যুক্তরাষ্ট্রে গ্রিনকার্ড বাতিলের প্রক্রিয়া

৫০ পৃষ্ঠার পর

এনফোর্সমেন্ট (আইস)। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের 'অভ্যন্তরীণ দুর্বৃত্তদের কবল থেকে আমেরিকানদের রক্ষা' শীর্ষক নির্বাহী আদেশ জারির পর থেকে এই অভিযান জোরদার করা হয়েছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে মোট ৪৫ হাজার গ্রিনকার্ডের কার্যকারিতা স্থগিত করা হয়েছে। সংশ্লিষ্টদের নিকটস্থ ইমিগ্রেশন অফিসে হাজির হতে নোটিস (Notice to Appear–NTA) পাঠানো হয়েছে। এসবের মধ্যে বেশ কিছু বাংলাদেশিও রয়েছেন বলে জানা গেছে।

ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ জানায়, রাজনৈতিক আশ্রয় বা অন্য কোনো কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য জমা দেওয়া তথ্য ও উপাত্তে অসঙ্গতি বা সন্দেহজনক তথ্য পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট গ্রীনকার্ডধারীকে এনটিএ পাঠানো হচ্ছে। ক্যালিফোর্নিয়া, মিশিগান, টেক্সাস, নিউজার্সি, পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, নিউইয়র্ক, ভার্জিনিয়া, ওহাইও, আলাবামা ও ম্যাসাচুসেটসসহ বিভিন্ন স্টেট থেকে পাওয়া তথ্য

বাকি অংশ ৪৮ পৃষ্ঠায়

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS CORP.

মর্টগেজ
নিয়ে আপনি কি বাড়ী কিনতে চান?
LOW INCOME NO PROBLEM

ফ্রি পরামর্শ দিয়ে থাকি

আপনাদের সেবাই আমাদের লক্ষ্য

- ইন্টারেস্ট রেট কম
- রি-ফাইন্যান্সিং
- ইনভেস্টমেন্ট
- প্রি এপ্রোভাল
- ফাস্ট ক্লোজিং
- মর্টগেজ পরামর্শ

DIRECT LENDER

- এক বছরের ট্যাক্স ফাইল (১০৯৯) দিয়ে বাড়ী কিনতে পারেন মাত্র ৫% ডাউন পেমেন্টে।
- ট্যাক্সি ক্যাব এবং বিজনেস ওনারদের জন্য বিশেষ প্রোগ্রাম।
- যারা হোমকেয়ারে কাজ করেন, তাদের জন্য বিশেষ সুবিধা।
- যাদের ওয়ার্ক পারমিট আছে, তারাও বাড়ী কিনতে পারবেন।

AKIB HUSSAIN
BRANCH MANAGER
(646) 920-4799

MOZEZA MONALISA
LOAN PRODUCTION COORDINATOR
(347) 403-6644

139-27 QUEENS BLVD SUITE 2, JAMAICA, NY 11435

Empire Care Agency

LHCSA Licensed Home Health Care

PCA / HHA SERVICE

WHY CHOOSE US?
We Pay The Highest Rate
Our Experienced Nurse Will Advocate for your more Hours

OUR SERVICES
Skilled Nursing
Home Health Aides
Medicaiton Remindrs
Meal Preparation
Personal Care
Light Housekeeping

হোম কেয়ার সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট দিয়ে থাকি

$23
Per Hour Giver to
PCA & HHA
Care Giver

WE SPEAK BANGLA, HINDI, URDU, PUNJABI, SPANISH

NURUL AZIM
CEO
516-451-3748

119-40 Metropolitan Ave
Suite 101C, Kew Gardens
NY 11415

516-900-7860
Fax: 212-381-0649
Empirehcam@gmail.com

নিউইয়র্ক নিয়ে ট্রাম্প ও মামদানির

৭ পৃষ্ঠার পর

ব্যয় টেকসই রাখাকে কঠিন করে তুলছে।

শহরের শেষ কার্যকর নেতা ছিলেন মাইকেল ব্লুমবার্গ। এখন নিউইয়র্কবাসী চাইছেন এক ভিন্ন ধরণের রাজনীতি। গত নির্বাচনে ট্রাম্প নিউইয়র্কে অস্বাভাবিকভাবে বেশি ভোট পেয়েছিলেনড়কুইন্সে ৩৭ শতাংশ ও ব্রঙ্কসে ২৭ শতাংশ।

অন্যদিকে মামদানিও অসাধারণ বক্তা ও প্রভাবশালী যোগাযোগকারী। যিনি সাধারণ ভোটারদের কাছে নিজেকে ঘনিষ্ঠ করে তুলতে পারেন। তিনি প্রাথমিক নির্বাচনে সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুয়োমোকে বড় ব্যবধানে পরাজিত করেন।

মামদানির প্রস্তাবনা আকর্ষণীয় হলেও অর্থনৈতিকভাবে বিপজ্জনক। এগুলো বাস্তবায়ন করতে হলে ধনীদের কর আরও বাড়াতে হবে, যা আরও ধনী নাগরিককে শহর ছাড়তে বাধ্য করবেড়ফলে রাজস্ব সংকট তৈরি হতে পারে। অন্যদিকে, ট্রাম্পের পরিকল্পনা আরও বিপজ্জনক ও আইনি ঝুঁকিপূর্ণ। তিনি নিউইয়র্কের বাজেটের ৬.৪ শতাংশ ফেডারেল অনুদান বন্ধের হুমকি দিয়েছেন, যদিও কংগ্রেসের অনুমতি ছাড়া তিনি তা করতে পারেন না। এছাড়া তিনি শহরে অভিবাসনবিরোধী অভিযান বাড়ানোর কথা বলেছেনড়য়া উত্তেজনা ছড়িয়ে ন্যাশনাল গার্ড মোতায়েনের অজুহাত দিতে পারে।

ট্রাম্পের কাছে দুঃখপ্রকাশ করেছেন

৭ পৃষ্ঠার পর

সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপচারিতায় কার্নি জানান, বুধবার (২৯ অক্টোবর) দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের আয়োজিত এক নৈশভোজে ট্রাম্পের কাছে ব্যক্তিগতভাবে দুঃখপ্রকাশ করেছেন।

কার্নি আরও জানান, বিজ্ঞাপনটি প্রচারের আগে তিনি অন্টারিও প্রিমিয়ার ডগ ফোর্ডের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন এবং বিজ্ঞাপনটি প্রচার না করতে পরামর্শ দেন।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি ফোর্ডকে বলেছি, আমি চাই না এই বিজ্ঞাপনটি সম্প্রচারিত হোক।

বিজ্ঞাপনটি তৈরি করেছিলেন ফোর্ড, যিনি একজন রক্ষণশীল রাজনীতিক। বিজ্ঞাপনে রিগ্যানের একটি পুরোনো বক্তব্য ব্যবহার করা হয়, যেখানে তিনি বলেছিলেনড়শুল্ক বাণিজ্যযুদ্ধ ও অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণ হতে পারে।

বিজ্ঞাপনটির প্রতিক্রিয়ায় ট্রাম্প ঘোষণা দেন যে কানাডার পণ্যে শুল্ক বৃদ্ধি করা হবে, পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য আলোচনা স্থগিত করা হয়। দক্ষিণ কোরিয়া সফর শেষে ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, নৈশভোজে কার্নির সঙ্গে তার খুবই সুন্দর আলাপ হয়েছে, যদিও বিস্তারিত জানাননি। তবে শুক্রবার ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বাণিজ্য আলোচনা আপাতত পুনরায় শুরু হচ্ছে না।

কার্নি আরও জানান, শুক্রবার তার সঙ্গে চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিংয়ের বৈঠককে তিনি দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি মোড় পরিবর্তনকারী মুহূর্ত হিসেবে দেখছেন।

২০১৭ সালের পর এটিই ছিল কানাডা ও চীনের নেতাদের মধ্যে প্রথম আনুষ্ঠানিক বৈঠক। এর আগে চীনে কানাডার নাগরিকদের আটক ও মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হওয়া এবং চীনের পক্ষ থেকে কানাডার নির্বাচনে হস্তক্ষেপের অভিযোগ দুই দেশের সম্পর্কে টানাপোড়েন তৈরি করেছিল।

কার্নি বলেন, তিনি নির্বাচনে বিদেশি হস্তক্ষেপসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শি জিনপিংয়ের সঙ্গে আলোচনা করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্র-চীনের ‘ট্রেড ট্রুস’: বৈশ্বিক

৭ পৃষ্ঠার পর

চুক্তি প্রতি বছর নবায়ন করা হবে। তিনি বলেন, ‘রেয়ার আর্থস এখন আর কোনো ‘প্রতিবন্ধক’ নয়। আশা করি, কিছুদিনের জন্য এই শব্দটা আমাদের অভিধান থেকে মুছে যাবে।’

এশিয়া সফরের অংশ হিসেবে ট্রাম্পের এটি ছিল মালয়েশিয়া ও জাপান সফরের পর শেষ বৈঠক। তিনি জানান, চীন বিপুল পরিমাণ মার্কিন সয়াবিন কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

চীনা প্রেসিডেন্ট শি বলেন, দুপক্ষ সমস্যাগুলো মোকাবিলায় একটি ঐকমত্যে পৌঁছেছে। তবে তিনি চুক্তির নির্দিষ্ট বিবরণ প্রকাশ করেননি। রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সিনহুয়া জানায়, শি উভয় পক্ষকে আহ্বান জানিয়েছেন দ্রুত চুক্তি বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নির্ধারণ করতে, যাতে এর ফল দৃশ্যমান হয় এবং উভয় দেশ ও বৈশ্বিক অর্থনীতি আশ্বস্ত হয়।

চীনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় পরে চুক্তির বিভিন্ন দিক নিশ্চিত করেছে। মন্ত্রণালয় জানায়, ট্রাম্প ওয়াশিংটনের কালো তালিকা সম্প্রসারণ স্থগিত করতে সম্মত হয়েছেন– অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানি ও ব্যক্তির সঙ্গে ব্যবসা করতে নিষিদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোর তালিকায় নতুন নাম যোগ করা হবে না। উভয় দেশই পারস্পরিক বন্দর ফি বৃদ্ধিও স্থগিত রাখবে।

চীনের বিরল খনিজ রপ্তানির ওপর লাইসেন্স বাধ্যতামূলক করার পরিকল্পনা বৈশ্বিক সরবরাহ শৃঙ্খলে বড় ধরনের বিপর্যয়ের আশঙ্কা তৈরি করেছিল। বিশ্বের অধিকাংশ বিরল খনিজ উৎপাদনের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ চীনের হাতে যা স্মার্টফোন থেকে শুরু করে যুদ্ধবিমান পর্যন্ত নানা প্রযুক্তিপণ্যে ব্যবহৃত হয়।

সাংহাইভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ‘হুতং রিসার্চ’-এর পার্টনার শান গুও বলেন, ‘ফেন্টানিল সম্পর্কিত শুল্ক কমানোর সিদ্ধান্তটা অনেকটা প্রত্যাশিতই ছিল। চীন এই দাবি তুলেছিল আগেই, আর রেয়ার আর্থস ইস্যুকে ব্যবহার করেছে দর কষাকষির হাতিয়ার হিসেবে।’

তিনি আরও বলেন, ‘২০ শতাংশ থেকে ১০ শতাংশে নামানো হলেও যুক্তরাষ্ট্র এখনও কিছু প্রভাব ধরে রাখতে চাইছে, যাতে ভবিষ্যতের আলোচনায় সেটি কাজে লাগে। তবে এই হ্রাস চীনা পণ্যের জন্য আসিয়ান দেশগুলোর তুলনায় প্রতিযোগিতামূলক অসুবিধা কিছুটা কমাবে।’

সম্মেলনের আগে অনেকেই ধরে নিয়েছিলেন বড় কোনো চুক্তি হবে না। বাস্তবেও দেখা গেল, বেশিরভাগ শুল্ক ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ আগের মতোই বহাল থাকছে।

ট্রাম্পের ঘোষণামতে, ফেন্টানিল শুল্ক অর্ধেকে নামলেও যুক্তরাষ্ট্রে চীনা পণ্যের গড় শুল্ক প্রায় ৪৭ শতাংশেই থাকবে, আর চীনের গড় শুল্ক যুক্তরাষ্ট্রের পণ্যের ওপর প্রায় ৩২ শতাংশে স্থির থাকবে।

এখনও যুক্তরাষ্ট্রে এক হাজারেরও বেশি চীনা প্রতিষ্ঠান রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ তালিকায় রয়েছে, বিপরীতে চীনের অবিশ্বস্ত সত্তা তালিকায়ও রয়েছে বেশ কয়েকটি মার্কিন কোম্পানি।

বৈঠকে শি বলেন, ‘মাঝে মাঝে কিছুটা টানাপড়েন হওয়া স্বাভাবিক।’ অনুবাদকের মাধ্যমে ট্রাম্পের উদ্দেশে তিনি আরও বলেন, ‘চীনের উন্নয়ন ও পুনরুত্থান প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ‘আমেরিকাকে আবার মহান করা’র লক্ষ্যের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয়।’

দুই দেশ এ সময় নৌবন্দর ফি-সংক্রান্ত প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয়, যা জাহাজ নির্মাণ, সমুদ্রবাণিজ্য ও লজিস্টিক খাতে আধিপত্য রোধে নেওয়া হয়েছিল।

ট্রাম্প জানান, যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি ক্রয় প্রক্রিয়া শুরু করবে চীন। তিনি ইঙ্গিত দেন, আলাস্কার ৪৪ বিলিয়ন ডলারের তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) প্রকল্পে বড় চুক্তি হতে পারে।

ট্রাম্প আরও বলেন, তিনি আগামী এপ্রিল মাসে চীন সফরে যাবেন এবং পরবর্তীতে শি যুক্তরাষ্ট্র সফর করবেন।

সিঙ্গাপুর ভিত্তিক হিনরিচ ফাউন্ডেশনের ট্রেড নীতি বিশেষজ্ঞ ডেবোরা এলমস বলেন, ‘এটাকে পুরোপুরি সমঝোতা নয়, বরং একধরনের আংশিক ফ্রিজ বা সামান্য পিছু হটা বলা যেতে পারে।’

অন্যদিকে সাংহাইয়ের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ‘টাইডালওয়েভ সলিউশনস’-এর পার্টনার ক্যামেরন জনসন বলেন, ‘বর্তমান প্রেক্ষাপটে এর চেয়ে ভালো ফল দুপক্ষের পক্ষে পাওয়া সম্ভব ছিল না। অন্তত স্বল্পমেয়াদে যুক্তরাষ্ট্র-চীন সম্পর্ক আর অবনতির দিকে যাবে না।’

তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, ট্রাম্পের ঘোষণামতে এই চুক্তি প্রতি বছর পর্যালোচনার আওতায় থাকবে, ‘এতে উভয় পক্ষ প্রতি বছর সম্পর্ক ও পারস্পরিক কেনাবেচার ক্ষমতা পুনঃমূল্যায়নের সুযোগ পাবে।’

যাহোক, চুক্তি হয়তো তাৎক্ষণিক সংঘাত কমাবে, কিন্তু দুই অর্থনৈতিক পরাশক্তির দ্বন্দ্ব এখনও অবসান হয়নি, বরং সাময়িক বিরতিতে ঢেকে রাখা এক অমীমাংসিত প্রতিযোগিতা এখন নতুন এক বছরের সময়সীমায় প্রবেশ করেছে।

বিশ্ববাজারে শান্ত প্রতিক্রিয়া

শি জিনপিংয়ের সঙ্গে ট্রাম্পের বৈঠকটি হয় দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে মিয়ুংয়ের সঙ্গে এক সম্মেলনের পর। সেখানেই যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়া কয়েক মাস ধরে চলা শুল্কসংক্রান্ত আলোচনার প্রায় সব খুঁটিনাটি চূড়ান্ত করে।

তবে চীনের সঙ্গে এই সমঝোতার পরও বিশ্ববাজারে তেমন কোনো উচ্ছ্বাস দেখা যায়নি। হংকং, সাংহাই ও সিডনির সূচকগুলো নিম্নমুখী থেকে লেনদেন সম্পন্ন হয়েছে, আর জাপানের প্রধান সূচক অপরিবর্তিত ছিল।

সাংহাই কম্পোজিট সূচক দশ বছরের সর্বোচ্চ থেকে কিছুটা নেমে আসে, আর যুক্তরাষ্ট্রের সয়াবিন ফিউচারও দুর্বল হয়ে পড়ে।

অস্ট্রেলিয়ার অর্থনৈতিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান উইলিয়াম বাক-এর প্রধান অর্থনীতিবিদ বেসা ডেদা রয়টার্সকে বলেন, ‘বাজারের প্রতিক্রিয়া অনেক সংযতড়ট্রাম্প বৈঠকটিকে যেভাবে উচ্ছ্বাসভরে বর্ণনা করেছেন, তার সঙ্গে এর কোনো মিল নেই।’

মার্কিন সিনেটের ডেমোক্র্যাট নেতা চাক শুমার বৃহস্পতিবার এক্স-এ লিখেছেন, ‘ট্রাম্পের কথায় বিশ্বাস করবেন না। তিনি চীনের কাছে নতি স্বীকার করেছেন।’

এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বাণিজ্য অংশীদারদের মধ্যে শুধু ব্রাজিল ও ভারতই অতিরিক্ত শুল্কের আওতায় রয়েছে।

বৈঠকের আগে থেকেই ওয়াল স্ট্রিট থেকে টোকিও পর্যন্ত বিশ্ব শেয়ারবাজারে আশাবাদের সঞ্চার হয়েছিলড়বিশ্বের দুই বৃহত্তম অর্থনীতির এই বাণিজ্যযুদ্ধ হয়তো এবার প্রশমিত হবে, এমন প্রত্যাশায়।

রবিবার (২৬ অক্টোবর) মার্কিন আলোচকরা জানায়, চীনের সঙ্গে একটি প্রাথমিক কাঠামোতে তারা একমত হয়েছে, যার ফলে যুক্তরাষ্ট্র চীনা পণ্যে ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ থেকে বিরত থাকবে এবং চীনও রেয়ার আর্থের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণে কিছুটা শিথিলতা আনবে।

এনভিডিয়া ও তাইওয়ান ইস্যু আলোচনায় আসেনি

বৈঠকে এনভিডিয়ার নতুন ব্ল্যাকওয়েল চিপ নিয়ে কোনো আলোচনা হয়নি বলে জানান ট্রাম্প, যা চীনের ৫০ বিলিয়ন ডলারের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বাজারে প্রতিষ্ঠানের অবস্থানকে আরও অনিশ্চিত করে তুলেছে।

ট্রাম্পের বিদায়ের পরপরই দক্ষিণ কোরিয়ায় পৌঁছানো এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহী জেনসেন হুয়াং বলেন, ‘আমার বিশ্বাস, ট্রাম্প ও শি ভালোভাবে কথা বলেছেন এবং উভয় দেশ নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করবে।’

তাইওয়ান প্রসঙ্গেও কোনো আলোচনা হয়নি বলে জানান ট্রাম্প। তবে তাইওয়ানের প্রধান বাণিজ্য আলোচক জানিয়েছেন, তিনি অ্যাপেক সম্মেলনের ফাঁকে এক মার্কিন কর্মকর্তার সঙ্গে বৈঠক করেছেন, যদিও আলোচনার বিস্তারিত জানাননি।

বৈঠক শুরুর কয়েক মিনিট আগেই ট্রাম্প ৩৩ বছর পর যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা পুনরায় শুরু করার নির্দেশ দেনড়রাশিয়া ও চীনের বাড়তে থাকা অস্ত্রভাণ্ডারের উদাহরণ টেনে।

এ বিষয়ে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলেছে, তারা আশা করে যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক পরীক্ষার নিষেধাজ্ঞা বজায় রাখবে।

এভাবেই দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক আপাতত কিছুটা উষ্ণ হলেও বিশ্লেষকরা বলছেন, এটি কেবল একটি ‘ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতি’। মূল সমস্যাগুলো এখনো রয়ে গেছে, যা যেকোনো সময় নতুন সংঘাতের জন্ম দিতে পারে।

দক্ষিণ কোরিয়াকেও পারমাণবিক সাবমেরিন প্রযুক্তি দেবে যুক্তরাষ্ট্র

দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

তবে প্রকল্পের আকার বা ব্যয় সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি। আলোচনার অংশ হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়া মার্কিন জাহাজ নির্মাণ শিল্পে ১৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগের অঙ্গীকার করেছে বলে জানা গেছে।

সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে ট্রাম্প জানিয়েছেন, দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জে মিয়ুংএর সঙ্গে বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। লি জে মিয়ং বলেছেন, ওয়াশিংটনের সঙ্গে দক্ষিণ কোরিয়ার জোটকে আধুনিকায়ন করাই তার লক্ষ্য। এজন্য সিউল যুক্তরাষ্ট্রের ওপর আর্থিক চাপ কমাতে সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি করার পরিকল্পনা নিয়েছে।

লি আরও বলেন, বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়ার ডিজেলচালিত সাবমেরিনগুলো অন্য দেশের সাবমেরিন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছে। পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন পেলে তা শুধু দক্ষিণ কোরিয়ার নয়, বরং যুক্তরাষ্ট্রের আঞ্চলিক নিরাপত্তা কার্যক্রমেও সহায়ক হবে।

বিশ্বজুড়ে মার্কিন পারমাণবিক সাবমেরিন প্রযুক্তি সবচেয়ে সংরক্ষিত ও স্পর্শকাতর সামরিক জ্ঞান হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। ডিজেল সাবমেরিনকে নিয়মিতভাবে ব্যাটারি চার্জের জন্য উপরে উঠতে হয়। কিন্তু পারমাণবিক সাবমেরিন দীর্ঘ সময় পানির নিচে থেকে চলাচল করতে সক্ষম। তবে ট্রাম্পের ঘোষণার বিষয়ে মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতর পেন্টাগন এখনো কোনো মন্তব্য করেনি। সূত্র : অ্যাসোসিয়েট প্রেস

দরিদ্র আমেরিকানদের জন্য খাদ্য

৬ পৃষ্ঠার পর

শাটডাউনেরও এখনো কোনো সমাধান হয়নি। ইউএসডিএ এক ঘোষণায় বলেছে, খাদ্য সহায়তার বরাদ্দ শেষ। বিবিসির তথ্যমতে, ডেমোক্র্যাট অ্যাটর্নি জেনারেলদের নেতৃত্বে ২৫টি অঙ্গরাজ্য ও ওয়াশিংটন ডিসি এই মামলায় যুক্ত হয়েছে। তাদের যুক্তি, প্রশাসন যদি জরুরি তহবিল ব্যবহার না করে তবে তা আইনবিরুদ্ধ হবে এবং দরিদ্র নাগরিকরা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

মামলায় বলা হয়েছে, এসএনএপি কর্মসূচি বন্ধ হলে জনগণের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ ভয়াবহভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। খাদ্য সহায়তা বন্ধ মানে অনাহার, অপুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার বিস্তার। বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে একাগ্রতা হ্রাস, ক্লান্তি, বিষন্নতা এবং আচরণগত সমস্যার মতো গুরুতর প্রভাব ফেলতে পারে। অ্যারিজোনা, ক্যালিফোর্নিয়া, কলোরাডো, কানসাস, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন ও উইসকনসিনসহ মোট ২৫টি অঙ্গরাজ্য এই মামলায় অংশ নিয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়ার গভর্নর গ্যাভিন নিউসম এক বিবৃতিতে বলেন- ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন বিশ্বজুড়ে নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তখন তিনি নিজ দেশের কোটি মানুষকে অনাহারে ঠেলে দিচ্ছেন।

এটা নির্মমতা এবং এর মাধ্যমে তিনি আমেরিকান জনগণের প্রতি নিজের উদাসীনতা প্রকাশ করছেন। অন্যদিকে ইউএসডিএ অভিযোগ করেছে, এই অচলাবস্থার জন্য ডেমোক্র্যাটরাই দায়ী। সংস্থাটি এক বিবৃতিতে বলেছে, এখন ডেমোক্র্যাটদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে তারা কি নিজেদের দলের চরমপন্থিদের তুষ্ট করবে, নাকি সরকার পুনরায় সচল করে মায়েরা, শিশু ও দরিদ্ররা যেন সময়মতো খাদ্য সহায়তা পায়, তা নিশ্চিত করবে। যুক্তরাষ্ট্রে সামাজিক নিরাপত্তা ও খাদ্য সহায়তা কর্মসূচি নিয়ে রাজনৈতিক টানাপোড়েন নতুন নয়। তবে চলমান প্রশাসনিক অচলাবস্থা ও জরুরি তহবিল ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত এবার নিম্নআয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য বড় সংকট ডেকে আনতে পারে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

যুক্তরাষ্ট্রে চলমান শাটডাউনের জেরে থমকে গেছে হাজারো সরকারি কর্মকর্তার জীবন। প্রায় ৭০ হাজার কর্মকর্তাকে বেতন ছাড়াই পাঠানো হয়েছে বাধ্যতামূলক ছুটিতে। এতে জীবিকা নির্বাহ করতে হিমশিম খাচ্ছেন তারা। পেশায় একজন সরকারি আইনজীবীকে গায়ে থ্রি পিস স্যুট ও গলায় টাই পরে গত প্রায় এক মাস ধরে ফুটপাতে খাবার বিক্রি করতে দেখা যায়। মার্কিন ফেডারেল শাটডাউনের কারণে বেতন ছাড়াই বাধ্যতামূলক ছুটিতে যাওয়ার পর এটিই আইজ্যাক স্টেইনের জীবিকা নির্বাহের মাধ্যম।

যদিও শাটডাউনের আগে শুধুমাত্র ছুটির দিন উপভোগ করার একটি মাধ্যম হিসেবে এ কাজ শুরু করেছিলেন তিনি। একই দশা যুক্তরাষ্ট্রের প্রায় ৭০ হাজার ফেডারেল কর্মকর্তার। শাটডাউনের মুখে উপার্জন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন কর্মকর্তারা। এককালে যারা সচ্ছল জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন, তাদের দাঁড়াতে দেখা যাচ্ছে বিনামূল্যে খাদ্য সহায়তা গ্রহণের লাইনে।

কানাডার সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনায়

৭ পৃষ্ঠার পর

বিজ্ঞাপনকে কেন্দ্র করে কানাডার সঙ্গে চলমান আলোচনা বাতিল করেন এবং কানাডার পণ্যে অতিরিক্ত ১০ শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা দেন।

অন্টারিও প্রদেশ সরকারের তৈরি বিজ্ঞাপনে রিগানের পুরোনো ভাষণ ব্যবহার করে বলা হয়, বিদেশি পণ্যে শুল্ক আরোপ বাণিজ্যযুদ্ধ সৃষ্টি করে এবং কর্মসংস্থান নষ্ট করে। বিতর্কের পর অন্টারিওর প্রিমিয়ার ডগ ফোর্ড বিজ্ঞাপনটি স্থগিত করেন।

প্রধানমন্ত্রী কার্নি জানিয়েছেন, কানাডা আলোচনা পুনরায় শুরু করতে প্রস্তুত। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র কানাডার সবচেয়ে বড় বাণিজ্য অংশীদার। দেশটির মোট রপ্তানির প্রায় ৭৫ শতাংশই যায় যুক্তরাষ্ট্রে। তবে ট্রাম্প প্রশাসনের নতুন শুল্কনীতিতে দুই দেশের সম্পর্ক টানাপোড়েনে পড়েছে।

রাশিয়া-চীনের সঙ্গে সমান তালে

৬ পৃষ্ঠার পর

ভ্লাদিমির পুতিন ঘোষণা দিয়েছিলেন, পারমাণবিক ওয়ারহেড বহনে সক্ষম ‘বুরেভেসনিক’ নামের পারমাণবিক ক্রুজ মিসাইলের সফল পরীক্ষা চালানো হয়েছে । একই সময় ‘পোসেইডন’ নামের পারমাণবিক সুপার টর্পেডো পরীক্ষারও দাবি করেছে রাশিয়া। জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এ পরীক্ষা চালানো হয়েছে বলে ক্রেমলিনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

আন্তর্জাতিক পারমাণবিক অস্ত্র বিলুপ্তি প্রচারণা (আইসিএএন) এর তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে রাশিয়ার হাতে সবচেয়ে বেশি ৫,৫০০টি পারমাণবিক ওয়ারহেড রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এমন ওয়ারহেড রয়েছে প্রায় ৫,০৪৪টি।

বাংলাদেশ ‘বিরাট সংকটে’, উদ্ধারের

৯ পৃষ্ঠার পর

তার উল্লেখ না রেখে দীর্ঘ আলোচনায় যেসব প্রসঙ্গ আলোচনা আসেনি, তা অন্তর্ভুক্ত করে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের অন্য সকল সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য বিধায় আমরা একমত হতে পারছি না।’

সুপারিশমলায় সাংবিধানিক আদেশ জারি করে গণভোটের মাধ্যমে সনদ বাস্তবায়নের কথা বলা হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, ওই আদেশ জারির পর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে যথোপযুক্ত সময়ে অথবা নির্বাচনের দিন গণভোট হবে। তবে কখন সেই ভোট হবে তা নিয়ে বিএনপির সঙ্গে জামায়াতে ইসলামী ও এনসিপির প্রবল মতবিরোধ রয়েছে।

জামায়াতসহ আটটি দল বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের সামনে বিক্ষোভ করেছে। তারা কমিশনকে স্মারকলিপি দিয়ে নভেম্বরের মধ্যে গণভোট দাবি করেছে।

এমন পরিস্থিতির কারণে দেশে সংকট তৈরি হয়েছে মন্তব্য করে নাগরিক ঐক্যের সভাপতি বলেন, ‘আমি বলি, আজ সমস্ত দায়িত্ব বিএনপির ওপরে। আমি বিএনপি করি না, বিএনপির সব প্রস্তাব মানিও না, বিএনপি সবচাইতে ভালো দল আমি তাও বলি ন্াএর চাইতেও ভালো হতে পারে।’

‘কিন্তু বর্তমান সময়ের জন্য এখন ‘রিলে রেইসের’ কাঠি বিএনপির হাতে। তাদের সেই ভূমিকা পালন করতে পারতে হবে।’

জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল-জেএসডির ৫৩তম প্রতিষ্ঠবার্ষিকীর আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছিলেন মান্না।

দলটির প্রতিষ্ঠাতা আ স ম আবদুর রব অসুস্থ থাকার জন্য অনুষ্ঠানে আসতে পারেননি। তবে তার লিখিত বক্তব্য পড়ে শোনানো হয়। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। সভায় অতিথির বক্তব্যে নাগরিক ঐক্যের নেতা মান্না বলেন, ‘অনেকে জিজ্ঞাসা করেন আমাকে, ওরা (জাতীয় ঐক্যমত্য কমিশন) এরকম কাজ করল কেন?’

তিনি ঐকমত্য কমিশনের সুপারিশমালায় ভিন্নমত বা নোট ডিসেন্টসহ ঐকমত্য হয়েছে, তার উল্লেখ না রেখে দীর্ঘ আলোচনায় যেসব প্রসঙ্গ আলোচনায় আসেনি, তা অন্তর্ভুক্ত করার বিষটিকে বোকামি, নিবুর্দ্ধিতা ও মুর্খতা মনে করেন।

‘যদি বুঝতেন তাহলে এটা বদলাবার আগে বিএনপির সাথে কথা বলতেন, আমাদের সাথে কথা বলতেন। কারো সাথে তো কথা বলেন নাই। নিজের নিজের মতো করতে গেছেন্এটা এখন হজম করতে পারবেন। যদি তারা মনে করেন একই দিনে গণভোট ও জাতীয় নির্বাচন করলেই বিএনপি খুশি হয়ে যাবে তা আমার মনে হয় না। সিদ্ধান্ত নিতে হবে প্রধানত বিএনপির।’

মান্না বলেন, ‘আমরা চেয়েছি, সিদ্ধান্তগুলো, দ্বিমতগুলো জনগণের কাছে যাক। সরকার যে ‘থু থু ফেলেছে, সেই থু থু চাটবে’ আবার্আমি জানি না। কিন্তু তাদের তো ‘চাটতে’ হবে। না হলে ওনারা এভাবেই যদি করতে চান, বিএনপি যদি না মানে।’

সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ‘জামায়াতের মতো আন্দোলন না করার যে কথা মির্জা ফখরুল বলেছেন’, তা তুলে ধরে তিনি বলেন, ‘জামায়াত তো আবার আন্দোলন আন্দোলনে খেলে। কর্মসূচির নামে সভা করে, বড় কর্মসূচি দেয় না। তারা জানে যে, এই কর্মসূচি মানুষ খাবে না। পিআর লোক বুঝে? বুঝে না। আর সেগুলো নিয়ে কথা বলে বুঝে? বুঝে না।’

সভায় সভাপতিত্ব করেন জেএসডির সহসভাপতি তানিয়া রব। তিনি বলেন, ‘আমরা সব দলগুলো এই অন্তবর্তীকালীন সরকারকে সমর্থন দিয়েছি। কিন্তু সেখান থেকে কী হলো? প্রতিদিন আমরা প্রতারিত হচ্ছি।’

জুলাই সনদে স্বাক্ষরের পরে এখন নানা ধরনের কথাবার্তা হচ্ছে, যে কারণে ঠিক কাজ করেছেন কি না তা ভাবতে হচ্ছে, বলেন তানিয়া রব।

জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপিকে ‘মাথা ঠাণ্ডা’ করার পরামর্শ দিয়ে তিনি বলেন, ‘তোমরা দেশের ভালোটা বুঝো, বুঝার চেষ্টা করো। আমাদের সাথে কথা বলে অভিজ্ঞতা নাও এবং সেইভাবে তোমরা পথ তৈরি কর। তোমরা নেহায়েত শিশু। আমি মনে করি, তোমাদের বীরত্বের জন্য আমি কৃতিত্ব দিতে চাই। কিন্তু তোমরা এখন যেটা করছো, এই মুহূর্তে যেটা করছো, সেটা ঠিক রাষ্ট্রকে যে কোথায় নিয়ে পৌঁছাবে তা কিন্তু একটা অজানা আতঙ্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।’

আলোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন-বাংলাদেশের বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক, গণফোরামের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সুব্রত চৌধুরী, ভাসানী জনশক্তি পার্টির শেখ রফিকুল ইসলাম বাবলু, এবি পার্টির সভাপতি মজিবুর রহমান মঞ্জু, গণঅধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক নূর, জেএসডির সাধারণ সম্পাদক শহিদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন। সূত্র: বিডিনিউজ

বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলঙ্কায় সরকার পতনের জন্য দায়ী দুর্বল প্রশাসন - ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল

৮ পৃষ্ঠার পর

বিষয় হলো- লক্ষ্য পরিষ্কার রাখা এবং ঝড়-ঝাপটার ভেতরেও যেন চোখ বন্ধ না হয়, ভয় বা বিভ্রান্তিতে যেন পথ না হারায়।

ভালো শাসনের মূল উপাদান হিসেবে নারীর সুরক্ষা, সমতা ও ক্ষমতায়নের ওপর গুরুত্ব দেন অজিত দোভাল। তিনি বলেন, নারীর ক্ষমতায়ন আধুনিক শাসনব্যবস্থার অপরিহার্য অংশ। শুধু ভালো আইন বা কাঠামো থাকলেই হবে না, এগুলো কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করাই সবচেয়ে জরুরি।

প্রযুক্তির ব্যবহার নিয়েও গুরুত্বারোপ করেছেন অজিত দোভাল। তিনি বলেন, আমাদের এমন প্রযুক্তি কাজে লাগাতে হবে, যা শাসনে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি ও জনসেবার দক্ষতা বাড়ায়। তবে একইসঙ্গে সাইবার হামলার মতো প্রযুক্তিনির্ভর হুমকি থেকেও সমাজকে রক্ষার কথা উল্লেখ করেন তিনি।

জুলাই হত্যাকাণ্ডের দায় নেবেন না হাসিনা

৮ পৃষ্ঠার পর

একজন নেতা হিসেবে আমি অবশ্যই সামগ্রিক দায় স্বীকার করি, কিন্তু আমি নিজে নিরাপত্তা বাহিনীকে জনতার ওপর গুলি চালাতে বলেছিলাম বলে যে অভিযোগ আনা হয়েছে, তা ঠিক নয়।

তিনি বলেন, 'অনির্বাচিত' অন্তর্বর্তী সরকারের মাধ্যমে আওয়ামী লীগকে ইচ্ছাকৃতভাবে নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। তিনি আরও দাবি করেন, প্রথম দিকের হত্যাকাণ্ড নিয়ে তাঁর সরকারই একটি স্বাধীন তদন্ত শুরু করেছিল, কিন্তু পরে তা বন্ধ করে দেয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার।

এএফপিকে দেওয়া সাক্ষাৎকারেও তিনি প্রায় একই কথা বলেছেন। তিনি সেখানে বলেছেন, আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ, আমি ব্যক্তিগতভাবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে জনতার ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছি, এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তবে তিনি স্বীকার করেন, চেইন অব কমান্ডের মধ্যে কিছু ভুল অবশ্যই হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে, সরকারি কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্ত ছিল পরিমিত, সৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও যতটা সম্ভব প্রাণহানি কমানোর লক্ষ্যে।

তিনি এ প্রসঙ্গে ইনডিপেনডেন্টকে আরও বলেন, মাঠপর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো নিয়েছিলেন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা, যাদের সুপ্রতিষ্ঠিত কার্যক্রম পরিচালনাবিষয়ক নির্দেশিকা মেনে চলার কথা ছিল। এসব নির্দেশিকায় বিশেষ পরিস্থিতিতে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া ছিল। এমনটা হতে পারে যে জটিল পরিস্থিতির মধ্যে কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, যেগুলো ভুল ছিল।

নিজের বিচার প্রসঙ্গে

আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে শেখ হাসিনা ও তার সহযোগীদের বিচার কার্যক্রম চলছে। হাসিনাকে অভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধের মূল পরিকল্পনাকারী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ জন্য তার বিরুদ্ধে মানবতাবিরোধী অপরাধে মৃত্যুদণ্ডের আবেদন করা হয়েছে। অভিযোগ হচ্ছে, শেখ হাসিনা ছাত্র বিক্ষোভকারীদের ওপর প্রাণঘাতী শক্তি ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছিলেন, ফলে প্রায় ১ হাজার ৪০০ মানুষ নিহত হন।

শেখ হাসিনা দাবি করেছেন, ছাত্র আন্দোলনের সময়ের ১ হাজার ৪০০ মৃত্যুর সংখ্যাটি 'অতিরঞ্জিত'। তার ভাষায়, এই সংখ্যা ট্রাইব্যুনালের প্রচারণার কাজে লাগে, কিন্তু বাস্তবে তা বাড়িয়ে বলা হয়েছে।

এ নিয়ে সাক্ষাৎকারে শেখ হাসিনা আরও বলেছেন, যদি বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল আমাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়, তাতে আমি অবাক হবো না বা ভয়ও পাবো না। এটি একটি প্রহসনের বিচার, যার পেছনে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা কাজ করছে।

তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল একটি প্রহসনের আদালত, যেটি পরিচালনা করছে আমার রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের নিয়ে গঠিত অনির্বাচিত সরকার। এই প্রতিদ্বন্দ্বীদের অনেকেই আমাকে 'সরাতে' যেকোনো কিছু করতে পারে। ইনডিপেনডেন্ট তাদের প্রতিবেদনে লিখেছে, আদালতে এমন অডিও রেকর্ডিং বাজানো হয়েছে, যেখানে হাসিনাকে বলতে শোনা যায় যে তিনি বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে প্রাণঘাতী অস্ত্র ব্যবহার করতে বলছেন। তবে শেখ হাসিনা দাবি করেছেন, এই রেকর্ডিংগুলো প্রসঙ্গের বাইরে কেটে নেওয়া ও বিকৃত করা হয়েছে। হাসিনা এ নিয়ে বলেছেন, সহিংসতা ঘটেছে মাঠপর্যায়ে থাকা কর্মকর্তাদের সিদ্ধান্তে, সরকারের আদেশে নয়।

দেশত্যাগ ও আওয়ামী লীগের উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে

সাক্ষাৎকারে দেশত্যাগ প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, গত বছরের ৫ আগস্ট দেশে থাকা অসম্ভব হয়ে পড়ায় তিনি ভারতে চলে যান। তিনি রয়টার্সকে বলেন, দেশে থেকে গেলে আমার জীবন যেমন ঝুঁকিতে পড়তো, তেমনি আশপাশের মানুষদের জীবনেও বিপদ নেমে আসতো। তবে নির্বাসনে থাকলেও তিনি বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে এখনো প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তার ভাষায়, শুধু অবাধ, সুষ্ঠু ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনই দেশকে ঠিক করতে পারে।

শেখ হাসিনা বলেন, আমি অবশ্যই দেশে ফিরতে চাই, তবে শর্ত হলো- সেখানে বৈধ সরকার থাকতে হবে, সংবিধান রক্ষা করতে হবে ও আইনের শাসন নিশ্চিত হতে হবে।

রয়টার্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, কোনো সরকার যদি এমন নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হয়, যেখানে তার দল থাকবে না, তবে তিনি সেই সরকারের শাসনামলে বাংলাদেশে ফিরবেন না।

সে পর্যন্ত তিনি ভারতেই থেকে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন।

বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

জুলাই সনদের আইনি

৮ পৃষ্ঠার পর

আমাদের অগোচরে পুনরায় সংশোধন করা হয়েছে’

ফখরুল বলেন, ‘উক্ত দফাসমূহের বিপরীতে স্বাক্ষরিত জুলাই জাতীয় সনদে অন্তর্ভুক্ত রাজনৈতিক দলসমূহের মতামত, ভিন্নমত, নোট অব ডিসেন্ট উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ ঐকমত্য কমিশনের প্রস্তাব এবং সুপারিশ একপেশে ও জবরদস্তিমূলকভাবে জাতির উপরে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। তাহলে এটাই প্রতীয়মান হয় যে, দীর্ঘ প্রায় ১ বছরব্যাপী সংস্কার কমিশন ও জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সাথে রাজনৈতিক দলসমূহের দীর্ঘ ধারাবাহিক আলোচনা ছিল অর্থহীন, অর্থও সময়ের অপচয়, প্রহসনমূলক এবং জাতির সাথে প্রতারণা’

তিনি আরও বলেন, ‘গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর ভিন্নমত থাকবে এটাই স্বাভাবিক এবং সে কারণে সংলাপের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ঐকমত্য কমিশন ভিন্নমত পোষণে রাজনৈতিক দলগুলোর গণতান্ত্রিক অধিকারকে আমলেই নেয়নি’

বিএনপি মহাসচিব বলেন বলেন, ‘বলা হয়েছে, সংবিধান সংস্কার পরিষদ প্রথম অধিবেশন শুরুর তারিখ হতে ২৭০ পঞ্জিকা দিবসের মধ্যে যদি সংস্কার সম্পন্ন করতে ব্যর্থ হয় তাহলে গণভোটে অনুমোদিত সংবিধান সংস্কার বিলটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হবে, যা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ও হাস্যকর। জাতীয় সংসদে অনুমোদনের পর যে কোনো বিল রাষ্ট্রপতির অনুমোদনপ্রাপ্তির পরই কেবল আইনে পরিণত হয়। স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই এবং তা গণতান্ত্রিক রীতি ও সংসদীয় সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী’

তিনি বলেন, ‘২০২৬ সনের ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথমার্ধে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা। সেক্ষেত্রে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আগে প্রস্তাবিত গণভোট অনুষ্ঠান সম্ভব নয়। সময় স্বল্পতা ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বিপুল অঙ্কের ব্যয় এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ ব্যাপক লোকবল নিয়োগ এবং একটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের মত বিশাল আয়োজনের বিবেচনায় নির্বাচনের পূর্বে গণভোট অনুষ্ঠান অপ্রয়োজনীয়, অযৌক্তিক এবং অবিবেচনাপ্রসূত। একই আয়োজনে এবং একই ব্যয়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিনই গণভোট অনুষ্ঠান করা বাঞ্ছনীয়’

ফখরুল বলেন, ‘জুলাই জাতীয় সনদ ২০২৫ এ উল্লিখিত যে সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য আইন, বিধিবিধান পরিবর্তন বা সংশোধন করা দরকার, সরকার তা অধ্যাদেশ জারি ও বিধিবিধান/সংশোধন করে বাস্তবায়ন করতে পারে (সংযুক্তি-৪) এবং যে সকল সিদ্ধান্ত নির্বাহী আদেশে বাস্তবায়নযোগ্য সে গুলো অবিলম্বে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন করতে পারে (সংযুক্তি-৫)। এই প্রস্তাবের সাথে আমরা এবং প্রায় সকল রাজনৈতিক দল ঐকমত্য পোষণ করেছি। এছাড়া জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের আইনি ভিত্তি দেওয়ার জন্য আমরা গণভোটে সম্মত হয়েছি’

তিনি আরও বলেন, ‘যে সকল বিষয়ে ভিন্নমত/ নোট অব ডিসেন্টসহ ঐকমত্য হয়েছে তার উল্লেখ না রেখে এবং দীর্ঘ আলোচনায় যে সব প্রসঙ্গ আলোচনায় আসেনি তা অন্তর্ভুক্ত করে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের অন্য সকল সুপারিশ অগ্রহণযোগ্য বিধায় আমরা একমত হতে পারছি না। আমরা অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি যে, এই সকল সুপারিশ কেবল জাতিকে বিভক্ত করবে, ঐক্যের বদলে অনৈক্য সৃষ্টি করবে। মনগড়া যেকোনো সংস্কার প্রস্তাব গ্রহণ করলে জাতীয় জীবনে দীর্ঘমেয়াদে অকল্যাণ ডেকে নিয়ে আসতে পারে’

সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য আবদুল মঈন খান, নজরুল ইসলাম খান, সেলিমা রহমান ও সালাহউদ্দিন আহমেদও উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশে গৃহযুদ্ধের

৯ পৃষ্ঠার পর

নাগরিক ঐক্য আয়োজিত এক আলোচনাসভায় অন্তর্বতী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের উদ্দেশে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বলেন, ‘আমাদের হাতে সময় বেশি নেই। দেশ অন্য পরিস্থিতির দিকে যাচ্ছে। ফেব্রুয়ারির মধ্যে ইলেকশন দেন। আপনি যদি ফেব্রুয়ারির মধ্যে ইলেকশন দিতে না পারেন, তাহলে পরে যদি কোনো গৃহযুদ্ধের পরিস্থিতি হয়, সে দায় আপনার কাঁধে বর্তাবে।’ তিনি বলেন, ‘যাঁরা এক বছর আরাম কেদারায় বসে বসে ফ্যামিলি মেম্বারদের নিয়ে রাষ্ট্রের বিভিন্ন জায়গা থেকে টাকা লোপাট করেছেন, এখন সার্ভিস দিতে হবে।

যথেষ্ট হয়েছে।’ বিএনপির জুলাই সনদে স্বাক্ষর করা প্রসঙ্গে এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক বলেন, “কাবিননামায় সাইন করেছে বিএনপি, তারা জুলাই সনদে ‘হ্যাঁ’বলেছে, তাই তাদের ‘না’ বলার সুযোগ নেই। তাদের এটা আগেই ভেবেচিন্তে করা উচিত ছিল।” পাটওয়ারী বলেন, “বিএনপির জন্ম হয়েছিল ‘হ্যাঁ’ভোটের মধ্য দিয়ে, বিএনপি যদি ‘না’ ভোটে স্টিক থাকে, বিএনপির মৃত্যু হবে ‘না’ ভোটের মধ্য দিয়ে।”

তিনি বলেন, ‘তাদের (বিএনপি) ওপর নতুন করে আরেকটা ভর আবির্ভূত হয়েছে, সেটা হলো জাতীয় পার্টি।

জাতীয় পার্টি এবং আওয়ামী লীগ প্রশ্নে আমরা কোনো ছাড় দেব না। কারণ তারা আমাদের পিঠের চামড়া তুলে নিয়েছিল। ওবায়দুল কাদের বলেছিল, পাঁচ লাখ লোক মারা যাবে, আমরা একটা লোকের গায়েও হাত দিইনি। আমরা এখনো ধৈর্য ধারণ করছি। কিন্তু যদি বাধা দিতে আসেন, সেখানে কিন্তু চরম বাধা আমরা গড়ে তুলব।’

সিটের কাছে বিক্রি না হওয়ার আহ্বান জানিয়ে এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক বলেন, ‘আজ এই প্রোগ্রামে ৯টি দল নিজেদের মধ্যে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে এসেছে, প্রিন্সিপাল বেসড। এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের মধ্য দিয়ে আমরা এগিয়ে যেতে চাই। এখানে অনেক সিনিয়র নেতৃবৃন্দ রয়েছেন। কিন্তু আল্লাহর ওয়াস্তে আপনারা সিটের কাছে বিক্রি হবেন না কেউ। একটা সিট না পাইলে কী হবে আপনার? মন্ত্রী না হলে কী হবে? মরার পরে যদি আপনার কবরে কেউ থুতু দেয়, ওই একটি সিট দিয়ে আপনি কী করবেন?’

অনলাইনে পরিচয়
পড়তে স্ক্যান করুন
পরিচয় এর
৩৩ বছর পূর্তি
প্রকাশনার ৩৩ বছর পূর্তি
উপলক্ষে সকল পাঠক,
পৃষ্ঠপোষক, বিজ্ঞাপনদাতা
ও শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক
শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা
– সম্পাদক
37-12, 75th Street, Suite 204, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718.607.7014 | Fax: 718.559.4835
Email: parichoyny@gmail.com | web: www.parichoy.com

ব্রঙ্কসে খান'স টিউটোরিয়ালের ৮ম শাখার উদ্বোধন হলো

পরিচয় ডেস্ক: গত ১৮ অক্টোবর শনিবার ব্রঙ্কসের পার্কচেস্টারের ক্যাসল হিল এভিনিউর ওপরে (স্টার্লিং এভেন্যুর পাশে) নিউইয়র্কে বাংলাদেশি মালিকানাধীন সবচেয়ে পুরনো ও সর্ববৃহৎ টিউটোরিং স্কুল খান'স টিউটোরিয়ালের ৮ম শাখার উদ্বোধন হয়েছে।

শিক্ষার্থী ও অভিভাবক এবং অতিথিদের সমাবেশে সুপরিসর এই টিউটোরিয়াল কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়।

শুরুতে টিউটোরিয়ালের প্রেসিডেন্ট ড. ইভান খান সকলকে স্বাগত জানিয়ে তাদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি ও গুরুত্ব তুলে ধরে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, আমরা বাংলাদেশি অধ্যুষিত বিভিন্ন নেইবারহুডে আমাদের শাখা খুলেছি। এই ধারা অব্যাহত রয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিভাবকরা যাতে সেরা টিউটোরিয়াল তাদের কাছাকাছি এলাকায় পায়। এতে তারা স্বাচ্ছন্দ বোধ করে। তিনি ব্রংক্সের বাংলাদেশি কম্যুনিটির ভুয়সী প্রশংসা করে বলেন, দীর্ঘদিন থেকে আমরা এই কম্যুনিটির সাথে কাজ করছি। এখানকার অভিভাবকদের সহযোগিতার জন্য তিনি খান'স টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানান।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি স্থানীয় পিএস ১৪৭এক্স এর প্রিন্সিপাল ড. রামোনা ডুরান বলেন, আমি বিশ্বাস করি সব শিশুই জন্মগতভাবে মেধাবী। কিন্তু তাদের প্রয়োজন সম্পদ ও সুযোগ । আর খান'স টিউটোরিয়াল এই সমর্থন, সম্পদ ও সুযোগ্ প্রদান করছে। ফলে শিক্ষার্থীরা স্কুলে পড়ার পাশাপাশি বাড়তি প্রশিক্ষণ পেয়ে এবং সমর্থন পেয়ে নিজেদের আরো দক্ষ করে তুলতে পারছে। তিনি এটাকে সম্পুর্ণ শিক্ষামুলক বলে উল্লেখ করেন।

অপর বিশেষ অতিথি উইংস একাডেমি হাইস্কুলের প্রিন্সিপাল ড. মনিক জ্যাকসন-ডিকেন্স বলেন, খান'স টিউটোরিয়ালের এই শাখাটি কেবল রুম বা স্পেস নয়, এটি নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের নিজেদের গড়ে তোলার ক্ষেত্র। এই শাখাটি তাদের স্বপ্ন দেখাতে শেখাবে, চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে শেখাবে। ভবিষ্যতে তারা তাদের জীবনে তা বাস্তবায়ন করবে। খান'স টিউটোরিয়ালের চেয়ারপারসন ড. নাঈমা খান বলেন, এই নতুন শাখা কেবল একটি শাখা বৃদ্ধি নয়, এটা খান'স টিউটোরিয়ালের শিক্ষার প্রসার এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষা।

বিখ্যাত খলিল বিরিয়ানির ক্যুলিনারি কলেজের সার্টিফিকেটধারী শেফ খলিলুর রহমান বলেন, খান'স টিউটোরিয়ালের এই শাখাটি বাংলাদেশী অধ্যুষিত এলাকার কেন্দ্রস্থলে। এর ফলে আমাদের ছেলেমেয়েরা ভাল শিক্ষা অর্জনের সুবিধা পাবে। ব্রঙ্কসের এই নতুন শাখার ঠিকানা ১৫১৯ ক্যাসল হিল এভিনিউ। ফোনঃ ৯১৭-৮৭৩-৫৪০৭। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

২য় ভবন ক্রয়ে চুক্তিবদ্ধ হলো বাংলাদেশ সোসাইটি

৫০ পৃষ্ঠার পর

বাংলাদেশের সোসাইটির বর্তমান কার্যকরী পরিষদের সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম, ও সাধারণ সম্পাদকসহ কয়েকজন কর্মকর্তা ও বোর্ড অব ট্রাস্টির চেয়ারম্যান জনাব শাহনেওয়াজ সহ আরো কয়েকজন উপস্থিত ছিলেন।

এক বিজ্ঞপ্তিতে বাংলাদেশ সোসাইটির কর্মকতারা জানিয়েছেন স্বপ্নের প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করতে সবার আন্তরিক সহযোগিতা, সমর্থন ও দোয়া প্রয়োজন।

আসুন একসাথে গড়ে তুলি আমাদের নিজের ঠিকানা আমাদের সবার বাংলাদেশ ভবন ।

কে হচ্ছেন নিউইয়র্কের নতুন মেয়র

৫০ পৃষ্ঠার পর

ভোট ।মামদানির মূল বার্তা: সামাজিক ন্যায় ও সমতা। বিনামূল্যে সর্বজনীন শিশু প্রযত্ন বা চাইল্ড কেয়ার এবং বিনামূল্যে বাস পরিষেবার মতো সাহসী নীতির প্রস্তাব করে তিনি তরুণ ও উদার ভোটারদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছেন।

বাড়ি ভাড়া স্থির রাখা : নিউইয়র্কে বাড়ি ভাড়া ভাড়াটেদের সাধ্যের মধ্যে স্থির রাখতে এবং ভবিষ্যতে খেয়ালখুশি মতো বাড়াতে না দিতে তিনি 'রেন্ট ফ্রিজ' কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। নগরীর প্রায় দশ লাখ অ্যাপার্টমেন্টের জন্য তার এ অঙ্গীকার আবাসন সমস্যায় জর্জরিত বহু পরিবারকে আকৃষ্ট করেছে।

প্রথম মুসলিম মেয়র : তার জয়ের সম্ভাবনা নিউইয়র্ক সিটির রাজনীতিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের উত্থানকে তুলে ধরছে। বিশেষ করে ৯/১১ পরবর্তী সময়ে নিউইয়র্কে মুসলমানদের এই গুরুত্ব অনেকেই অনুভব করছেন। নির্বাচনে জিতলে কেবল প্রথম মুসলিমই নয়, মামদানি হবেন নিউইয়র্ক সিটির প্রথম ইমিগ্র্যান্ট বা অভিবাসী মেয়র।

সোশ্যালিস্ট আদর্শ ও মধ্যপ্রাচ্য ইসরাইলের আগ্রাসী ভূমিকার বিরোধিতার কারণে মামদানির প্রতিপক্ষ তীব্র বিরূপ সমালোচনার তীরে তাকে বিদ্ধ করে চলেছে। তবুও সাম্প্রতিক জনমত জরিপগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে, আগের তুলনায় জনসমর্থন কিছুটা কমলেও মামদানি এখনও এগিয়ে রয়েছেন।

অ্যান্ড্রু কুওমো : অভিজ্ঞতা ও প্রত্যাবর্তন

নিউইয়র্কের সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমো একসময় যৌন হয়রানির অভিযোগের মুখে পদত্যাগ করেছিলেন। তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মেয়র পদের দৌড়ে ফিরে এসেছেন। অভিজ্ঞতার জোরে তিনি ভোটারদের আস্থা ফিরে পেতে সচেষ্ট। প্রচারণার অন্তিম ধাপে এসে তিনি ছুটে চলেছেন মামদানির পেছনে, তাকে অতিক্রম করার লক্ষ্য নিয়ে।

কুওমোর মূল শক্তি ও বার্তা

প্রশাসনিক দক্ষতা : তার সমর্থকরা মনে করেন, নিউইয়র্কের মতো জটিল একটি মহানগরের বিপুল অঙ্কের বাজেট ও নানামুখী সমস্যা সামলানোর জন্য তার মতো অভিজ্ঞ রাজনীতিকের প্রয়োজন। তিনিই পারবেন তার অভিজ্ঞতার আলোকে দক্ষতা ও যোগ্যতার সঙ্গে নিউইয়র্ক পরিচালনা করতে।

নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা : কুওমো তার অভিজ্ঞতার ওপর জোর দিয়ে বলছেন, 'আশা দিয়ে নয়, প্রমাণিত ট্র্যাক রেকর্ড দিয়েই কাজ হয়।'

অ্যাডামসের সমর্থন : বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামস, নির্বাচনী দৌড় থেকে সরে দাঁড়িয়ে কুওমোকে সমর্থন জানিয়েছেন। এই সমর্থন কুওমোর প্রচারে নতুন গতি এনেছে।

কুওমো, মামদানিকে 'কল্পনাবিলাসী' ও বিভেদ সৃষ্টিকারী হিসেবে অভিহিত করে তার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক প্রচার চালাচ্ছেন।

বর্তমান মেয়র এরিক এডামসের সরে যাওয়া

বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামস ডেমোক্রেটিক প্রাইমারিতে মামদানির কাছে হেরে যাওয়ায় দলের মনোনয়ন পাননি। তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে ফের মেয়র নির্বাচিত হওয়ার দৌড়ে নেমেছিলেন। তবে *বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়*

নিউইয়র্কে ৪০তম ফোবানা সম্মেলন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণের অঙ্গীকার

পরিচয় ডেস্ক : গত ২৬ অক্টোবর ফোবানা সেন্ট্রাল কমিটির এক বিশেষ এজিএম-এ (ভার্চুয়ালি) অনুষ্ঠিত সভায় সিদ্ধান্ত হয়, ৪০তম ফোবানা সম্মেলনের হোস্ট হিসেবে নিউইয়র্ক নির্বাচিত হয়েছে।

বিগত কানাডা সম্মেলনের এজিএমে ফোবানার সংবিধান, গঠনতন্ত্র ও কমপ্লায়েন্সের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু বিষয়ে সংশোধনী আনা হয়। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, কোনো সংগঠনকে ফোবানা সম্মেলনের হোস্ট হতে হলে সেই সংগঠনকে কমপক্ষে পরপর দুই বছর ফোবানা নির্বাহী কমিটিতে সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে হবে।

এই বিবেচনায়, ফোবানার সবচেয়ে পুরনো সংগঠন এবং পরপর সাতবার ফোবানা নির্বাহী কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্বে থাকা এনআরবি অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ (নিউইয়র্ক) ৪০তম ফোবানা সম্মেলনের হোস্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে।

বর্তমানে ফোবানা সেন্ট্রাল কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন জনাব জাকারিয়া চৌধুরী (নিউইয়র্ক)। এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি হিসেবে আছেন জনাব দেওয়ান মনিরুজ্জামান (কানাডা), ভাইস চেয়ারম্যান জনাব সাদেক খান (ওয়াশিংটন ডিসি), জয়েন্ট এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি হিসেবে আমিনুল ইসলাম কলিন্স ও সুব্রত তালুকদার (নিউইয়র্ক), এবং ট্রেজারার হিসেবে মোঃ সাজ্জাদুল হাসান (ফ্লোরিডা) দায়িত্ব পালন করছেন।

৪০তম ফোবানা সম্মেলনের কনভেনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এনআরবি অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ-এর সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট সংগঠক জনাব নুরুল আমিন বাবু (নিউইয়র্ক)।

ফোবানা চেয়ারম্যান জাকারিয়া চৌধুরী কর্তৃক প্রস্তাবিত "মেম্বারশিপ ক্রাইটেরিয়া" সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের চেতনায় বিশ্বাসী সংগঠনসমূহই ফোবানার সদস্য হতে পারবেন। সভায় উপস্থিত প্রায় সকল সদস্য ফোবানার সংবিধানকে সমুন্নত রেখে ১৯৮৭ সালে প্রতিষ্ঠিত ফোবানার ধারাবাহিকতা রক্ষা করে কাজ করার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেন।

ফোবানা সেক্রেটারি দেওয়ান মনিরুজ্জামান বলেন, "আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যে বাঙালি সংস্কৃতিকে লালন করি, সে সংস্কৃতি উত্তর আমেরিকার বাঙালি তরুণ প্রজন্মের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে।"

ফোবানা চেয়ারম্যান জাকারিয়া চৌধুরী বলেন, "উত্তর আমেরিকায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রতিটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনকে এই ফোবানার সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য আমি উদাত্ত আহ্বান জানাই।"

সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিতব্য ৪০তম ফোবানা সম্মেলন অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে উদযাপন করা হবে। সভায় যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার ফোবানাভুক্ত ৩১টি সংগঠনের কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন ফোবানা চেয়ারম্যান জাকারিয়া চৌধুরী, এবং সভা পরিচালনা করেন ফোবানার এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি দেওয়ান মনিরুজ্জামান ।প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

'সবার ঐক্যই নিউইয়র্ক সিটির শক্তি, বিভাজন নয়'- জ্যাকসন হাইটসের সমাবেশে এন্ড্রু ক্যুমো

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়র্কের সাবেক গভর্নর ও নিউইয়র্ক সিটি করপোরেশন নির্বাচনে স্বতন্ত্র মেয়র পদপ্রার্থী এন্ড্রু ক্যুমো বলেছেন, আমার কাছে সব ধর্মের মানুষই সমান। সবার ঐক্যই নিউইয়র্ক সিটির শক্তি, বিভাজন নয়। তিনি বলেন, ধর্ম নিয়ে রাজনীতি নয়। গত ২৪ অক্টোবর শুক্রবার বাংলাদেশি অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটসে নির্বাচনী প্রচারণায় এসে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এসব কথা বলেন সাবেক গভর্নর এন্ড্রু ক্যুমো।

ডেমোক্রাট মেয়র প্রার্থী জোহরান মামদানিকে উদ্দেশ্য করে ক্যুমো বলেন, অনেকেই বক্তৃতায় পটু, কিন্তু কাজের কোন দক্ষতা নাই। আমি কাজে বিশ্বাসী, কাজ দিয়ে আমার দক্ষতা ও যোগ্যতার প্রমাণ দিতে চাই।

সাবেক গভর্নর ও স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী এন্ড্রু ক্যুমো বলেন, নিউইয়র্ক সিটি বিনির্মাণে সব সম্প্রদায়ের মানুষের অবদান আছে। নির্বাচিত হলে তিনি সবার জন্য নিরাপদ ও মর্যাদার জীবন নিশ্চিত করতে চান।

বাংলাদেশি অধ্যুসিত জ্যাকসন হাইটসের এই সমাবেশে ক্যুমোর সমর্থনে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশি সংগঠক ফাহাদ সোলায়মান। তিনি বলেন, নিউইয়র্ক সিটির স্থিতিশীলতা ও অভিজ্ঞ নেতৃত্বের জন্য ক্যুমোকেই সমর্থন করা উচিত। নিউইয়র্কের বিশিষ্ট এটর্নি নরেশ গেহিও এসময় সাবেক গভর্নর ও স্বতন্ত্র মেয়র প্রার্থী এন্ড্রু ক্যুমোর সমর্থনে বক্তব্য রাখেন। তিনি অভিজ্ঞ মেয়র প্রার্থী সাবেক গভর্নর ক্যুমো'কে বিজয়ী করতে সাউথ এশিয়ান ভোটারদের প্রতি আহবান জানান। উল্লেখ্য, আগামী ৪ নভেম্বর মঙ্গলবার নিউইয়র্ক সিটি করপোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এতে ডেমোক্রেট প্রার্থী জোহরান মামদানির সঙ্গে একই দলের সাবেক গভর্নর এন্ড্রু ক্যুমো স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

যুক্তরাষ্ট্র প্রবেশে কঠোর নজরদারি, একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের

৫০ পৃষ্ঠার পর

কর্তৃপক্ষ বিদেশিদের কাছ থেকে অন্যান্য বায়োমেট্রিক তথ্যও (যেমন আঙুলের ছাপ বা ডিএনএ নমুনা) সংগ্রহ করতে পারবে।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী,অ্যামেরিকার সীমান্ত কর্তৃপক্ষ এখন বিমানবন্দর, সমুদ্রবন্দর, স্থলপথসহ যেকোনো সীমান্ত পয়েন্টে যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা গ্রীনকার্ডধারীসহ সকল বিদেশিদের ছবি তুলতে পারবে। ট্রাম্প প্রসাশন বলছে, এই ব্যবস্থা চালুর উদ্দেশ্য হলো সীমান্ত নিরাপত্তা জোরদার করা এবং ভিসা মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও যারা দেশে থেকে যান তাদের কার্যকরভাবে শনাক্ত করা।

নতুন নিয়ম অনুযায়ী, ১৪ বছরের নিচের শিশু ও ৭৯ বছরের বেশি বয়সী প্রবীণদের ক্ষেত্রেও মুখ শনাক্তকরণ প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারবে সীমান্ত কর্তৃপক্ষ। আগে এই দুই শ্রেণির মানুষ এই নিয়মের বাইরে ছিলেন।

সীমান্তে কড়াকড়ি বৃদ্ধি মূলত ডনাল্ড ট্রাম্পের অবৈধ অভিবাসন রোধে নেয়া বৃহত্তর উদ্যোগের একটি অংশ। অ্যামেরিকার বিমানবন্দরে মুখ শনাক্তকরণ প্রযুক্তির মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহারে ব্যক্তিগত তথ্যের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন সংস্থা। তারা বলছেন,অতিরিক্ত নজরদারির ফলে ভুল শনাক্তকরণের সম্ভাবনা থাকতে পারে।

সিভিল রাইটস কমিশনের ২০২৪ সালের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, একটি পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে মুখ শনাক্তকরণ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কালো ও অন্যান্য সংখ্যালঘু কমিউনিটির মানুষদের ভুলভাবে শনাক্ত করার সম্ভাবনা বেশি।

এদিকে, ইউএস কাস্টমস অ্যান্ড বর্ডার প্রটেকশন (সিবিপি) ইতোমধ্যেসব বাণিজ্যিক বিমানযাত্রার ক্ষেত্রে মুখ শনাক্তকরণ প্রযুক্তি ব্যবহার করছে। তবে এ প্রযুক্তি এখনো শুধুমাত্র কিছু নির্দিষ্ট স্থানে দেশ ছাড়ার তথ্য রেকর্ড করার জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

কাষ্টমস এন্ড বর্ডার প্রন্ট্রল (সিবিপি) আশা করছে, আগামী ৩ থেকে ৫ বছরের মধ্যে এই বায়োমেট্রিক এন্ট্রি-এক্সিট সিস্টেম সব বাণিজ্যিক বিমানবন্দর ও সমুদ্রবন্দরেই পুরোপুরি কার্যকর করা সম্ভব হবে।

নিউইয়র্কে ভারী বৃষ্টিতে বন্যা, দুজনের মৃত্যু

৫০ পৃষ্ঠার পর

বাসিন্দারা। এদিকে, ঝড়ো বৃষ্টির কারণে নিউইয়র্কের তিনটি প্রধান বিমানবন্দর- জেএফকে, লাগার্ডিয়া ও নিউয়ার্কে ফ্লাইট চলাচলে ব্যাপক বিঘ্ন ঘটে। বন্যার পানিতে নগরের বিভিন্ন সড়কে যান চলাচল ব্যাহত হয়। রাস্তায় থাকা গাড়ি ও অন্যান্য যানবাহন পানিতে ভেসে যেতে দেখা গেছে। অনেকে গৃহবন্দি হয়ে পড়েছেন, আবার কেউ কেউ কোমরসমান পানি ডিঙিয়ে জরুরি কাজে বাইরে বের হয়েছেন। নগরের মেয়র এরিক অ্যাডামস জানিয়েছেন, আকস্মিক এই বৃষ্টিপাতে শহরের বিভিন্ন এলাকায় বন্যা দেখা দিয়েছে এবং ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে পোস্ট করে মেয়র বলেন, প্রবল এই বর্ষণ অক্টোবর মাসের বৃষ্টিপাতের রেকর্ড ভেঙেছে। যে পরিমাণ বৃষ্টি কয়েক ঘণ্টা ধরে হওয়ার কথা ছিল, তা মাত্র ১০ মিনিটের মধ্যেই নেমে আসে। যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস জানিয়েছে, নিউইয়র্কের সেন্ট্রাল পার্কে এদিন ১ দশমিক ৮৫ ইঞ্চি (৪ দশমিক ৭ সেন্টিমিটার) বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়, যা একদিনে অক্টোবর মাসের সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাতের নতুন রেকর্ড। লাগার্ডিয়া বিমানবন্দরে ২ দশমিক ৯ ইঞ্চি (৫ দশমিক ৩১ সেমি) ও নিউ জার্সির নিউয়ার্ক লিবার্টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ১ দশমিক ৯৯ ইঞ্চি (৫ দশমিক ৫ সেমি) বৃষ্টিপাত রেকর্ড হয়েছে। আবহাওয়া কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছে, ব্রঙ্কস, ব্রুকলিন ও কুইন্স এলাকার কিছু অংশে উপকূলীয় বন্যার সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

নিউইয়র্কের এস্টোরিয়ায় অ্যাসেম্বলী সদস্য পদপ্রার্থী মেরী জোবাইদার ফান্ড রেইজিং

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক স্টেটের অ্যাসেম্বলী ডিস্ট্রিক্ট ৩৬-এর আসন্ন নির্বাচনে অ্যাসেম্বলী সদস্য পদপ্রার্থী মেরী জোবাইদার ফান্ড রেইজিংয়ে বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য কমিউনিটির যোগ্য প্রতিনিধি হিসেবে তাকে নির্বাচিত করার আহ্বান জানিয়েছেন। গত ২০ অক্টোবর সোমবার এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এস্টোরিয়ার হ্যালো বাংলাদেশ রেষ্টুরেন্টে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্টজনদের মধ্যে মূলধারার রাজনীতিক মোর্শেদ আলম, বিশিষ্ট সমাজসেবী মোহাম্মদ চৌধুরী রানা, ফার্মাসিস্ট সাহাব আহমেদ, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম ও রানা ফেরদৌস চৌধুরী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী নজরুল ইসলাম, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আমিন মেহেদী প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। সভা পরিচালনা করেন কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট জাবেদ উদ্দিন।

অনুষ্ঠানে মেরী জোবাইদা বলেন, আমেরিকান রাজনীতিতে বাংলাদেশী কমিউনিটি এগিয়ে চলছে। আমাদের মোর্শেদ আলম ভাই যে যাত্রা শুরু করেছিলেন, সেই যাত্রা আটকে আছে। বাংলাদেশী কমিউনিটির কেউ এখনো নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলী-সিনেটে যেতে পারিনি। বারবার উদ্যোগ আসলেও তা সফল হয়নি। এত কিছুর পরও আমি আপনাদের সহযোগিতা পাচ্ছি, এগিয়ে যাচ্ছি। তিনি উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এবং সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আহবান জানান।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, আমেরিকার রাজনীতি আর নির্বাচনী ফান্ড রেইজিং বাংলাদেশের মতো নয়। তাই বিয়গুলো আগে সবার জানা দরকার। নির্বাচনী ফান্ড রেইজিং এর অর্থ বা চেক কিভাবে দিতে হয় কমিউনিটির অনেকে-ই এ বিষয়ে অবগত নয়। তাই বিষয়টি সবাইকে জানানো উচিৎ এবং সবার সহযোগিতা দরকার। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্টজনরা বিভিন্ন গ্রুপের ফান্ড রেইজিং এ অংশ নেওয়ার পরিকল্পনা কথা জানান। বক্তারা বলেন, নির্বাচনে জয়ী হতে হলে মেরি জোবাইদার জন্য বিপুল পরিমাণে ফান্ড রাইজিং এর কোন বিকল্পে নেই। কেননা, এদেশের নির্বাচনী প্রচারের জন্য বিপুল অর্থের প্রয়োজন হয়। খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্ক কনস্যুলেটে এনআইডি সেবা সংক্রান্ত নতুন নির্দেশনা

পরিচয় ডেস্ক: প্রবাসীদের ভোটাধিকার নিশ্চিতকরণে বর্তমান অন্তর্বতীকালীন সরকারের উদ্যোগের অংশ হিসেবে বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশিদের ভোটার নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) প্রদানের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ইতোমধ্যে সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, কানাডা, সংযুক্ত আরব আমিরাত, যুক্তরাজ্যসহ বিভিন্ন দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস ও হাইকমিশনগুলোতে এই কার্যক্রম সফলভাবে চলছে।

এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেল,নিউইয়র্কে গত ৩ অক্টোবর ২০২৫ থেকে জাতীয় পরিচয়পত্র

প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী আবেদনকারীদের অনলাইনে আবেদন সম্পন্ন করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে কনস্যুলেটে উপস্থিত হয়ে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে বলা হয়েছে।

তবে নিউইয়র্ক কনস্যুলেটের অধিক্ষেত্রভুক্ত স্টেট নিউইয়র্ক, কানেকটিকাট, নিউ হ্যাম্পশায়ার, নিউ জার্সি, মেইন, ম্যাসাচুসেটস, রোড আইল্যান্ড ও ভারমন্টে বসবাসরত বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশির আগ্রহ এবং পদ্ধতিগত সমস্যার কারণে কনস্যুলেট সাময়িকভাবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া (ওয়াক-ইন) কিছু আবেদন গ্রহণের সুযোগ রেখেছিল, যা এখনও চলমান রয়েছে।

তবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কনস্যুলেট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে আগামী ১ নভেম্বর ২০২৫ থেকে ভোটার নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্রের আবেদন করতে হলে অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়া বাধ্যতামূলক। অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া আগত (ওয়াক-ইন) আবেদনকারীদের কাছ থেকে কোনো আবেদনপত্র গ্রহণ করা হবে না।

কনস্যুলেটের পক্ষ থেকে সম্মানিত প্রবাসী সেবাপ্রার্থীদের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে আবেদন সম্পন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট গ্রহণ করে নির্ধারিত তারিখে প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ কনস্যুলেটে উপস্থিত হয়ে জাতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে। প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে

নিউইয়র্কে বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র তাফসিরুল কুরআন ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অন্যতম সামাজিক সংগঠন বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ ইনক্ এর তাফসিরুল কুরআন ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৬ অক্টোবর রোববার নিউইয়র্কে ব্রুকলিনের পিএস ১৭৯ কেনসিংটনে নোয়াখালী সোসাইটির প্রয়াত সদস্যদের রূহের মাগফেরাত কামনায় এবং অসুস্থদের রোগমুক্তি কামনায় অনুষ্ঠিত মাহফিলে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী উপস্থিত ছিলেন।

মাহফিল উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের ক্বিরাত, নাশিদ এবং কুইজ প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নেন ৬০জন শিক্ষার্থী। বিকাল ৪টা থেকে শুরু হওয়া প্রতিযোগীতায় বিচারকার্য পরিচালনা করেন ইকবাল হোসেন জীবন ও মাওলানা আশরাফ। তিনটি বিষয়ে দুই বিভাগে মোট ১৮ শিক্ষার্থীতে ১ম, ২য়, ৩য় ক্রমে পুরস্কৃত করা হয়। অপর সকল শিক্ষার্থীদের হাতে অংশগ্রহণের স্মারক সনদপত্র তুলে দেয়া হয়।

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সভাপতি নাজমুল হাসান মানিকের সভাপতিত্বে প্রতিযোগীতা, পুরস্কার বিতরণী, তাফসিরুল কুরআন ও দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন বর্তমান সেক্রেটারি ইউসুফ জসিম, নবনির্বাচিত সেক্রেটারি এএসএম মাইনউদ্দিন পিন্ট ও নবনির্বাচিত ধর্মবিষয়ক সম্পাদক মানজুরুল করিম।

মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসাবে তাফসির পেশ করেন জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ইমাম ও খতিব মীর্জা আবু জাফর বেগ। আরো তাফসির পেশ করেন মাওলানা মুফতি আব্দুল মালেক আল মাদানী, মাওলানা ইমাম জাকারিয়া মাহমুদ, ড. আনসারুল করিম আজাহারি, মুফতি ইসমাইল, মাওলানা ইমাম মানজুরুল করিম, মাওলানা ইমাম আশরাফ, মাওলানা আতাউর রহমান জালালাবাদী।

পবিত্র কুরআনের আয়াত থেকে উদ্ধৃত করে ইমাম ও খতিব মীর্জা আবু জাফর বেগ বলেন, আমাদের পূর্বের জীবনের তুলনায় ভবিষ্যৎ আরো উজ্জ্বল। এজন্য একটি কাজ করতে হবে- নিরাশ হওয়া যাবেনা। আল্লাহ সুবহানাহুতায়ালা বলেছেন তোমরা নিরাশ হইওনা। দুনিয়ায় কিছুনা কিছু ভালো কাজ রেখে যাবেন যার সুফল আখেরাতে পাবেন।

তিনি বলেন, বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইসলামের জন্য মুসলমানদের জন্য কাজ করছে। কবরস্থান প্রকল্প এর অন্যতম উদাহরণ। এজন্য সবাইকে একতাবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।

আলোচনা শেষে তিনি বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির সদ্য প্রয়াত সাবেক সেক্রেটারি বেলাল হোসাইন (বিএনএস বেলাল) সহ সকল প্রয়াত সদস্যদের রূহের মাগফেরাত এবং বর্তমানে অসুস্থ এসএম আমানত, আবুল কাসেম এবং মাষ্টার ইলিয়াসসহ সকল অসুস্থদের দ্রুত আরোগ্য কামনায় দোয়া পরিচালনা করেন।

মাহফিলের মাঝামাঝি পর্যায়ে বর্তমান সেক্রেটারি ইউসুফ জসিম নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটির (২০২৬-২০২৯) সকল কর্মকর্তাকে পরিচয় করিয়ে দেন। এপর্বে বক্তব্য রাখেন নবনির্বাচিত সভাপতি জাহিদ মিন্টু, সেক্রেটারি এএসএম মাইনউদ্দিন পিন্ট, সহ-সভাপতি তাজু মিয়া এবং ট্রাষ্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান হাজী মফিজুর রহমান।

মাহফিল চলাকালে বড় পর্দায় বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ'র প্রতিষ্ঠার ইতিহাস, বর্তমান স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ, প্রতিষ্ঠার পর থেকে অদ্যবধি দায়িত্বপালনকারী কমিটি সমূহ, বর্তমান কার্যনির্বাহী কমিটি, উপদেষ্টা পরিষদ ও ট্রাস্ট্রি বোর্ড, নবনির্বাচিত কার্যনির্বাহী কমিটি এবং ১ লাখ কবরের বাংলাদেশ সেমিট্রির ইতিবৃত্ত তুলে ধরা হয়।

মাহফিলে আগত মুসুল্লীদের মাঝে পবিত্র কুরআন বিতরণ করা হয় এবং আগ্রহী প্রবাসী নোয়াখালীবাসীদের মাঝে সদস্য অর্ন্তভূক্তি ফরম বিতরণ করা হয়। সংবাদসুত্র ইউএসএ নিউজ

রোববার ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দিন

পরিচয় ডেস্ক: ২ নভেম্বর রোববার থেকে শুরু হচ্ছে ডেলাইট সেভিং ডে। ফলে ১লা নভেম্বর শনিবার দিবাগত রাত ২ টার সময় ঘড়ির কাঁটা ১ টায় পিছিয়ে দিতে হবে, অর্থাত্ রাত ২টায় ঘড়ির কাঁটা নিয়ে আসতে হবে রাত ১টায় । 'ডেলাইট সেভিং ডে' পদ্ধতি যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম শুরু হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে। বছরের দুই সময়ে এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয়। একটি শীতকালে, যখন দিনের দৈর্ঘ ছোট হয়ে আসে। বছরের এ সময় ঘড়ির কাঁটা এক ঘণ্টা কমিয়ে দেয়া হয় এবং সামারের সময় ঠিক উল্টোভাবে এগিয়ে দেয়া হয় এক ঘণ্টা। মূলত প্রাকৃতিক আলোকে আরো কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতেই এ পন্থা অনুসরণ করা হয়। শুধু আমেরিকা নয়, উত্তর আমেরিকা অঞ্চল, ইউরোপের সব দেশেই দিনের আলো সংরক্ষণে ঘড়ির কাঁটার এ অদলবদল করা হয়। মধ্যপ্রাচ্যের কিছু দেশেও এ পন্থা অবলম্বন করা হয়। সব মিলিয়ে বিশ্বের প্রায় ৭০টি দেশে দিনের আলো সংরক্ষণের উদ্যোগ প্রচলিত রয়েছে। তবে এশিয়া ও আফ্রিকার কোনো দেশেই এটি প্রচলিত নয়।

‘যারা মানুষ হত্যা করেছে,তাদের অবশ্যই বিচার হবে, প্রবাসীদের আমরা দেশে নিয়ে যেতে চাই

- নিউইয়র্কে গণসংবর্ধনায় জামায়াতের আমির ডা. শফিকুর রহমান

পরিচয় ডেস্ক: নিউইয়র্ক সফররত বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের বিষয়ে বলেছেন, ‘যারা মানুষ হত্যা করেছে, তাদের অবশ্যই বিচার হবে। আমরা চাই ন্যায়বিচার নিশ্চিত হোক, কোনো নিরপরাধ মানুষ শাস্তি পাবেন না। রোববার (২৬ অক্টোবর) নিউইয়র্কের এস্টোরিয়া ওয়ার্ল্ড মেনরে ‘কোয়ালিশন অফ বাংলাদেশ আমেরিকান এসোসিয়েশন আয়োজিত নাগরিক সংবর্ধনায় ডা.শফিকুর রহমান আরো বলেন, আল্লাহ আপনাদের বাংলাদেশে জন্ম দিয়েছে। সেখানে আপনারা বড় হয়েছে। হয়ত পরিবেশের কারণে দেশে যেতে চান না। আমরা আপনাদের দেশে নিয়ে যেতে চাই। আল্লাহ সুযোগ দিলে আমরা সেই পরিবেশ সৃষ্টি করবো। মানবতার মুক্তির লড়াইয়ে আমরা আপরাদের সঙ্গে চাই। বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এখন ধ্বংস। শিক্ষাব্যবস্থা এখন বোকাদের হাতে। শিক্ষাব্যবস্থা ঠিক করতে আপনাদের প্রয়োজন। আমরা মেধাবী প্রবাসীদের একটি অংশ বাংলাদেশে চাই। যাতে আমরা আগামী ৫ বছরের মধ্যে জাতিকে মুক্তি দিতে পারি, স্তস্তি দিতে পারি, সবাই যেন বাংলাদেশি বলে গর্ব করতে পারে।

‘কোয়ালিশ অব বাংলাদেশি আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশন’ (কোবা)’র উদ্যোগে ‘এস্টোরিয়া ম্যানর’ এ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমানকে প্রদত্ত ‘নাগরিক সংবর্ধনা’ সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন আব্দুল আজিজ ভুইয়া এবং সঞ্চালনা করেন জামায়াতে ইসলামীর যুক্তরাষ্ট্রস্থ সমন্বয়কারী ড. নাকিবুর রহমান।

জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান আরো বলেন, জামায়াত ক্ষমতায় গেলে নারীদের কর্মস্থল ৮ ঘন্টার জায়গায় ৫ ঘন্টা করা হবে। মায়েরা গর্ভে সন্তান ধারণ করেন, বুকের দুধ পান করান এবং তাদের লালন পালন করেন। ক্ষেত্রবিশেষে তারা পেশাজীবীর ভূমিকাও পালন করেন। এত বাড়তি দায়িত্বের পর আমরাও ৮ ঘন্টা তারাও ৮ ঘন্টা কাজ করা তাদের প্রতি অবিচার।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, যুদ্ধের মতো ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় যদি আমাদের মা বোনেরা অংশগ্রহণ করতে পারেন, তাহলে সমাজের এমন কোন জায়গাটা আছে যেখানে তারা অংশগ্রহণ করতে পারবেন না? তারা যদি আদবের সাথে যে কোন কাজে অংশ নেন, সমাজ বাধ্য হবে তাদের তাদের নিরাপত্তা ও ইজ্জত দিতে।

এসময় জামায়াতের আমির প্রবাসী বাংলাদেশীদের আগামী নির্বাচনে ভোট দিতে বাংলাদেশে যাওয়ার আহবান জানান। তিনি বলেন, যাদের পক্ষে সম্ভব হয় আপনারা ভোট দিতে যাবেন। আর যাদের পক্ষে সম্ভব হয়না তারা এখানে বসে দোয়া করবেন।

জামায়াত নেতা আরো বলেন, জাতির জন্যে যা প্রয়োজন (টাকা-পয়সা) তা আপনারা এমনিতেই দিচ্ছেন। আপনাদেরকে অসংখ্য শোকরিয়া, অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদেরকে এই রেমিটেন্সটা দেন, আমাদের ভাঙা-চোরা শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে ঠিক করতে সাহায্য করুন। আমাদের ইকনোমির রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে উইপোকা-ছারপোকা ঢুকে পড়েছে, ওগুলোকে তাড়ানোর জন্যে আমাদেরকে সাহায্য করুন। ওগুলোর হাত থেকে আমাদের সমাজ-দেহটাকে সুস্থ করতে সাহায্য করুন। আসুন আমাদেরকে সাহায্য করেন আপনাদের নলেজ আর এক্সপার্টিজ।

প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রতি ডা. শফিকুর রহমান আহবান জানিয়ে বলেন, শুধু রেমিট্যান্স নয়, দেশের উন্নয়নে প্রবাসী মেধাবীদেরও ফিরিয়ে আনা হবে। তিনি বলেন, ‘আমাদের তরুণরা বিভিন্ন দেশে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করছে। দেশের উন্নয়নে তারা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। আমরা তাদের অন্তত একটি অংশ বাংলাদেশে চাই।’ প্রবাসীদের ভোটাধিকারের প্রসঙ্গেও তিনি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ‘যারা যেতে পারবেন না, এখান থেকে দোয়া করবেন কিন্তু ভোট মিস করবেন না। প্রবাসীদের ভোট দেশের উন্নয়নে শক্তি হিসেবে কাজে লাগবে।

অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ডা. জুন্নুন চৌধুরী, মুফতি জামালউদ্দিন, মাওলানা আব্দুর রহমান খান, ড. শওকত আলী, ডা. বদরুল ইসলাম, ডা. খালেকুজ্জামান. ডা. জাকির হোসেন, হাফিজ জাকের আহমেদ, আবু আহমেদ নূরুজ্জামান প্রমুখ।

সমাবেশে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানে অনেকেই অঙ্গ হারিয়েছে। অনেকে কর্মক্ষমতা হারিয়েছে। অসংখ্যা সাধারণ মানুষ শহীদ হয়েছে। শহীদের অধিকাংশের পরিবারের অবস্থা করুন, নুন আনতে তাদের পান্তা পুরোয়। আমরা ঘুরে ঘুরে প্রত্যেকটা পরিবারের কাছে গিয়েছি। তাদের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছি। তাদের মূল্যবান জীবনীকে ইতিহাসের সোনালী পাতায় তুলে আনার চেষ্টা করেছি। ১২ খন্ডের শহীদ স্মরণীকা তৈরী হয়েছে। ৪ টি ভাষায় সেটা অনুবাদ করা হয়েছে। আমরা আশা করেছিলাম সরকার এটা করবে, আশা করেছিলাম সিভিল সোসাইটির অনেকে আছেন, তারা করবে। কেউ যখন এ ব্যাপারে হাত দিলেন না, মহান রবের উপর ভরসা করে আমরা হাত দিলাম।

তিনি আরো বলেন, গত সাড়ে ১৫ বছর আমরা মজলুম দল ছিলাম। আমাদের প্রথম শ্রেণির কয়েকজনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। পটপরিবর্তনের পর এটিএম আজহার সাহেবকে ফেরত পাই। আসলে আমরা একটি কঙ্কাল পেয়েছি। আরমানের মার সঙ্গে দেখা হলে তিনি বলতেন আমি বুকে পাথর বেঁধে আছি। দুই মেয়ে দাদুকে বলতো আব্বু কোথায়। বাসায় ফোন এলে বলতো আব্বু কি ফোন করেছে? ব্রিগেডিয়ার আযমীর একই অবস্থা। তিনি বলেন, ২০২৪ সালে ১ আগস্ট তারা আমাদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করে দেয় আর আল্লাহ ২০২৫ সালের ৫ আগস্ট তাদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করে দেয়। এর কোনো কৃতিত্ব আমাদের না। সমস্ত কৃতিত্ব আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের। আল্লাহ যাকে পছন্দ করেন ক্ষমতায় বসান, আবার যখন সীমা লঙ্ঘন করে দুনিয়াকে অস্থির করে তোলে, আল্লাহ সেই ক্ষমতা কেড়ে নেন। ইট ইজ আল্লাহ। হি ইজ অলমাইটি। আসুন আমরা শোকরিয়া আদায় করি আল্লাহ তায়ালার।

ডা. শফিকুর রহমান বলেন, আমি এবং আমার দল যে প্রতিজ্ঞা করেছিল এই মজলুম বাংলাদেশকে গড়তে হবে। ন্যায় এবং সত্যের পথে কেউ এগিয়ে আসুক আর না আসুক আমাদের এই মজলুম কাফেলা হিম্মত করে আল্লাহর ওপর ভরসা করে এগিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।

অনুষ্ঠানে ডা. শফিকুর রহমানকে কোবাসহ বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে ফুলেল অভিনন্দন জানানো হয়। অনুষ্ঠানের মুনার শিল্পীরা ইসলামি সংগীত পরিবেশন করেন।

উল্লেখ্য, প্রথমবারের মতো আমেরিকা সফরে আসা জামায়াতে ইসলামীর আমির গত ২২ অক্টোবর নিউইয়র্ক পৌঁছে ওয়ার্ল্ড ফেয়ার মেরিনায় বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সাংবাদিক ও সম্পাদকদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। এরপর বাফেলোতে ও মিশিগানে পৃথক গণসংবর্ধনায় অংশ নেন তিনি।

মিশিগানে সংবর্ধনা

এদিকে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডাক্তার শফিকুর রহমান যুক্তরাষ্ট্র সফরের অংশ হিসেবে তিনি আমেরিকার অন্যতম বাংলাদেশী অধ্যুষিত স্টেট মিশিগানে যান গত ২৫ অক্টোবর শনিবার। জামায়াতের আমিরের আগমন উপলক্ষে বাংলাদেশি আমেরিকান কমিউনিটি অফ মিশিগানের উদ্যোগে এক বিরাট গণ সংবর্ধনা মিশিগানের হেমট্রামিক সিটিতে আয়োজন করা হয়।

সমাবেশে জামায়াতের আমির তার বক্তব্যে অতীত ও বর্তমান সময়ের রাজনীতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বাংলাদেশকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে আসতে দেশের সাথে প্রবাসের সকল নেতৃবৃন্দের ও প্রবাসী বাংলাদেশীদের সহযোগিতা কামনা করেন।

ডাঃ মোতাহার আহমেদের সভাপতিত্বে এবং জামায়াতে ইসলামীর সাবেক শুরা সদস্য মাওঃ সুহেল আহমেদের পরিচালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, জামায়াতে ইসলামীর যুক্তরাষ্ট্র মুখপাত্র ড, নাকিবুর রহমান, ডাক্তার রাশেদুজ্জামান, এটর্নি রুহুল মুমেন, আলফালাহ মসজিদের খতিব ইমাম আব্দুল লতিফ আজম, বাংলাদেশী আমেরিকান ফোরামের সভাপতি সাহেদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে মেহমানকে কমিউনিটির পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে বরণ করা হয়।

‘কড়াই কিচেন’ পেল নিউ ইয়র্ক টাইমসের মর্যাদাপূর্ণ

৫০ পৃষ্ঠার পর

রিভিউ পেয়েছে। এই সম্মান কতটা বিরল, তা বোঝা যায় একটি তথ্য থেকেভ্রাত তিন দশকে মাত্র ২৯টি রেস্তোরাঁ এই গৌরব অর্জন করতে পেরেছে।

এই অসাধারণ রেস্তোরাঁটি চালান এক মা-মেয়ের জুটি। এর মূল কারিগর হলেন জেমস বেয়ার্ড পুরস্কারের জন্য মনোনীত শেফ নূর-ই গুলশান রহমান, এবং তাকে সঙ্গ দেন তার মেয়ে নূর-ই ফারহানা রহমান। নিউ ইয়র্ক টাইমস তাদের খাঁটি বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ, আন্তরিক ঘরোয়া পরিবেশ এবং সাংস্কৃতিক আবেদনের ভূয়সী প্রশংসা করেছে। এই অর্জনে উচ্ছ্বসিত ফারহানা বলেন, “আমরা অবিশ্বাস্যভাবে আনন্দিত। আমরা জানি নিউ ইয়র্ক টাইমসের তিন তারকা পাওয়া কতটা বিরল। আর একটি বাংলাদেশি খাবারের রেস্তোরাঁর এই ছোট্ট তালিকায় যোগ

দেওয়াটা আমাদের সংস্কৃতি এবং সম্প্রদায়ের জন্য এক বিশেষ গর্বের বিষয়।”

তিনি আরও যোগ করেন, “এটি জার্সি সিটির জন্যও একটি অসাধারণ স্বীকৃতি। এই বৈচিত্র্যময় শহরটিকে নিজের বাড়ি বলতে পেরে আমরা গর্বিত।”

২০১৮ সালে কড়াই কিচেনের যাত্রা শুরু হয়েছিল একটি বুফে রেস্তোরাঁ হিসেবে, যেখানে পরিবেশন করা হতো একেবারে খাঁটি ঘরোয়া বাংলাদেশি খাবার। কোভিড মহামারীর সময়, তারা শুধু টেক-আউট ও ডেলিভারি চালু রাখে। অবশেষে ২০২৪ সালে তারা আবার সীমিত আকারে ডাইন-ইন সেবা চালু করে, যার নাম ‘আম্মার দাওয়াত’। এটি একটি আট-কোর্সের বিশেষ ভোজ, যেখানে কোনো নির্দিষ্ট মেন্যু থাকে না এবং যা শুধুমাত্র শুক্র ও শনিবার রাতে পাওয়া যায়।

নিউ ইয়র্ক টাইমসের রিভিউতে রেস্তোরাঁটির আন্তরিক পরিবেশ এবং হাত দিয়ে খাওয়ার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিশেষভাবে প্রশংসা করা হয়েছে।

এর আগে শেফ গুলশান রহমান ২০২৪ সালে আমেরিকার অন্যতম সেরা শেফদের সম্মাননা জেমস বেয়ার্ড অ্যাওয়ার্ডের সেমিফাইনালিস্ট হয়েছিলেন। এছাড়াও, কড়াই কিচেন নিউ জার্সির স্থানীয় ডাইনিং গাইডে ১০ নম্বরে স্থান পেয়েছে। রেস্তোরাঁর পাশাপাশি এই সফল মা-মেয়ের জুটি জার্সি সিটিতে ‘হিলশা গ্রোসারি’ নামে একটি বাংলাদেশি গ্রোসারীও পরিচালনা করেন।

বছরে ৭৫০০ শরণার্থী আশ্রয় দেবে যুক্তরাষ্ট্র, অগ্রাধিকার

৫০ পৃষ্ঠার পর

হাজার ৫০০ জনে নামিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। যাদের বেশির ভাগই হবেন দক্ষিণ আফ্রিকার বংশোদ্ভূত শ্বেতাঙ্গ।

গত ৩০ সেপ্টেম্বর এই নথিতে স্বাক্ষর করলেও বৃহস্পতিবার প্রকাশিত প্রেসিডেনশিয়াল নথি থেকে দেখা গেছে, ট্রাম্প প্রশাসন জানিয়েছেভ্রবিশ্বজুড়ে বিপদগ্রস্ত লাখো মানুষের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের শরণার্থী ব্যবস্থা মূলত বন্ধই থাকবে। তবে নির্ধারিত ৭ হাজার ৫০০ জনের বেশির ভাগ স্থান বরাদ্দ করা হবে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ অভিবাসীদের জন্য।

নথিতে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্টের ‘নির্বাহী আদেশ ১৪২০৪ অনুযায়ী, প্রবেশসংখ্যা প্রধানত দক্ষিণ আফ্রিকান শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। নিজ নিজ দেশে বেআইনি বা অন্যায্য বৈষম্যের শিকার অন্য গোষ্ঠীর সদস্যরাও এতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। যারা আফ্রিকানার জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত।

ট্রাম্প অনেকবার দাবি করেছেন, কৃষ্ণাঙ্গ সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ দক্ষিণ আফ্রিকান শ্বেতাঙ্গরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। তবে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার ও শীর্ষ আফ্রিকান কর্মকর্তারা ট্রাম্পের এই দাবি প্রত্যাখ্যান করেছেন।

বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা যেসব অনুদান এবং চুক্তির মাধ্যমে শরণার্থীদের সেবা দেয়, সেগুলো এখন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগের শরণার্থী পুনর্বাসন কার্যালয়ে স্থানান্তরিত করা হবে।

এটি বাইডেন প্রশাসনের সময় নির্ধারিত ১ লাখ ২৫ হাজারের তুলনায় প্রায় ৯৪ শতাংশ কম। মানবিক উদ্বেগ ও জাতীয় স্বার্থেই মূলত শরণার্থী প্রবেশের নতুন সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

১৯৮০ সালে মার্কিন কংগ্রেস শরণার্থী আইন পাস করে। যারমাধ্যমে বৈধভাবে শরণার্থীদের যুক্তরাষ্ট্রে থাকার ব্যবস্থা হয়। সেই বছর থেকে এখন পর্যন্ত ২০ লাখ মানুষ শরণার্থী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে এসে নতুন জীবন শুরু করেছেন।

গত জানুয়ারিতে ক্ষমতা নিয়েই ট্রাম্প এই আইনের কার্যকারিতা কমানোর উদ্যোগ নেন। অনেক আইনি বাধা উপেক্ষা করে তিনি এতে সফল হয়েছেন।

স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওয়ার্ক পারমিট নবায়ন বন্ধ করে

৫০ পৃষ্ঠার পর

আজ বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) থেকেই এই নিয়ম কার্যকর হচ্ছে। এখন থেকে যেসব অভিবাসী ওয়ার্ক পারমিট বা কাজের অনুমতিপত্র নবায়নের জন্য আবেদন করবেন, তারা আর স্বয়ংক্রিয়ভাবে মেয়াদ বাড়ানোর সুবিধা পাবেন না।

আগের নীতিমালা অনুযায়ী, নির্দিষ্ট শ্রেণীর অভিবাসী সময় মতো ওয়ার্ক পারমিট নবায়নের জন্য আবেদন করলে তিনি আবেদন বিবেচনার সময় সর্বোচ্চ ৫৪০ দিন পর্যন্ত কাজ করার সুযোগ পেতেন। মার্কিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বলছে, এই পরিবর্তনের উদ্দেশ্য হলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়ন করলে জালিয়াতি বা ঝুঁকির সম্ভাবনা থাকে, তা বন্ধ করা। এর আগে গত মাসে দক্ষ কর্মীদের ভিসা ফি বৃদ্ধি করে একটি নির্বাহী আদেশ জারি করেন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্প। নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, এইচ-ওয়ানবি ভিসা প্রোগ্রামে যুক্তরাষ্ট্র যেতে আবেদনকারীদের এখন থেকে এক লক্ষ ডলার বা ৭৪ হাজার পাউন্ড বাড়তি খরচ যুক্ত করা হয়েছে।

কে হচ্ছেন নিউইয়র্কের নতুন মেয়র

৪২ পৃষ্ঠার পর

ফেডারেল দুর্নীতির অভিযোগ এবং তার প্রতি ডেমোক্র্যাটদের সমর্থন আরও কমে যাওয়ায় শেষ মুহূর্তে তিনি নির্বাচনী প্রচার থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। তবে তার নাম এখনও ব্যালটে থাকবে। এরিক অ্যাডামস সরাসরি অ্যান্ড্রু কুওমোর প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। তার এই আকস্মিক সরে যাওয়া মামদানির জন্য সুযোগ তৈরির সম্ভাবনার কথা ভাবা হলেও দেখা যাচ্ছে, অ্যাডামসের সমর্থন মামদানির চাইতে কুওমোর পাল্লাই তুলনামূলকভাবে একটু বেশি ভারী করছে।

চূড়ান্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিশ্লেষণ

নির্বাচন এখন ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট আদর্শের প্রতীক মামদানি এবং অভিজ্ঞ, মধ্যপন্থী স্বতন্ত্র প্রার্থী কুওমোর মধ্যে এক দ্বিমুখী লড়াইয়ে পরিণত হয়েছে।

বামপন্থীদের ঐক্য : মামদানিকে ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট অব আমেরিকা (উঝঅ) এবং উদারপন্থী নেতারা, যেমন বার্নি স্যান্ডার্স, সমর্থন করছেন।

মধ্যপন্থীদের আশা : কুওমো আশা করছেন যে, রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়ার ভোটারদের একটি অংশ এবং নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা প্রত্যাশী মধ্যপন্থী ডেমোক্র্যাটরা তার দিকে ঝুঁকবে।

রিপাবলিকান ফ্যাক্টর : রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়া নির্বাচনে থাকলেও, জনমত জরিপ অনুযায়ী তার অবস্থান তৃতীয় স্থানে। তিনি বেশি ভোট কাটলে তা কুওমোর জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

নিউইয়র্কের এই নির্বাচন শুধু একজন মেয়রকে বেছে নেবে না, বরং তা বিশ্বের কাছে এই বার্তা দেবে যে নগরবাসী কি সাহসী সোশ্যালিস্ট পরিবর্তন নাকি প্রমাণিত অভিজ্ঞতার ওপর ভরসা রাখছেন। নির্বাচন ঘনিয়ে আসছে এবং জনমত জরিপের ব্যবধান ক্রমশ কমতে থাকায়, শেষ মুহূর্তের প্রচারণা ও ভোটারদের উপস্থিতিই এই ঐতিহাসিক নির্বাচনের ভাগ্য নির্ধারণ করবে। - বিভিন্ন সংবাদ সংস্থার তথ্য অবলম্বনে

নিউইয়র্ক সিটিতে আগাম ভোটে রেকর্ড

পরিচয় ডেস্ক: চলতি সপ্তাহের শনিবার থেকে শুরু হওয়া আগাম ভোটের প্রথম দিন থেকেই ভোটকেন্দ্রগুলোতে ভিড় চোখে পড়ছে। নিউ ইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনের প্রথম দুই দিনেই রেকর্ডসংখ্যক আগাম ভোট পড়েছে।

সাপ্তাহিক ছুটির এ দুই দিনে মোট ভোট পড়েছে ১ লাখ ৬৪ হাজার ১৯০টি, যা গেল মেয়র নির্বাচনে একই সময়ের তুলনায় পড়া ভোটের পাঁচ গুণ বেশি।

এদিকে নির্বাচনের ঠিক আগে জমে উঠেছে প্রধান দুই প্রার্থীর বাকযুদ্ধ। বিশেষ করে ধর্মীয় ইস্যুতে পরস্পরবিরোধী অবস্থান নিয়েছেন ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রার্থী জোহরান মামদানি ও স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যান্ড্রু কুওমো

চলতি সপ্তাহের শনিবার থেকে শুরু হওয়া আগাম ভোটের প্রথম দিন থেকেই ভোটকেন্দ্রগুলোতে ভিড় চোখে পড়ছে। প্রথম দুই দিন সাপ্তাহিক ছুটি থাকায় বিপুলসংখ্যক মানুষ ভোট দিতে যান।

গেল মেয়র নির্বাচনের আগাম ভোটের ৯ দিনে মোট যা ভোট পড়েছিল, এবারের প্রথম ২ দিনেই তার চেয়ে বেশি ভোট পড়েছে।

নিউ ইয়র্ক সিটি বোর্ড অব ইলেকশনসের তথ্য অনুযায়ী, প্রথম দুই দিনে মোট ভোট পড়েছে ১ লাখ ৬৪ হাজার ১৯০টি। এর মধ্যে প্রথম দিনে ৭৯ হাজার ৪০৯ এবং দ্বিতীয় দিনে ভোট পড়ে ৮৪ হাজার ৭৫১টি।

নিউ ইয়র্ক সিটির পাঁচ বরোর মধ্যে সর্বোচ্চ ভোট পড়ে ব্রুকলিন ও ম্যানহাটনে। এর পরই কুইন্স, ব্রঙ্কস ও স্ট্যাটেন আইল্যান্ডের অবস্থান।

মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে শনিবারই ম্যানহাটনে নিজের ভোট দেন রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিজ স্লিওয়া।

নির্বাচনি প্রচার অব্যাহত রেখেছেন জোহরান মামদানি। প্রচারে বারবার অভিযোগ আনছেন, কুওমো ইসলামবিদ্বেষী মন্তব্য করে ভোটারদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন।

অন্যদিকে কুওমো কিউ গার্ডেনে ইহুদি কমিউটির একটি র‍্যালিতে অংশ নিয়ে বলেন, ইহুদিবিরোধী অবস্থানের কারণে মামদানির লজ্জা পাওয়া উচিত।

আগামী ২ নভেম্বর পর্যন্ত আগাম ভোট দেওয়া শেষে ৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে চূড়ান্ত ভোট।

মেয়াদ কমিয়ে ওমরাহ ভিসায় বড় পরিবর্তন আনল

৫০ পৃষ্ঠার পর

(৩১ অক্টোবর) সংবাদমাধ্যম আল আরাবিয়া এ তথ্য জানিয়েছে।

তবে হজযাত্রী সৌদি আরবে পৌঁছানোর পর সেখানে থাকার মেয়াদ আগের মতই তিন মাস থাকবে। তাতে কোনো পরিবর্তন হবে না। গালফ নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়, ওমরাহ ভিসায় কিছু পরিবর্তন এনেছে সৌদির হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়। সংশোধিত নিয়ম অনুযায়ী ভিসা ইস্যু হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে যদি কোনো হজ যাত্রী সৌদি আরবে প্রবেশের জন্য নাম নথিভুক্ত না করেন তাহলে ওমরাহ ভিসা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যাবে। ভিসা ব্যবস্থাপনা সহজতর করা ও হজযাত্রীদের প্রবেশ প্রক্রিয়া সহজ করার জন্য এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

ন্যাশনাল কমিটি ফর ওমরাহ অ্যান্ড ভিজিটের উপদেষ্টা আহমেদ বাজাইফার সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ওমরাহযাত্রীদের প্রত্যাশিত ভিড় সামলানোর জন্য মন্ত্রণালয়ের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। বিশেষ করে গ্রীষ্মের মৌসুম শেষ হওয়া ও মক্কা ও মদিনায় তাপমাত্রা কমার পর ওমরাহ যাত্রীদের ভিড় বাড়তে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। এর লক্ষ্য হলো দুটি পবিত্র শহরে অতিরিক্ত ভিড় এড়ানো।

চলতি মাসের শুরুর দিকে সৌদির হজ ও ওমরাহ মন্ত্রালয় জানিয়েছিলি, সৌদি আরবের যেকোনো ধরনের ভিসাধারীরা এখন থেকে পবিত্র ওমরাহ পালন করতে পারবেন।

এক বিবৃতিতে বলা হয়, ওমরাহযাত্রীদের জন্য প্রক্রিয়া সহজ করা ও সেবার পরিধি বাড়ানোর অংশ হিসেবে এই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এটি সৌদি ভিশন ২০৩০-এর লক্ষ্য বাস্তবায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

মন্ত্রণালয় জানায়, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ভিজিট ভিসা, ই-ট্যুরিস্ট ভিসা, ট্রানজিট ভিসা, কাজেরভিসাসহ অন্যান্য ভিসাধারীরাও এখন থেকে ওমরাহ পালন করতে পারবেন।

হঠাৎ করে আক্রমণ আসতে পারে

৯ পৃষ্ঠার পর

কাছে যেন ফ্যাক্টচেকিং তথ্যগুলো পৌঁছাতে পারে, সে বিষয়ে প্রধান উপদেষ্টা গুরুত্ব দিয়েছেন।

অধ্যাপক ইউনূসের বরাত দিয়ে প্রেস সচিব জানান, প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন,"সোশ্যাল মিডিয়ায় অপপ্রচার আসবে। নির্বাচনকে বানচাল করার জন্য দেশের ভেতর থেকে বাইরে থেকে খুবই পরিকল্পিতভাবে নানারকম অপপ্রচার চালানো হবে। এআই দিয়ে ছবি-ভিডিও তৈরি করে ছেড়ে দেওয়া হবে। এটাকে সামাল দিতেই হবে। একটা অপপ্রচারের সূচনা হওয়া মাত্রই সেটা ঠেকাতে হবে যেন ছড়াতে না পারে।"

কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটির নতুন সভাপতি কাজী তোফায়েল, শেখ মো: ফারুকুল ইসলাম সাধারণ সম্পাদক

পরিচয় ডেস্ক: কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটির নতুন কমিটির সভাপতি মনোনীত হয়েছেন কুমিল্লা সোসাইটি অফ ইউএসএ-র সম্মানিত উপদেষ্টা কাজী তোফায়েল ও সাধারণ সম্পাদক শেখ মো: ফারুকুল ইসলাম। সম্প্রতি নর্দান বুলোভার্ডের একটি রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সভায় সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতৃ ও সাধারণ সম্পাদকসহ কয়েকটি

পদে মনোনয়ন চুড়ান্ত হয়। যারা মনোনীত হয়েছেন, তাঁরা খুব শীঘ্রই পুর্ণাঙ্গ কমিটি চুড়ান্ত করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি আজমল হোসেন কুনু, নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির বোর্ড অফ ট্রাষ্টি সদস্য আজিমুর রহমান বুরহান, নিউ ইয়র্ক বাংলাদেশ সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ মফিজুল ইসলাম ভুইয়া রুমি, যুক্তরাষ্ট্র জাসদ সভাপতি দেওয়ান শাহেদ চৌধুরী, ডাউনচাউন ম্যানহাটান বাংলাদেশ বিজনেস এসোসিয়েশানের সভাপতি বাদল, সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ ওয়াহিদ কাজী এলিন, ঢাকা জেলা এসাসিয়েশানের সভাপতি দুলাল বেহেদু, কুইন্স বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি শামসউদ্দিন, আবুল ফজল লিটনসহ সংগঠনের কয়েকজন সদস্যবৃন্দ।

ফিরোজ আহমেদ সভাপতি,আলমগীর হোসাইন সাধারণ সম্পাদক : সন্দ্বীপ সোসাইটি ইউএসএ এর ২০২৬-২৭ সালের নুতন কমিটি গঠিত

পরিচয় ডেস্ক:প্রবাসের অন্যতম বৃহৎ সংঘটন সন্দ্বীপ সোসাইটি ইউএসএ এর আগামী ২০২৬ -২৭ সালের নুতন কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষণা করেন সন্দ্বীপ সোসাইটির নির্বাচন কমিশন। এতে সভাপতি হিসেবে ফিরোজ আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক পদে আলমগীর হোসাইন পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচন কমিশন এর প্রধান ছিলেন আলহাজ গাজী মোদাচ্ছের মিয়া, অন্য কমিশনার হলেন : জনাব সানাউল্লাহ হাসান, জনাব মোঃ ফোরকান উদ্দিন, জনাব মোঃ মাকসুদুর রহমান ও আরিফ আর চৌধুরী।

নুতন এই কমিটিতে আরো যারা আছেন তারা হলেন সিনিয়র সহ সভাপতি মঞ্জুর কাদের সোহাগ, ভাইস প্রেসিডেন্ট : আব্দুস সালাম লাবু, ভাইস প্রেসিডেন্ট : আব্দুল মান্নান, ভাইস প্রেসিডেন্ট: মোঃ আলমগীর হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক : মনিরুল ইসলাম,সাংগঠনিক সম্পাদক : মোঃ জসিম উদ্দিন, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক : মোঃ আলাউদ্দিন ফারুক, কোষাধ্যক্ষ : মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম, সহ কোষাধ্যক্ষ : মোঃ সোহেল, সমাজ কল্যাণ ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক : নাজিম উদ্দিন সুজন, শিক্ষা ও সাহিত্য সম্পাদক: মাহমুদুল হাসান রাজীব, ক্রীড়া ও স্বাস্থ্য সম্পাদক : জোবাইদুল ইসলাম , প্রশিক্ষণ ও কর্ম সংস্থান সম্পাদক :মোহাম্মদ আরিফ, প্রচার সম্পাদক : ইমরুল হাসান আরফান, দপ্তর সম্পাদক : আজমীর হোসাইন, মেইনস্ট্রিম ও আইন বিষয়ক সম্পাদক : মোঃ আরিফুজ্জামান, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পাদক : রেহান উদ্দিন সোহেল। কার্যনির্বাহী পরিষদ তাদের প্রথম সভায় ১৬ জন কার্যনির্বাহী সদস্য নির্বাচন করবেন। তখন কার্যনির্বাহী পরিষদ হবে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট। এই কমিটি আগামী দুই বছর দায়িত্ব পালন করবে।

খ্রিস্টানদের রক্ষার নামে নাইজেরিয়ায় সামরিক পদক্ষেপের হুমকি ট্রাম্পের

নাইজেরিয়ায় সম্ভাব্য সামরিক পদক্ষেপের জন্য প্রতিরক্ষা দপ্তর পেন্টাগনকে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি দাবি করেছেন, নাইজেরিয়ায় খ্রিস্টানদের ওপর সহিংসতা চালানো হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্র এখন অস্ত্র হাতে ইসলামিক সন্ত্রাসীদের সম্পূর্ণ নির্মূল করতে ওই দেশে প্রবেশ করতে পারে, যারা এই ভয়াবহ নৃশংসতা চালাচ্ছে।

তবে খ্রিস্টানদের হত্যার এই অভিযোগ নাইজেরিয়া সরকার বারবার অস্বীকার করেছে।

স্থানীয় প্রতিবেদনগুলোতে বলা হয়েছে, নাইজেরিয়ার প্রধানত মুসলিম অধ্যুষিত উত্তরাঞ্চলে নিহতদের মধ্যে বেশিরভাগই মুসলিম সম্প্রদায়। খবর সিএনএনের।

শনিবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক দীর্ঘ পোস্টে ট্রাম্প নাইজেরিয়ায় খ্রিস্টানদের ওপর তথাকথিত ‘বৃহৎ হত্যাযজ্ঞ’-এর সমালোচনা করে লিখেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ‘অবিলম্বে নাইজেরিয়াকে দেওয়া সব ধরনের সাহায্য ও সহায়তা বন্ধ করবে’ এবং দেশটির সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছেন যাতে এসব হামলার বিরুদ্ধে ‘দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া হয়।’

ট্রাম্প বলেন, আমি আমাদের যুদ্ধ বিভাগকে সম্ভাব্য পদক্ষেপের জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছি।

যদি আমরা আক্রমণ করি, সেটা হবে দ্রুত, কঠোর এবং কার্যকর ড় ঠিক যেমন ওই সন্ত্রাসীরা আমাদের প্রিয় খ্রিস্টানদের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে!

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী পিট হেগসেথ ট্রাম্পের বক্তব্যের একটি স্ক্রিনশট শেয়ার করে সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, ‘জি স্যার। নিরীহ খ্রিস্টানদের হত্যা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। সেটি নাইজেরিয়ায় হোক বা পৃথিবীর যেকোনো স্থানে; অবিলম্বে তা বন্ধ হতে হবে। যুদ্ধ বিভাগ প্রস্তুতি নিচ্ছে।

য় নাইজেরিয়া সরকার খ্রিস্টানদের রক্ষা করবে, নতুবা আমরা ওই ইসলামিক সন্ত্রাসীদের ধ্বংস করব।’

তবে বাস্তবে নাইজেরিয়ায় চরমপন্থী ইসলামপন্থীদের হামলায় খ্রিস্টান ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই ভুক্তভোগী। দেশটির সহিংসতার পেছনে বিভিন্ন কারণ রয়েছে ড় কিছু ধর্মীয় সংঘাত, আবার কিছু কৃষক ও পশুপালকদের মধ্যে জমি ও সম্পদ নিয়ে বিরোধ থেকে শুরু করে জাতিগত ও সামাজিক টানাপোড়েনের ফল। তবে ভুক্তভোগীদের বেশিরভাগই মুসলিম সম্প্রদায়।

নতুন আঙ্গিকে আসছে জ্যামাইকার ঘরোয়া রেষ্টুরেন্ট

পরিচয় ডেস্ক: গ্রাহকদের স্বাস্থ্যকর পরিবেশে মানসম্পন্ন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে নতুন আঙ্গিকে, নব সাজে আসছে বাংলাদেশী অধ্যুষিত জ্যামাইকার সুস্বাদু বাঙালি খাবারের জনপ্রিয় রেষ্টুরেন্ট ঘরোয়া। ঘরোয়া জ্যামাইকা ও ঘরোয়া ব্রুকলীনের সত্বাধিকারী গোলাম কুদ্দুস জানিয়েছেন অভ্যন্তীরীন আঙ্গিক পরিবর্তন নবরুপে সুসজ্জিত করার কাজ পুরোপুরি চালু হওয়ায় কয়েক সপ্তাহের জন্য জ্যামাইকার ঘরোয়া গ্রাহক সেবা বন্ধ রাখতে হচ্ছে। তবে জ্যামাইকার ঘরোয়া বন্ধ খাকাকালীন সময়ে ঘরোয়ার সকল শেফ ও কর্মীর সেবা পাওয়া যাবে জ্যাকসন হাইটসের ঢাকা গার্ডেন রেস্টুরেন্টে। জনাব গোলাম কুদ্দুস আরো জানান সাময়িকভাবে গ্রাহক সেবা বন্ধ থাকলেও জামাইকা ঘরোয়ার সব ধরনের ক্যাটারিং সার্ভিস প্রদান ার্ব্যাহত থাকবে। বিস্তারিত জানতে ৯১৭-৩৪৯-৬৩১১ টেলিফোন নম্বরে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

পেনসিলভেনিয়ায় মোবাইল বাংলাদেশ দূতাবাসের সফল সেবা কার্যক্রম সম্পন্ন

পরিচয় ডেস্ক: ওয়াশিংটন ডিসি থেকে আগত বাংলাদেশ দুতাবাসের মিনিস্টার কাউন্সিলর জনাব মোঃ মাহবুবুর রহমানের নেতৃত্বে নয় সদস্যের মোবাইল বাংলাদেশ দূতাবাস টিম শনিবার (১ নভেম্বর ২০২৫) সকাল ১০টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত আপার ডার্বির আল-মদিনা মসজিদে প্রবাসী বাংলাদেশিদের কনস্যুলার সেবা প্রদান করে।
দিনব্যাপী এ সেবা কার্যক্রমে প্রায় ৩৪১টি নো-ভিসা, ১২০টি পাসপোর্ট ও ই-পাসপোর্ট নবায়ন, পুলিশ ক্লিয়ারেন্স,

৮টি ডুয়েল সিটিজেনশিপ, এবং বিভিন্ন সনদ ও নথিপত্র সত্যায়ন সেবা সফলভাবে সম্পন্ন হয়।
মসজিদ কমিটির পক্ষ থেকে কাউন্সিলর শেখ সিদ্দিক ও প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান দূতাবাস টিমের আন্তরিকতা ও দক্ষতার প্রশংসা করেন। আয়োজক প্রতিনিধি এ বি এম আলতামাস বাবুল বলেন, "এইবারের টিম ছিলো আন্তরিক, দক্ষ ও উদাহরণযোগ্য।"
দূতাবাস প্রতিনিধি মিনিস্টার কাউন্সিলর জনাব মাহবুবুর রহমান বলেন, "এটি আমার প্রথম মোবাইল সেবা অভিজ্ঞতা। আয়োজকদের সহযোগিতা ও প্রবাসীদের সৌজন্যে আমি সত্যিই মুগ্ধ।"
তিনি আরও জানান, আগামী রবিবার (২ নভেম্বর) নর্থপেন মসজিদ, ল্যান্সডেল, পেনসিলভেনিয়ায় সারাদিনব্যাপী কনস্যুলার সেবা প্রদান করা হবে।

নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি'র উদ্যোগে বাংলাদেশের সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সংবাদ সম্মেলন : তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে 'নিরাপত্তা' দাবি

পরিচয় ডেস্ক: বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে অন্তর্রতী সরকারের কাছে 'নিরাপত্তা' নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে নিউইয়র্ক স্টেট বিএনপি। ৩১ অক্টোবর শুক্রবার নিউইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের নবান্ন পার্টি হলে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলন থেকে এ দাবি জানান তারা। সংবাদ সম্মেলনে জাতীয় ঐকমত্য কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক আলী রীয়াজকে আওয়ামী লিগের দোসর হিসেবে দাবী করে তার পদত্যাগও দাবি করা হয়। বিএনপির দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহযোগী জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধেও সংবিধান সংশোধন বিষয়ে 'অতিরিক্ত প্রভাব বিস্তারের' অভিযোগ তোলা হয়। নিউ ইয়র্ক স্টেট বিএনপির সভাপতি অলিউল্লাহ আতিকুর রহমানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান সাঈদের সঞ্চালনায় ।সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়েন বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য গিয়াস আহমেদ। এসময় মঞ্চে আরো উপস্থিত ছিলেন বিএনপির পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য গোলাম ফারুক শাহীন, সংগঠনের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জসিম উদ্দিন, বদরুল হক আজাদ, আরিফুর রহমান, আনিসুর রহমান, দেওয়ান কাওসার, শেখ তারেক হাসান, মাহবুবুল হক ও যুক্তরাষ্ট্র শ্রমিক দলের সভাপতি জাহাঙ্গির এম আলম। সংবাদ সম্মেলনে গিয়াস অভিযোগ করেন, "বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার তারেক রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনকে কেন্দ্র করে নানা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে। সরকার এখনো তার নিরাপত্তা বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়নি, বরং কিছু সংস্থা তাকে নিরুৎসাহিত করছে।" সংবাদ সম্মেলনে আরো বলা হয়, "অতীতে ১/১১ সরকারের সময় তারেক রহমানকে অন্যায়ভাবে গ্রেপ্তার ও নির্যাতন করা হয়েছিল। আদালতের রায়ে পরবর্তীতে তার বিরুদ্ধে দায়ের করা একাধিক মামলা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।" সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক সহযোগী জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধেও সংবিধান সংশোধন বিষয়ে 'অতিরিক্ত প্রভাব বিস্তারের' অভিযোগ তোলা হয়।
বিএনপির পররাষ্ট্রবিষয়ক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য গোলাম ফারুক শাহীন বলেন, "দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দেশে ফেরার পূর্বে সরকারের উচিত তার নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে স্পষ্ট পরিকল্পনা প্রকাশ করা।"
সভাপতি অলিউল্লাহ আতিকুর রহমান বলেন, "যুক্তরাষ্ট্রে বিএনপি নেতাকর্মীরা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারে বিভিন্ন কর্মসূচি চালিয়ে আসছে। তারেক রহমানের দেশে ফেরা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নেবে।"

যুক্তরাষ্ট্রে গ্রিনকার্ড বাতিলের প্রক্রিয়া

৩৬ পৃষ্ঠার পর

অনুযায়ী, প্রতি সপ্তাহে গড়ে ১ হাজারের বেশী গ্রীনকার্ডধারীকে এনটিএ পাঠানো হচ্ছে। সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি নোটিস টগ এপিয়া রপেয়েছেন মেক্সিকো, ভেনেজুয়েলা ও মধ্য আমেরিকার দেশগুলোর নাগরিকরা, যারা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দলে দলে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করে রাজনৈতিক আশ্রয় ও ওয়ার্ক পারমিট পেয়েছিলেন। এখন তারা নাগরিকত্বের আবেদন করলে তাদের তথ্য পুনরায় যাচাই করা হচ্ছে। ইমিগ্রেশ্যান সুবিধার যেকোন আবেদনে প্রদত্ত জাল বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রমাণিত হলে গ্রিনকার্ড বাতিল এবং বহিষ্কারাদেশ কার্যকর করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন ইএসসিআইএস।

লাল আলু কেন খাবেন

১৮ পৃষ্ঠার পর

বিশেষত নারীদের জন্য এটি উপকারী খাদ্য।
৬. অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের উৎস : লাল আলুর খোসায় থাকা অ্যান্থোসায়ানিন ও ফ্ল্যাভোনয়েড শরীরের ক্ষতিকর ফ্রি-র‍্যাডিকেল দূর করে। এতে ক্যানসার, হৃদরোগ ও বার্ধক্যজনিত ক্ষতি প্রতিরোধে সহায়তা করে।
৭. হাড় ও দাঁতের স্বাস্থ্য : লাল আলুর ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম হাড় ও দাঁতের গঠন মজবুত রাখতে সাহায্য করে। ৮. ত্বক ও চুলের জন্য উপকারী : লাল আলুর ভিটামিন সি ও বি-কমপ্লেক্স ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ায়, ক্ষত সারাতে সাহায্য করে এবং চুল পড়া প্রতিরোধে সহায়ক।
লাল আলুর খাওয়ার উপায় : আলু খাওয়া ক্ষতিকর নয়, বরং রান্নার ধরন ও খাওয়ার পরিমাণের ওপরেই ক্ষতিকর বা উপকারী হওয়া নির্ভর করে।
সেদ্ধ বা ভাপা: ভিটামিন ও খনিজ সংরক্ষণ করে।
খোসাসহ খাওয়া: এতে আঁশ ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট বেশি পাওয়া যায়।
সবজি বা ভর্তা হিসেবে: প্রচলিত ও সুস্বাদু পদ্ধতি।
সুপ বা সালাদে: পুষ্টি বজায় থাকে এবং হজমে সহজ হয়।
সতর্কতা: ১. তেলে ভাজা আলুর (ফ্রেঞ্চ ফ্রাই, চিপস) মাধ্যমে ক্যালরি ও ফ্যাট বেড়ে যায়, যা স্থূলতা ও হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়।

GOLDEN AGE HOME CARE
GOLDEN AGE
HOME CARE
আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান
PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো
Please Contact
Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.
Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com
Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903
JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115
BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834
HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115
BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115
Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

কে হচ্ছেন নিউইয়র্কের নতুন মেয়র

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিটি সচেতন নাগরিকের চোখ এখন নিউইয়র্ক সিটির ওপর। বিশ্বের অন্যান্য দেশের অনেকের নজরও এখন আটকে আছে ওই নগরীতে। বিশ্বের অন্যতম এই গুরুত্বপূর্ণ নগরীর পরবর্তী মেয়র নির্বাচনের প্রাক্কালে এক উত্তেজনাপূর্ণ রাজনৈতিক লড়াই দেখতে পাচ্ছে সবাই। এই প্রতিযোগিতা স্থানীয় নির্বাচনের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নেই। ডেমোক্রেটিক পার্টির মনোনয়ন জয় করে ইতিহাস সৃষ্টি করা তরুণ জোহরান মামদানি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়তে নামা সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমোর মধ্যে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা এখন চূড়ান্ত পর্বে। একদিকে রয়েছে তরুণ, প্রগতিশীলতার প্রতীক এবং শহরের প্রথম মুসলিম মেয়র হওয়ার দৌড়ে থাকা জোহরান মামদানি, অন্যদিকে রয়েছে সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অ্যান্ড্রু কুওমো। এই প্রতিযোগিতা এখন আর সিটি নির্বাচনের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নেই।

জোহরান মামদানি : পরিবর্তনের অঙ্গীকার

মাত্র ৩৩ বছর বয়সি জোহরান মামদানি নিউইয়র্ক সিটি নির্বাচনে এক নতুন তরঙ্গ সৃষ্টি করেছেন। উগান্ডায় জন্মগ্রহণকারী এই ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট নেতা বর্তমানে স্টেট অ্যাসেম্বলির সদস্য। তিনি জুন মাসে দলের প্রাইমারি নির্বাচনে অভাবনীয় জয় পেয়েছিলেন, যা রাজনৈতিক মহলে আলোড়ন ফেলেছিল। নজিরহীনভাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রকাশ্যে তীব্র ভাষায় মামদানির সমালোচনা ও বিরোধিতা করা সত্ত্বেও তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছেন। মামদানি নিজেকে এভাবে তুলে ধরেছেন যে, তিনি এমনই এক প্রার্থী যিনি প্রয়োজনে স্টেট ও ফেডারেল পাওয়ারের বিরুদ্ধে লড়তে প্রস্তুত এবং কখনও ভয়ে পিছিয়ে আসবেন না। আগামী ৪ নভেম্বর ভোটাভুটি হবে। তার আগে এখন চলছে আগাম পোস্টাল বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

জার্সি সিটির বাংলাদেশি খাবারের রেস্তোরাঁ ‘কড়াই কিচেন’ পেল নিউ ইয়র্ক টাইমসের মর্যাদাপূর্ণ ৩-তারকা রেটিং

পরিচয় ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রে নিউ ইয়র্ক সিটির সিকটবর্তী নিউ জার্সি ষ্টেটেরজার্সি সিটির বাংলাদেশি রেস্তোরাঁ ‘কড়াই কিচেন’ এক অবিশ্বাস্য সম্মান অর্জন করেছে। তারা আমেরিকার সবচেয়ে প্রভাবশালী পত্রিকা নিউ ইয়র্ক টাইমসের কাছ থেকে মর্যাদাপূর্ণ তিন-তারকা বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

মেয়াদ কমিয়ে ওমরাহ ভিসায় বড় পরিবর্তন আনল সৌদি আরব

পরিচয় ডেস্ক: ওমরাহ ভিসার মেয়াদ তিন মাস থেকে কমিয়ে এক মাস করেছে সৌদি সরকার। নতুন নীতি আগামী সপ্তাহ থেকে কার্যকর হবে। সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালায়ের উদ্ধৃতি দিয়ে শুক্রবার বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্র প্রবেশে কঠোর নজরদারি, একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ছাড়া সকলের জন্য প্রযুক্তিনির্ভর ট্র্যাকিং চালু

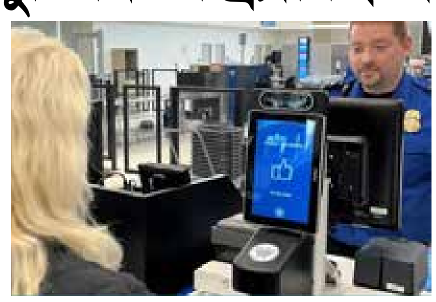

যুক্তরাষ্ট্র প্রবেশে কঠোর নজরদারির অংশ হিসবে একমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক ছাড়া সকলের জন্য যুক্তরাষ্ট্র প্রবেশে প্রযুক্তিনির্ভর ট্র্যাকিং চালু করছে হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ। নতুন এই নিয়ম আগামী ২৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হবে। ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও অবস্থান এবং পাসপোর্ট জালিয়াতি রোধে নতুন পদক্ষেপের ঘোষণা দিয়েছে ট্রাম্প প্রশাসন। গত ২৪ অক্টোবর শুক্রবার প্রকাশিত এক সরকারি নথিতে বলা হয়েছে, অ্যামেরিকার নাগরিক নন এমন ব্যক্তিদের দেশে প্রবেশ এবং দেশ ছেড়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া ট্র্যাক করার জন্য মুখ শনাক্তকরণ (ফেসিয়াল রিকগনিশন) প্রযুক্তির প্রয়োগ বিস্তৃত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। নতুন এই নিয়ম আগামী ২৬ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর হবে। এর অধীনে অ্যামেরিকান বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওয়ার্ক পারমিট নবায়ন বন্ধ করে অভিবাসীদের দুঃসংবাদ দিলো যুক্তরাষ্ট্র

পরিচয় ডেস্ক: অভিবাসী কর্মীদের জন্য নিয়ম-কানুন আরও কঠোর করছে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, অভিবাসী কর্মীদের ওয়ার্ক পারমিট তথা কাজের জন্য অনুমতিপত্রের মেয়াদ এখন থেকে আর স্বয়ংক্রিয়ভাবে নবায়ন করা হবে না। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন হাজার হাজার অভিবাসী কর্মী। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়

যুক্তরাষ্ট্রে গ্রিনকার্ড বাতিলের প্রক্রিয়া শুরু, বাংলাদেশিরাও রয়েছেন

পরিচয় ডেস্ক: মিথ্যা তথ্য ও জাল নথি ব্যবহার করে রাজনৈতিক আশ্রয় নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ পাওয়া ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি অভিযান শুরু করেছে যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস বাকি অংশ ৩৬ পৃষ্ঠায়

২য় ভবন ক্রয়ে চুক্তিবদ্ধ হলো বাংলাদেশ সোসাইটি

পরিচয় ডেস্ক: নিউ ইয়কে “বাংলাদেশ ভবন” প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউর উপর ৪.৯ মিলিয়ন ডলারে ২য় ভবন ক্রয়ে চুক্তিবদ্ধ হলো বাংলাদেশ সোসাইটি, নিউ ইয়র্ক।

গত শুক্রবার ৩১ অক্টোবর অপরাহ্নে ভবনটি ক্রয়ের বিষয়ে আনুষ্ঠানিকতা শুরু করেছে সোসাইটি।

এসময় বাকি অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়

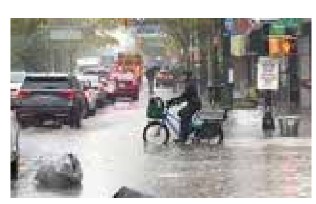

নিউইয়র্কে ভারী বৃষ্টিতে বন্যা, দুজনের মৃত্যু

পরিচয় ডেস্ক: ভারী বৃষ্টিপাতে বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে নিউইয়র্ক নগরীর বেশিরভাগ এলাকা। এ দুর্যোগে এখন পর্যন্ত দুই জনের মৃত্যুর খবার পাওয়া গেছে। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) দিনের শুরু থেকেই এ দুর্যোগের কবলে পড়েন নগরের বাকি অংশ ৪৩ পৃষ্ঠায়

বছরে ৭৫০০ শরণার্থী আশ্রয় দেবে যুক্তরাষ্ট্র, অগ্রাধিকার পাবেন শেতাঙ্গ আফ্রিকানরা

পরিচয় ডেস্ক: এক লাখ ২৫ হাজার থেকে কমিয়ে সাড়ে সাত হাজার শরণার্থীকে আশ্রয় দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। যাদের বেশিরভাগই শ্বেতাঙ্গ আফ্রিকান। বৃহস্পতিবার (৩০ অক্টোবর) মার্কিন ফেডারেল রেজিস্টারে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরে যুক্তরাষ্ট্রে শরণার্থী প্রবেশের সর্বোচ্চ সীমা ৭ বাকি অংশ ৪৬ পৃষ্ঠায়